উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার

প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মাঝেও কেউ কেউ হয়ে ওঠেন এক একটি মহীরুহ। অর্ণব সেন ছিলেন তেমনই এক ব্যক্তিত্ব। পড়ুয়াদের দিশা দেখানোর পাশাপাশি তিনি সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্যকেও।

▸▸১৫ থেকে ১৭-র পাতায় অন্তরে অর্ণব

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন® জাদু মলম
নকল থেকে সাবধান
Manmohan JADU MALAM
MK® Since 90 Years
Ph : 9830303398

রাহুলের মৃত্যুতে পথে টলিউড ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন

আমি থামলেই থামবে ইজরায়েল : ট্রাম্প ১১

আপকে বিঁধতে ‘ধুরন্ধর’ রাঘব চাপানউতোর চরমে ১০

শিলিগুড়ি ২১ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 5 April 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 315

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

নেতাদের বার্তা মমতার

আগে নাম তোলান, পরে প্রচার

আজাদ ও গৌতম দাস

মানিকচক ও গাজোল, ৪ এপ্রিল : শেষ ভরসা ট্রাইবিউনাল। ভোটার তালিকায় বাতিলদের আর্জি বিবেচনায় ট্রাইবিউনাল অবশ্য শনিবারও কাজ শুরু করেনি। তবে দলে দলে সেই ট্রাইবিউনালের শরণ নেওয়ার পরামর্শ দিলেন তৃণমূল নেত্রী। অন্য সব কাজ ফেলে আগে ট্রাইবিউনালে আর্জি জানিয়ে বাতিল ভোটারদের নাম তোলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিলেন নিজের দলের নেতা-কর্মী এমনকি প্রার্থীদের।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) নাম বাদ পড়ায় মালদা জেলায় জনঅসন্তোষ চরমে উঠেছে। এই জেলার মোথাবাড়িতে সাত বিচারককে আটকে রাখার ঘটনা নিয়ে রাজ্যের প্রশাসন, নির্বাচন কমিশনে হুলুস্থুল দশা চলছে। শনিবার ছিল মালদা জেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দফায় নির্বাচনি প্রচারের দ্বিতীয় দিন। প্রচারের বর্শামুখ তাঁর বরাবরই ছিল এসআইআর।

তবে নির্বাচনি কাজ ছেড়ে দলকে ট্রাইবিউনালে বাতিল ভোটারদের জন্য সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মানিকচকের এনায়েতপুরের সভায় মমতা শনিবার হঠাৎ সাধারণ মানুষের উদ্দেশে বলেন, ‘কাদের কাদের নাম বাদ পড়েছে, হাত তুলুন তো।’ দেখা যায়, সভায় উপস্থিত মানুষের প্রায় অর্ধেক হাত তুলেছেন। তাতে তিনি থমকে যান কিছুক্ষণ।

তারপর হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ‘এতজনের নাম বাদ! তাহলে ভোট দেবেন কে? ভ্যানিশ কুমার!’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম উচ্চারণ না করে, তাঁকে ‘মোটা ভাই’ সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ ছোড়েন, ‘ক্ষমতা থাকলে এখানে এসে মিটিং করে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলুন। আপনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শূন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
isar আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি M: 9800711112

আপনি ফোন করে করে নির্দেশ দেন, মালদায় মুসলিম দেখলে ভোট কাটো, মুর্শিদাবাদে ভোট কাটো, তেহট্টে ভোট কাটো।’

গাজোলের সভায় জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনারা চিন্তা করবেন না। ৬০ লাখ বিচারাধীনের মধ্যে ২২ লাখ ভোটারের নাম তোলা হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করছি আমরা। এর শেষ দেখে ছাড়ব। বিজেপিকে খুশি করতে নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে মুসলমান, রাজবংশী, মতুয়া, *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

মোথাবাড়ির ঘটনা নিয়ে উত্তাল রাজ্য। তদন্তে নেমে পড়েছে এনআইএ। যদিও এখনও পর্যন্ত সেই অর্থে বড় কোনও ‘ক্লু’ মেলেনি। সেদিনের আন্দোলন নিয়ে কী বলছে মোথাবাড়ি, কীই বা ঘটেছিল- গ্রাউন্ড জিরোয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পরিকল্পনা করে ঘেরাও

বিচারকরা ভেতরে, আগেই জানত বিক্ষোভকারীরা

অরিন্দম বাগ

মোথাবাড়ি, ৪ এপ্রিল : মোথাবাড়িতে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের সামনে যে অবরোধ চলছিল বুধবার রাতে, তা এখন রাজ্য রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। অবরোধ সকাল থেকে চললেও সন্ধ্যা অবধি তা নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য হয়নি কোথাও। হইচই শুরু হয় তখন, যখন জানা যায় সেই বিডিও অফিসে আটকে রয়েছেন সাতজন বিচারক। এবার প্রশ্ন উঠছে, তাঁদের কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই আটকে রাখা হয়েছিল? নাকি বিক্ষোভকারীরা জানতেন না, বিডিও অফিসের ভেতরে কর্মী-আধিকারিকরা ছাড়াও বিচারকরাও রয়েছেন?

এলাকায় গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে যা বোঝা যাচ্ছে, তাঁদের অবরোধের জেরে যে বিচারকরাও আটকে পড়েছেন, তা বিলক্ষণ জানতেন আন্দোলনকারীরা। মূলত তাঁদের আটকে রাখার উদ্দেশ্যেই বিডিও অফিস ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল বলে এনআইএ-র তদন্তে উঠে আসছে। আর আমলিতলা এলাকায় যে আরেক মহিলা বিচারকের গাড়ি আটকে রাখা হয়েছিল, সেটাও জেনেবুঝেই। তাই মনে করা হচ্ছে, গোটা আন্দোলনের রূপরেখাই ছিল পূর্বপরিকল্পিত।

স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা।। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া প্রহরার মধ্যেই স্কুলযাত্রা খুদের। -সংবাদচিত্র

গত শুক্রবার বিকেলে মালদায় মোথাবাড়ি এলাকায় বিচারকদের ওপর হেনস্তার অভিযোগের ঘটনার তদন্তে আসে এনআইএ। গতকালই বিভিন্ন দোকান ও বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আমলিতলা এলাকায় এক প্রবীণ ব্যবসায়ী বলছিলেন, ‘শুক্রবার বিকেলে এনআইএ আমার দোকানে তদন্তে এসেছিল। আমি তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি। আমি যা যা দেখেছি সেসব কথা তাঁরা শুনেছেন। আমার দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়ে গিয়েছেন।’ ওই প্রবীণ ব্যবসায়ীর কথাতেই জানা গেল, গাড়িতে মহিলা বিচারক আটকে থাকার কথা জানতেন উপস্থিত সকলেই। বলছিলেন, ‘রোজকার মতোই ঘটনার দিনও দুপুর একটার সময় বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সেই সময় দেখেছিলাম বিক্ষোভকারীরা একটি গাড়ি আটকে রেখেছে। বিকেলে দোকানে ফেরার সময় দেখি তখনও ওই গাড়িকে আটকে রাখা হয়েছে। শুনতে পাই, ওই গাড়িতে একজন মহিলা বিচারক রয়েছেন। সেই সময় আমি নিজে বিক্ষোভকারীদের কাছে ওই মহিলা বিচারককে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলি। আমার আগে স্থানীয় তৃণমূল প্রার্থীও ঘটনাস্থলে এসে ওই গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সাদা চোখে সাদা কথায়

যতই বদলি করা হোক, বঙ্গে সক্রিয় অফিসার-রাজ

গৌতম সরকার

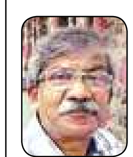

বাংলায় প্রচলিত কথা- যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ। কথাটা সামান্য উলটে-পালটে বলা যায়- দক্ষ ভেবে যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের গালে তিনিই কালি লেপে দিচ্ছেন। ভোটের দিন ঘোষণা হতে না হতে

কৃষিচুন মানেই বায়োটিন কৃষিচুন
যা ব্যবহারে জমি চাষের পুরোপুরি উপযুক্ত হয়ে ওঠে
বায়োটিন কৃষিচুন-২ একমাত্র কৃষিচুন
BIOTEN KRISHI CHUN
Trasco®
Super Agro India Pvt. Ltd

প্রশাসন ও পুলিশে আগাপাশতলা বদল করেছিল কমিশন। এক পদে একাধিকবার পরিবর্তনও করেছিল। যেমন, আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক পরিবর্তন করেছে তিনবার। দায়িত্ব নিতে না নিতে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

মহানন্দাপারের মন পেতে রাত্রিযাপন

রণজিৎ ঘোষ ও নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : তিনি চার বছর ধরে শহরের মেয়র। রাজ্যের শাসকদলের প্রার্থী। ছয়টি ওয়ার্ডের ভোটব্যাংক নিয়ে তাঁর কপালেই কি না পুরু ভাঁজ পড়েছে!

পরিস্থিতি এমন যে, মানুষের মন পেতে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিতে হল তাঁকে। শনিবার ‘টক টু গৌতম’ চলাকালীন গৌতম দেব জানিয়েছেন, মহানন্দার উত্তর পারের একাধিক ওয়ার্ডে রাতে থাকবেন। এই কর্মসূচি শুরু হবে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে। পরবর্তীতে ১ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডেও থাকার পরিকল্পনা রয়েছে।

গৌতম বললেন, “৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে ‘মানুষের কাছে চলো’ কর্মসূচি করতে পারিনি। তাই মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ গড়ে তুলতে ৮ এপ্রিল প্রচারপর্ব শেষে রাতে থাকব।”

দলীয় সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট দিন দুপুর নাগাদ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে পৌঁছাবেন। দিনভর জনসংযোগের পর স্থানীয় কোনও বাসিন্দা কিংবা দলীয় কর্মীর বাড়ি হবে তাঁর সেদিনের আস্তানা। সেখানেই সকলের সঙ্গে পাত পেরে খাবার খাবেন।

’২৬-এর মহারণে দিলীপ বর্মনের ৪৬ নম্বর সহ মহানন্দা সেতুর উত্তর পারের ছ’টি ওয়ার্ড নিয়ে চিন্তায় তৃণমূল নেতৃত্বও। একা দিলীপের ওয়ার্ডেই ২৫ হাজারের বেশি ভোটার রয়েছেন। সবমিলিয়ে ওই ছ’টি ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার। ২০১৯ সাল থেকে কোনও লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনেই জোড়াফুল শিবির এখানে থেকে লিড পায়নি।

এবার কি শিকে ছিঁড়বে, কীভাবে ওই ওয়ার্ডগুলিতে লিড নেওয়া যায়- সেই সমীকরণ খুঁজতে গিয়ে মাথায় হাত পড়েছে নেতাদের। প্রার্থী অবশ্য লিড নেওয়ার ব্যাপারে আশা ছাড়তে নারাজ। তাই বিশেষ নজর দিতে উদ্যোগী।

নদীর উত্তরপারে পুরনিগমের ১, ২, ৩, ৪৫, ৪৬ আর ৪৭- ছ’টি ওয়ার্ড রয়েছে। একমাত্র ৪৫ নম্বর

- শেষ দুই বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে মহানন্দার উত্তর পারের ৬টি ওয়ার্ডেই পিছিয়ে ছিল তৃণমূল
- পুরনিগমের নির্বাচনে ৫টি ওয়ার্ড নিজেদের দখলে থাকলেও এবার ওই সমস্ত এলাকা নিয়ে চিন্তিত জোড়াফুল শিবির
- আপাতত তিনটি ওয়ার্ডে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী

সিপিএমের হাতে থাকলেও বাকি পাঁচটিই তৃণমূলের দখলে। অথচ, ২০১৬ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দুটি লোকসভা এবং দুটি বিধানসভা ভোটে এগুলোয় এগিয়ে ছিল পদ্ম শিবির। এবারও পরিস্থিতি কতটা বদল হবে, *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ।

রাঁধেন যিনি, আন্দোলনও করেন তিনি

প্রার্থীর অন্দরমহলে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : জন্ম বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে। কিন্তু বেড়ে ওঠার সাক্ষী শহর শিলিগুড়ি। রাজনীতির আঙিনায় যখন প্রথম পা রাখেন, তখন নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

ছোটবেলা থেকে খেলাধুলোর পোকা, একই নেশায় আসক্ত ছেলে শ্রেয়াশও। শ্রেয়াশের বাবা শিলিগুড়ির বিদায়ী বিধায়ক শংকর ঘোষ। বিজেপির বিধানসভার মুখ্যসচেতক ও দলের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে সারাবছরই ব্যস্ততায় কাটে। পদ্ম শিবির থেকে ফের টিকিট পেয়ে দৌড়ঝাপ বেড়েছে।

ব্যস্ততার কারণে বাবাকে কাছে না পাওয়ার আক্ষেপ রয়েছে সন্তানের। শ্রেয়াশ জানাল, মাঝেমধ্যে মন খারাপ হয়। বলছিল, ‘বাবা কখনও কড়া মেজাজের, আবার কখনও একেবারে বন্ধুর মতো। সুযোগ পেলে প্রচুর গল্প করি।’ খানিক থেমে একগাল হেসে বলল, ‘যখন রেগে যায়, তখন তো ভয়ে আশপাশেই যাই না।’

শংকরের স্ত্রী সুদীপা চৌধুরী বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত দীর্ঘদিন হল। বর্তমানে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছেন। কম্পিউটারে লগ-ইন করলে কখন রাত ১২টা বেজে যায়, টের পান না। সুদীপার কথায়, ‘শংকর আগাগোড়াই বাইরের মানুষ। ঘরের জন্য সময় তেমন থাকে না ওর হাতে। তবে, ঘরোয়া কাজে পারদর্শী। রান্না থেকে জামাকাপড় গোছানো- সবকিছু অনায়াসে পারে।’

সুদীপার কথা শুনে পাশে বসে মুচকি হাসেন বিদায়ি বিধায়ক। সুদীপা বলে চলেন, ‘অফিসের কাজে আমাকে প্রায় প্রতিমাসে কলকাতায় যেতে হয়। তখন সবকিছু শংকর একাই সামলে নেয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

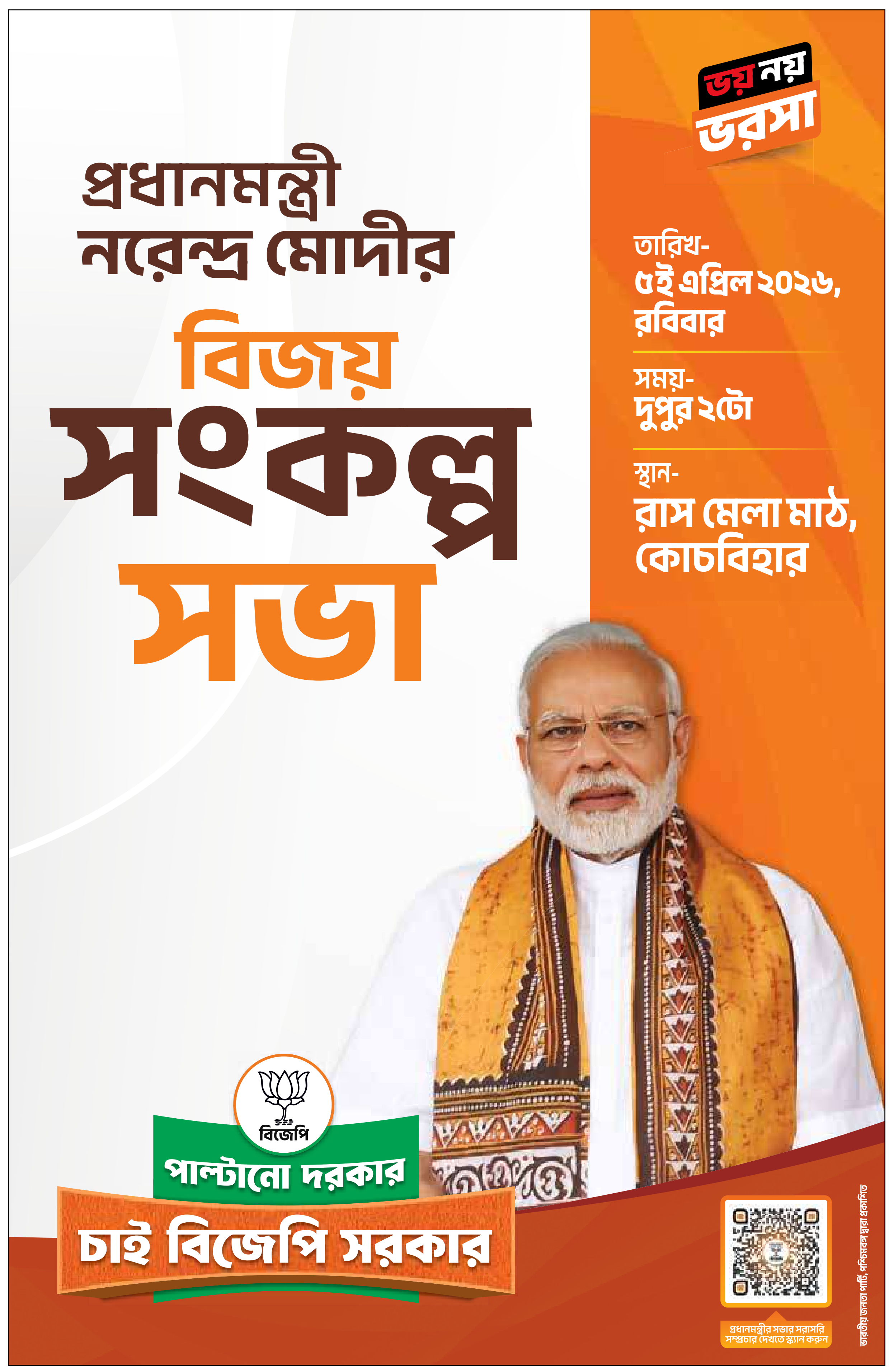

গাছের ঝান্ডা সরাল কমিশন

রাজগঞ্জ, ৪ এপ্রিল : রাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠন গাছে পেরেক পুঁতে ঝান্ডা লাগিয়েছে। যা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে পরিবেশপ্রেমী মহলে। ২৭ডি জাতীয় সড়কের দশদরগা মোড় থেকে বেলাকোবা যাওয়ার রাস্তায় গেলেই চোখে পড়বে দু'ধারে প্রচুর গাছে তৃণমূল, বিজেপি এবং অন্য সংগঠনের অনেক ঝান্ডা পেরেক পুঁতে গাছে লাগানো হয়েছে।

গাছে পেরেক পুঁতে লাগানো ঝান্ডা।

এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচারের সম্পাদক রাজা রাউত বলছেন, 'আমি মনে করি একটি গাছে পেরেক পোঁতা মানে একটি মানুষের উপর পেরেক পুঁতে দেওয়া। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের আরও সচেতন হওয়া দরকার। দায় এড়াতে পারে না নির্বাচন কমিশনও। তাদেরও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।'

গাছে ঝান্ডা লাগানোর বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলিও। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য আশিস দে বলছেন, 'গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হার কম নয়। বিষয়টি বলা রয়েছে তারপরেও কোনও স্থানে এরকম ঘটনা ঘটলে দলের কর্মীদের দ্রুত নির্দেশ দেওয়া হবে ঝান্ডা খুলে দেওয়ার।' এ নিয়ে তৃণমূলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'কালকেই ব্লকের সমস্ত অঞ্চল সভাপতিকে নির্দেশ দেব কোথাও এরকম ঝান্ডা লাগানো হলে দ্রুত যেন খুলে নেওয়া হয়। কোথাও যেন গাছে পেরেক পুঁতে ঝান্ডা না লাগানো হয়।' এদিন অবশ্য নির্বাচন কমিশনের জেলা কর্মীরা দশদরগা এলাকায় রাজনৈতিক দলের ঝান্ডাগুলি খুলে দিয়েছেন।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় জটিলতা কাটবে। দূরের কোনও বন্ধুর ভলো খবরে আনন্দ। পড়ুয়াদের জন্য খুব ভালো সময়। টাকাকড়ির সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক চাপ কমবে। আটকে থাকা সম্পত্তি উদ্ধার। নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। জমি-জমা সংক্রান্ত সমস্যা মিটবে।

বৃষ : পারিবারিক সমস্যা থাকলেও মাথা ঠান্ডা রেখে সমাধান করার চেষ্টা করুন, সফল হবেন। কর্মক্ষেত্রে সমকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। কোনও প্রিয়জনের ব্যবহারে মানসিক কষ্ট পেতে পারেন। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। এ সপ্তাহে আয়ের নতুন নতুন সুযোগ পেতে পারেন। যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি পাবেন।

মিথুন : আত্মীয়স্বজনের কোনও কথাবার্তায় আপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। অতি আকাঙ্ক্ষা এ সপ্তাহে ক্ষতি করতে পারে। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হতে পারেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে বিবাদ না করে আপস করে নিলেই ভালো। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় গর্বিত হবেন। নতুন বাড়ি-গাড়ি কেনার সুযোগ মিলতে পারে।

কর্কট : জমি কেনাবেচার খুব ভালো সময়। প্রেমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে ভাবনাচিন্তা করে নিন। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক কথাবার্তায় একদম যাবেন না। সপ্তাহের শেষদিকে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির সম্ভাবনা। কাউকে যেচে উপকার করতে গিয়ে সমস্যা হতে পারে।

সিংহ : পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাস্তব হবে। বাড়ি সংস্কার নিয়ে টাকাপয়সা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা দূর হবে। পেশাগত কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্তদের বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো চাকরি পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নিতে পারে।

কন্যা : নতুন সম্পত্তি কিনে আইনগত কোনও সমস্যা হলেও স্ত্রীর সাহায্যে উদ্ধার পাবেন। কাউকে কিছু দান করতে পেরে তৃপ্তি। কর্মক্ষেত্রে কোনও কঠিন কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। সপ্তাহের শেষ দিকে পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। এ সপ্তাহে হাতে প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

তুলা : সপ্তাহটি খুব পরিশ্রমে কাটলেও সাফল্য ধরা দেবে। বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ ফের চালু করতে পেরে মানসিক শান্তি। পেটের সমস্যার কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। বিপদে বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার স্বীকৃতি পাবেন।

বৃশ্চিক : অহেতুক বিলাসিতায় টাকা খরচ করে পরে অনুশোচনা। আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলুন। রাজনৈতিক কর্মীরা কোনও কারণে অপমানিত হতে পারেন। সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

ধনু : বাবার শরীর নিয়ে সপ্তাহজুড়ে উৎকণ্ঠা থাকতে পারে। আপনার সাফল্যে পড়শির ঈর্ষা। বাড়ির কোনও সমস্যা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে আলোচনা করবেন না। স্ত্রীর বিলাসিতার কারণে খরচের বহর পড়বে। এ সপ্তাহে ব্যবসায় সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনা। অলসতার কারণে হওয়া কাজ এ সপ্তাহে পণ্ড হতে পারে।

মকর : নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা সার্থক হবে। বাড়িতে কোনও সুখবর আসতে চলেছে। বহুদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা হতে পারে। সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কাহিল হতে পারেন। মানসিক চাপ কমাতে ধর্ম কর্মে মন দিন।

কুম্ভ : সন্তানের সৃজনশীল কাজের জন্য গর্বিত হবেন। মানসিক চাপ কমাতে ধর্মচর্চায় মন দিন। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্তদের চাকরির সুযোগ মিলতে পারে। মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারে শান্তি ফিরবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। শারীরিক সম্পত্তিগত বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে।

মীন : ভালোমন্দ মিশিয়ে সপ্তাহটি কাটবে। লটারি থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রেমের সঙ্গীকে আপনার মনের কথা খুলে বলুন, সমস্যা মিটবে। সেবামূলক কোনও কাজে দান করতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষরা আপনাকে সমর্থন করবে। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিবলে বিরোধীদের পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। সন্তানের চাকরি ঘরবে বাড়িতে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ১৫ চৈত্র, ৫ এপ্রিল ২০২৬, ২১ চ'ত, সংবৎ ৩ বৈশাখ বদি, ১৬ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩১, অঃ ৫।৫০। রবিবার, তৃতীয়া দিবা ১০।২০। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ১০।৪৪। বজ্রযোগ দিবা ১।৪৩। বিষ্টিকরণ দিবা ১০।২০ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।১৮ গতে বালবকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, অপরাহ্ণ ৪।৯ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১০।৪৪ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১০।৪৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১০।২০ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ১০।৮ গতে ১।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৮ গতে ২।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম-দিবা ৯।৮ গতে ১০।৮ মধ্যে পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ইং-পর্ব ইস্টার সানডে। ভারতীয় নৌদিবস। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।১৫ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ১।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৬ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।১ গতে ৩।৬ মধ্যে। অমৃতযোগ-দিবা ৬।১৫ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে।

বিরোধীদের ধিক্কার

মন্ত্রীর মিছিলে স্কুলড্রেসে পড়ুয়ারা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৪ এপ্রিল : মাল বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বুলু চিকবড়াইকের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মিছিলে স্কুল ড্রেস পরে হাঁটল পড়ুয়ারা! বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কড়া সমালোচনা করেছেন বিরোধীরা। যদিও রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে ব্যাট ধরেছেন তাঁর পুত্র তথা রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিকবড়াইক।

মালবাজারে বুলু চিকবড়াইকের মিছিলে স্কুল পড়ুয়ারা।

শনিবার মন্ত্রী তথা তৃণমূলের মাল বিধানসভার প্রার্থী বুলু চিকবড়াইক মনোনয়নপত্র জমা দেন। কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে এদিন রাজা চা বাগানের ফুটবল মাঠ থেকে একটি মিছিল করে মালবাজার শহরের কলোনি ময়দানে আসেন মন্ত্রী। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন মাল বিধানসভার প্রার্থী, তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, নাগরাকাটার প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর।

তবে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে নির্দিষ্টভাবে নজর কাড়ে কিছু স্কুল পড়ুয়া। পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মিছিলে রীতিমতো ডেকে আনা হয়েছে তাদের। তৃণমূলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে যে ছাত্রীরা ছিল, তাদের কন্যাশ্রীর অংশ হিসাবে ডাকা হয়েছিল।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মিছিলে যুবসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। লক্ষ্মীর ভাঁড় নিয়ে মিছিলে দেখা গিয়েছে বহু মহিলাকে। তাঁদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যথেষ্ট দিয়েছেন, এবার আমাদের ফিরিয়ে দেওয়ার পালা।

মিছিলে বড়দের পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়াদের মুখেও রাজনৈতিক স্লোগান শোনা গিয়েছে। সবটাই হয়েছে জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের উপস্থিতিতে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল পড়েছে শহরে। তবে, এই ঘটনার পর ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন মন্ত্রী-পুত্র অশোক। তিনি বললেন, 'আমরা কোনও স্কুল পড়ুয়াকে আসতে বলিনি। তারা নিজের ইচ্ছায় এসেছে।' অশোকের দাবি, খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে যারা এসেছে তারা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের মিছিলে স্কুল পড়ুয়াদের উপস্থিতি আগেও বিভিন্ন জেলায় দেখা গিয়েছে।

- পড়ুয়ারা জানাচ্ছে, মিছিলে ডেকে আনা হয়েছে তাদের
- স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে যে ছাত্রীরা ছিল, তাদের কন্যাশ্রীর অংশ হিসাবে ডাকা হয়েছিল
- বিষয়টির সমালোচনা করছে বিরোধীরা
- বড়দের পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়াদের মুখেও রাজনৈতিক স্লোগান শোনা গিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে মালের বিজেপির প্রার্থী শুক্রা মুন্ডার অভিযোগ, 'জোর করে মিছিলে লোক জড়ো করা তৃণমূলের অপসংস্কৃতি। এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মিছিলে হাঁটাচ্ছে।' সিপিএমের প্রার্থী মনু ওরাওঁ বললেন, 'রাজনৈতিক দলের মিছিলে স্কুল পড়ুয়াদের এনে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে তৃণমূল। এই বিষয়টি নির্বাচনি আধিকারিকদের খতিয়ে দেখা উচিত।'

কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নাসিম আহমেদ জানান, তৃণমূলের এই রুচিবোধকে ধিক্কার। স্কুলের পড়ুয়ারা রাজনীতির উপাদান নয়। এদিকে, এই ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ভোট-প্রশিক্ষণ এড়ানোয় ৫০ অধ্যাপককে শোকজ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ এপ্রিল : ভোটের প্রশিক্ষণ শিবিরে অনুপস্থিত থাকায় রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন অধ্যাপককে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তাহখানেক আগে নির্বাচন কমিশনের তরফে ৫০ জন অধ্যাপককে প্রিসাইডিং অফিসার পদে নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু, তাঁদের যা বেতনক্রম এবং গ্রেড-পে তাতে তাঁদের প্রিসাইডিং অফিসার পদে নিয়োগপত্র দেওয়ায় প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে। পাশাপাশি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন, পরীক্ষার খাতা দেখা সহ গবেষণার কাজের চাপ থাকায় তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে জানানো হয়। অধ্যাপকদের নির্বাচনের কাজে ছাড় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অর্ণব সেন। কিন্তু, তারপরও নির্বাচন কমিশন ওই অধ্যাপকদের ছাড়পত্র না দেওয়ায় ভোটের প্রশিক্ষণে অনুপস্থিত থাকেন তাঁরা।

গত বৃহস্পতিবার ওই ৫০ জন অধ্যাপককে শোকজের নোটিশ ধরানো হয়। অধ্যাপক অমিত মণ্ডল বলেন, 'আমরা এই নোটিশের জবাব দিয়েছি। এ বিষয়ে আমাদের অধিকাংশই একমত। ডিউটিতে যাবেন না। স্কেল অনুযায়ী আমাদের প্রিসাইডিং অফিসারের ডিউটি দেওয়া যায় না।' তিনি আরও বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী পঠনপাঠন চলছে। পড়ুয়ার তুলনায় শিক্ষক সংখ্যা কম। আমরা ভোটের কাজে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠক্রম শেষ করব কী করে?'

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, 'এই মুহূর্তে একদিকে পরীক্ষা প্রক্রিয়া, অন্যদিকে প্রায় দশ হাজার পড়ুয়ার পরীক্ষার খাতা দেখার কাজ চলছে। তার পাশাপাশি গবেষণার কাজও চলছে পুরোদমে। হঠাৎ এতজন শিক্ষক পোলিং ডিউটির জন্য প্রশিক্ষণে অংশ নিলে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

পাত্র চাই

■ Brahmin girl, 29+/5'-6", Govt. job in Bihar, cannot move from Bihar. Mob : 7004421108. (K)

■ পূর্ববঙ্গীয় Brahmin, 27+/5'-5", MBA, দেবারিগণ, Bangalore-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবক ফোনে যোগাযোগ করিবেন। (M) 9474027606. (C/121272)

■ Bank Officer, M.Sc. Math., জন্ম 1991, 5ft., ফর্সা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক, মাতা গৃহকর্ত্রী। যোগাযোগ- 7601941915, 9531563678 (5 P.M. to 10 P.M.), বিবাহ সংস্থা নিষ্প্রয়োজন। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (C/121291)

■ কায়স্থ, ২৮ বছর, ৫'-8", LLM, ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা। ব্যাঙ্গালোরস্থিত উপযুক্ত কায়স্থ/ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। যোগাযোগ : ৮২৫০৯৫৫১৬১ (নিজ নাম্বার)। (C/121285)

■ বিহারি দাস (SC), 35/5'-4", SBI-তে Asst. Manager পদে কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই, জাতিভেদ নাই। (M) 9832555890. (M/M)

■ সাহা, ৩৫/৫', সঃ চাকরি, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/120647)

■ Alliance invited for cultured Brahmin Girl (MDS' final year). Father is a doctor & Mother housewife. Seeking a well qualified Brahmin doctor groom (aged less than 32 yrs.) preferably setteled in Siliguri. (M) 7319412123. (C/121157)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 29/5'-2", B.Sc., সুযোগ্য পাত্র কাম্য। উত্তর/দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা অগ্রগণ্য। অভিভাবক ছাড়া ফোন করিবেন না। (M) 8159048974. (C/121296)

■ মণ্ডল (নঃ শূঃ), 28/4'-11", M.Sc. (Math), রেল Group-C কর্মরত (NJP), 32-এর মধ্যে শিলিগুড়ি নিবাসী সরকারি চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কোনও বিবাহ প্রতিষ্ঠান ও ঘটক কাম্য নয়। 9641390194. (C/121298)

■ পাত্রী 28/5', M.A. (Eng.), সুদর্শনা। সম্ভ্রান্ত সাহা পরিবারের একমাত্র সন্তান। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ও ছবি WhatsApp করুন-9647794176. (C/A)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Sc., B.Ed., সরকারি স্কুলে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9832125114. (C/121308)

■ মাহিষ্য, B.Sc. পাশ, 5'-3", ঘরোয়া, সুন্দরী, পিতা Retd. গভঃ অফিসারের মেয়ের জন্য ভালো এবং উপযুক্ত পরিবারের পাত্র চাই। 9733066658. (C/121165)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc. (Math), B.Ed., পঞ্চায়েত বিভাগে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। 9382435745. (C/121308)

■ বয়স 24, প্রকৃত সুন্দরী, ঘরোয়া, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9830241426. (K)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, অবিবাহিতা, বৈদ্য, 36+/5'-1", B.A. (Eng. Hon's) Final year, DCA, বাবা কেঃ সঃ অবসরপ্রাপ্ত। একমাত্র কন্যা। B.Tech. পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। বিবাহ সংস্থা নহে। পাত্রের বিবরণ সহ WhatsApp করুন। সত্বর বিবাহ। Mob (W) : 9434460974, 8927939450. (C/121164)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, মাঙ্গলিক, বৃশ্চিক রাশি, একমাত্র কন্যা, 33/5'-4", B.A., B.Ed., M.A. (Geography), M.Phil., Ph.D. (Running), উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত, সুন্দর পাত্র চাই। (M) 9474630626. (C/121164)

■ কায়স্থ, M.Sc., B.Ed., 31+, কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরিরতা। নেশাহীন, সরকারি চাকরিজীবী সুযোগ্য পাত্র কাম্য। অতি নগণ্য কাল সর্প দোষ যা যজ্ঞ করে দোষ কাটানো হয়। মোঃ 7908508245, 9434256464. (D/S)

■ জন্ম ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নন টিচিং স্টাফ। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৫, MCA ও বর্তমানে বেসরকারি ব্যাংকে চাকরিরতা। পিতা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কন্যাসন্তান, ২৫, B.Tech. ও বর্তমানে ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, ২৪, M.A. ইন ইংলিশ। সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/121165)

■ জন্ম ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য অনূর্ধ্ব ৪০ পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121165)

পাত্র চাই

■ 26, কনভেন্ট Educated, MCA, নামী MNC-তে পুনেতে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 7407777995. (C/121165)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 25/5'-3", B.A.Pass, হোম টিউশন, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9734485015. (C/121165)

■ বয়স 45, বিধবা, সরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ উত্তরবঙ্গ, ২৭+, পাত্রী ব্যবসায়ী (নিজস্ব রেস্টুরেন্ট ক্যাফে এবং বুটিক-এর ব্যবসা), পিতাও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121165)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 24/5'-3", B.Sc., ঘরোয়া, সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, পাত্রী ৩৬+, রাজ্য সরকারি গ্রুপ ডি চাকরিজীবী। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। নিজস্ব বাড়ি বর্তমান। পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121165)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, দাস, 35+/5'-6", BBA, Private Tutor (Science), স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9609415000. (B/B)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, 54+, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। Ph : 7863934822. (C/121301)

■ 45/5'-6", Reserve Bank of India-তে কর্মরত, মুসলিম পাত্রী চাই, কুমারী, ডিভোর্সিও চলবে এবং পাত্রী নিজেও যোগাযোগ করতে পারে। (M) 7865965615. (C/121302)

■ 34/5'-5", কায়স্থ, MBA, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। 8597519854. (B/S)

■ সূত্রধর, 35, B.A., 5'-9", বেসরকারি সংস্থার ডিরেক্টর পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 7431024714. (B/B)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-10", স্নাতক, কন্ট্রাকচুয়াল সঃ চাকরি, এইরূপ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 26, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9679909055. (M/M)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৪, MBA, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832125114. (C/121308)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৮, Ph.D., সরকারি কলেজে প্রফেসর, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 8637896519. (C/121308)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Com., FCI অফিসার, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/121308)

■ কাশ্যপ গোত্র ও রাক্ষসগণ ব্যতীত 25-30'এর মধ্যে 10 ক্লাস উত্তীর্ণ, সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। পাত্র 38, সচ্ছল ব্যবসায়ী। Call : 8768983844. (C/121162)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Sc., Ph.D. ও বর্তমানে গভঃ কলেজের প্রফেসর। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩৫, MBA ও সেন্ট্রাল গভঃ-এর অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪, MCA ও বর্তমানে নামী IT কোম্পানিতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮+, MBA পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ FCI ডিপার্টমেন্ট কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ, ৩৭+, ডিভোর্সি, হিন্দু বাঙালি, পাত্র গভঃ ব্যাংক কর্মচারী (PO)। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, পাত্র ৪৫+, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী ও নিজস্ব ব্যবসা আছে। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121165)

■ কায়স্থ, 34/5'-9", MBBS/MD, Govt. Hospital-এ কর্মরত, নেশাহীন পাত্রের জন্য ভালো পাত্রী চাই। 9593965652. (C/121165)

■ পাল, 31, Convent Educated, M.Tech., Central-এ উচ্চপদে কর্মরত, বাবা মৃত, সুদর্শন পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী চাই। 9330848518. (C/121165)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-11", দাবিহীন, নিজস্ব কোচিং সেন্টারে শিক্ষকতায় যুক্ত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8597767440. (C/121165)

■ পাত্র ইঞ্জিনিয়ার, বয়স ২৯, উচ্চতা ৫'-8", পাত্রের জন্য বিএ পাশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। No caste bar. Ph : 7551013427 সরাসরি যোগাযোগ। (C/121165)

■ 44/5'-7", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, M.A., B.Ed., Govt. স্কুল-এ কর্মরত, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। 8116521874. (C/121165)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", সুশ্রী, ফর্সা, ট্রিপল এমএ, ডিএলইডি, বেঃ সঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। সুন্দরী, নম্র স্বভাবের পাত্রী চাই। মোঃ 9093670692. (D/S)

■ পাত্র Gena., 34/5'-9", B.Tech., Govt. উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 9635924555. (C/121165)

■ 32/5'-8", উচ্চশিক্ষিত, কোচবিহার নিবাসী, কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/121165)

■ 44/5'-8", রেলওয়েতে কর্মরত, শিলিগুড়িতে পোঃ, নিজস্ব বাড়ি, বাবা-মা প্রয়াত, এরূপ পাত্রের জন্য Divrocee/অবিবাহিত/Widow পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। 8653243203. (C/121165)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Tech., Govt. উচ্চপদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 8653224276. (C/121165)

■ উত্তরবঙ্গ, ৩০+, B.Com. পাশ করার পরে প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলি বিজনেস-এর সাথে যুক্ত। সহইচ্ছুক পরিবারের পাত্রীর যোগাযোগ কাম্য। (M) 9242295120. (C/121165)

■ ৩২+, শিলিগুড়ি-এর বাসিন্দা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে অফিসার পদে কর্মরত (RFO), পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। কোনও দাবি নেই। (M) 7596994108. (C/121165)

■ ব্রাহ্মণ, 46+, নিজস্ব বাড়ি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ইস্যুহীন, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ঘরোয়া, 30 থেকে 37 বছরে পাত্রী কাম্য। (M) 9434591957. (B/B)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, B.Com. পাশ, 5'-2"/38+, SC পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/121162)

■ একমাত্র পুত্র, কায়স্থ, 30+/5'-7", BBA, MHA, কলকাতায় কর্মরত। সঃ/বেসঃ চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। পাত্রের নিজস্ব বাড়ি ও ফ্ল্যাট আছে। (M) 9775885904. (C/121275)

পাত্রী চাই

■ বৈশ্য সাহা, বয়স ৩৮, নিজ বাড়ি, নিজ ব্যবসা, সাংসারিক পাত্রী কাম্য। ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক। Phone : 8509629799. (C/121278)

■ ইসলামপুর নিবাসী, ব্রাহ্মণ, দেব, 36/5'-9", B.A. পাশ, প্রাইঃ কোঃ চাকরিরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8436361404. (C/120646)

■ বালুরঘাট, কুণ্ডু, 34, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী। 27 মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। দঃ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। (M) 6294166458. (C/121284)

■ বালুরঘাট নিবাসী, 31+/5'-10", M.Sc. (Math), SBI স্থায়ী Clerk পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, 23-27 বৎসর, ফর্সা, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী কাম্য। দেবারিগণ, মাঙ্গলিক চলিবে না। দুই দিনাজপুর, মালদহ অগ্রগণ্য। Mob : 9475472992. (C/121288)

■ পাত্র ঘোষ, B.Tech., MBA পাশ, ফর্সা, 32/5'-11", হায়দ্রাবাদে MNC-তে কর্মরত। Work from Home. ফর্সা, সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট উচ্চশিক্ষিত স্ববর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 9679489540. (M/M)

■ পাত্র রাজবংশী, 28/5'-10", BE, সরকারি ব্যাংককর্মী, একমাত্র সন্তানের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ- 9476358685. (C/121290)

■ কায়স্থ, 51/5'-10", B.Com., শিলিগুড়ি নিবাসী, অবিবাহিত, মাসিক আয় Rs. 50+k, নিজস্ব Flat ও একার সংসার। দাদা ও দিদি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9475610245. (C/121274)

■ বারুজীবী, 35/5'-7", B.A., প্রাইভেট অ্যানিমেশন শিক্ষক, ফালাকাটায় নিজস্ব জমি-বাড়ি-দোকান, একমাত্র পুত্র, সচ্ছল পরিবারের দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফালাকাটা/আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 9064210023. (C/120155)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ (চক্রবর্তী), 5'-6", বয়স 50, M.P.Pass, Private Farm-এ কর্মরত। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9593341586. (M/G)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-4", B.A., বেসরকারি কর্মরত, একমাত্র সন্তানের জন্য স্নাতক, সুন্দরী সুপাত্রী কাম্য। সত্বর সরাসরি যোগাযোগ করুন। (M) 8016333533.

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/121132)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9007016088. (C/121131)

দিন বদলের স্বপ্ন নিয়ে প্রার্থী

শূন্য পকেটে ভোটের ময়দানে

ভোট উৎসব

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৪ এপ্রিল : কেউ বেকার তো কেউ সাইকেল মেকানিক। কেউ আবার চা বাগানের শ্রমিক, কারও হাতে আবার মাত্র ৭৮০ টাকা সম্বল। এমনই বিভিন্ন পেশার ও আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষরাও এবার আলিপুরদুয়ার জেলার ৫টি বিধানসভার প্রার্থী। জেলার বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে যেমন কোটিপতি প্রার্থী আছেন, তেমনি আবার প্রায় শূন্য পকেটেও ভোটে দাঁড়িয়েছেন অনেকে। যদিও চোখে দিন বদলের স্বপ্ন তাঁদের। প্রত্যেকেই চান ভালো সমাজ ব্যবস্থা, গরিব মানুষের উন্নয়ন। আর তার জন্যই বৈচিত্র্যময় জেলায় প্রার্থীদেরও নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

অনেকেই অবশ্য এর আগেও ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। সাকুল্যে কিছু ভোট টানলেও ফের এবার তাঁরা প্রার্থী। এঁদের মধ্যে চর্চায় আছেন আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী অবিনাশ দাস। নির্বাচন কমিশনের হলফনামায় নিজেকে একজন সাইকেল মেকানিক হিসেবেই দেখিয়েছেন তিনি। শালকুমারহাটের এই বাসিন্দা ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছিলেন। সেবার অবশ্য প্রায় দু'হাজারের মতো ভোট পান তিনি। কিন্তু ভোটে দাঁড়ালেন কেন? প্রশ্ন শুনেই হেসে ফেললেন পেশায় সাইকেল মেকানিক অবিনাশ। তিনি বলেন, 'যেখানেই যাই নানা অনাচার দেখি। মানুষের করের টাকায় নেতা-মন্ত্রীরা মোচ্ছব করছেন। আমি এইসব বন্ধ করতে চাই। মানুষের ভালো করার জন্যই বারবার ভোটে দাঁড়াচ্ছি।'

অবিনাশের মতো দু'চোখে স্বপ্ন দেখছেন ববিতা বরা তিরকি। তিনি মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে গণ সুরক্ষা পার্টি থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। পেশায় একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। হাতে মাত্র ২৫ হাজার টাকা নিয়ে তিনি ভোটে দাঁড়িয়েছেন। একজন আদিবাসী হয়ে আদিবাসী সমাজ, বাগান, মজুরি বৃদ্ধি সহ নানা বিষয়ে কাজ করতে চান। এই কাজগুলি করতে এর আগেও ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ববিতা বলেন, 'যেখানেই যাই দেখি আদিবাসী সমাজ বঞ্চিত। বাগান বন্ধ, বোনাস নেই, গ্র্যাচুইটির টাকা নেই। আমাদের সমাজের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না। এইসব আমি পালটাতে চাই। সেই কারণে সামান্য চাকরি করেও ভোটে দাঁড়িয়েছি।'

সবচেয়ে বেশি চর্চায় উঠে এসেছেন কুমারগ্রাম বিধানসভার এসইউসিআই প্রার্থী রাম ওরাওঁ। তিনি মাত্র ৭৮০ টাকা হাতে নিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। নিজে কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে দল অন্তপ্রাণ। সেভাবে জোরদার প্রচার না করলেও মানুষের কাছে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'দলের নির্দেশে ভোটে দাঁড়িয়েছি। সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখি।' এদিকে, মাত্র ২৫ বছর বয়সে ভোটে দাঁড়িয়েছেন ইশক রাভা। মাদারিহাট বিধানসভায় তিনি বহুজন সমাজ পার্টি থেকে ভোটে লড়ছেন। তাঁর হাতে আছে মাত্র ১৫ হাজার টাকা।

■ কোটিপতির লড়াইয়ে 'শূন্য পকেটের' প্রার্থীরা

■ পেশায় বৈচিত্র্য ও জনসেবার লক্ষ্য

■ প্রচার-জৌলুসের বদলে দিন বদলের স্বপ্ন

আলিপুরদুয়ার জেলার ৫ বিধানসভাতেই কোটিপতি প্রার্থীরা এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোটিপতিদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন হাতে মাত্র ৭৮০ টাকা নিয়ে প্রার্থী। আবার ১৫ হাজার থেকে শুরু করে ৬০ টাকা টাকাও নিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন অনেকেই। কোটিপতির বিরুদ্ধে হয়তো তাঁদের প্রচার-জৌলুস, লোক জমা করার ক্ষমতা অনেকাংশেই কম। তবে দিন বদলের স্বপ্ন ওঁরাও দেখেন। তাই সেই স্বপ্ন পূরণ করার জন্যই ভোটকেই হাতিয়ার করতে চাইছেন অপেক্ষাকৃত কম অর্থের প্রার্থীরা।

মোফাক্কেরুলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালতে। ছবি : অরিন্দম বাগ

মোথাবাড়ি কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ২

মোফাক্কেরুলের লাইভে আগুনে ঘি

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৪ এপ্রিল : কালিয়াচক-২ ব্লকে বিচারকদের ঘেরাও এবং রাস্তাতেই মহিলা বিচারপতির গাড়ি আটকে রাখার ঘটনায় শনিবার আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করল মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। এ নিয়ে মোথাবাড়ির ঘটনায় মোট ২৬ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এদিকে শুক্রবারই পুলিশ দাবি করেছিল, মালদা জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে, যার মূল প্ররোচক ছিলেন মোফাক্কেরুল ইসলাম। যদিও ধৃত মোফাক্কেরুলের যে সমস্ত ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, তা সুজাপুর সহ কালিয়াচক-১ ব্লক এলাকার। একই দাবি করেছিলেন মোফাক্কেরুলও। তবে কেন রাজনৈতিক মহল পুরো ঘটনার পেছনে মোফাক্কেরুলকে জড়িয়ে ফেলছে? সত্যিই কি মোথাবাড়িতে বিচারকদের হেনস্তার পেছনে মোফাক্কেরুলের ইন্ধন ছিল? নাকি শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করতে কিংবা ব্যর্থতা ঢাকতে মোফাক্কেরুলকে ফাঁসানো হচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মালদাবাসী।

ফেসবুকে মোফাক্কেরুলের ফলোয়ার ২৯ লক্ষ। এছাড়াও একাধিক ফ্যান পেজ রয়েছে। সেসবেও লক্ষাধিক ফলোয়ার। এতে বোঝাই যায়, মোফাক্কেরুলের সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। ঘটনার দিন মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ চলছিল। সুজাপুরে রাস্তা অবরোধ করে খিচুড়ি রান্না করা, রাস্তায় পাতা পেতে খিচুড়ি খাওয়ার ভিডিও নিমেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছিল। রাতে যখন সুজাপুর এলাকায় মোফাক্কেরুল পৌঁছান, সেই সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় সুজাপুরের আন্দোলন ট্রেন্ডিংয়ে চলছে বলা যেতে পারে। পাশাপাশি, সেই সময় গাড়িতে উঠে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে মোফাক্কেরুলের বার্তা কয়েক হাজার মানুষ রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়েন। অনেকেই আবার পুরো ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়াতে লাইভ স্ট্রিম করেন। সেই ভিডিও কালিয়াচক-২ ব্লকে বিক্ষোভকারীদের কাছেও পৌঁছে যায় বলেই মনে করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ।

■ ফেসবুকে মোফাক্কেরুলের ফলোয়ার ২৯ লক্ষ, এছাড়াও একাধিক ফ্যান পেজে লক্ষাধিক ফলোয়ার

■ বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে মোফাক্কেরুলের বার্তা কয়েক হাজার মানুষ রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়েন

■ অনেকে আবার পুরো ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ স্ট্রিম করেন

■ সেই ভিডিও কালিয়াচক-২ ব্লকে বিক্ষোভকারীদের কাছেও পৌঁছে যায় বলেই মনে করছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ

এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ফোন কল রেকর্ডিংও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে মোফাক্কেরুল বলছেন, 'মোথাবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছি, ওটা উঠিয়ে দিয়েছি। জেলা শাসক, পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা হয়েছে, ওঁনারা চারদিন সময় চেয়েছেন। চারদিন পর যদি কাজ না হয়, তবে আবার হবে। এখন অবরোধ তুলে নাও।'

যদিও এই কল রেকর্ডিংয়ের সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

মোফাক্কেরুল গ্রেপ্তার হতেই রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। শাসকদল তৃণমূল মোফাক্কেরুলকে বিজেপির বি টিমের সদস্য বলছে। পালটা গেরুয়া শিবির আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোফাক্কেরুলের ছবি সামনে এনে পুরো ঘটনাকে শাসকদলের চাল বলে দাবি করছে।

স্বর্ণপদক শিলিগুড়ির ভরতের

নিউজ ব্যুরো

৪ এপ্রিল : শিলিগুড়ির বাসিন্দা ভরত মুন্দ্রা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) ব্যাঙ্গালোরের পিজিপিবিএ প্রোগামে প্রথম হয়েছেন। এই সাফল্যের জন্য তাঁকে আইআইএম ব্যাঙ্গালোরের ক্যাম্পাসে আয়োজিত ৫১তম কনভোকেশনে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

কনিষ্ঠ পুত্রের এই সাফল্য প্রসঙ্গে ভরতের বাবা বিনয়অমৃত মুন্দ্রা বলেন, 'এই সাফল্য ওর নিরলস অধ্যবসায়, কঠোর শৃঙ্খলার ফসল। ওর শিক্ষক এবং মেন্টরদের পথনির্দেশ এবং ওর বহুদিনের আত্মত্যাগই ওর সাফল্যের ভিত্তি।' ভরতের মা কবিতা বলেন, 'যেসব শুভাকাঙ্ক্ষীর শুভেচ্ছা ওকে এই সাফল্য পেতে সাহায্য করেছে, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা আগামী জীবনের জন্য ওকে আশীর্বাদ করবেন।'

ভরতের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শংসাপত্র।

AmbujaNeotia

আমরা স্বাগত জানাই

ডাঃ সুদীপ্ত মন্ডল

MBBS, MD, DNB, DM (SCTIMST, Kerala)
PDF – Cardiac Electrophysiology (SCTIMST)

কনসালট্যান্ট: ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি ও কার্ডিয়াক ইলেক্ট্রোফিজিওলজি

— দক্ষতা —

+ EPS & RFA: ট্যাকিকার্ডিয়া/ ব্র্যাডিকার্ডিয়াসহ হৃদ্‌যন্ত্রের বৈদ্যুতিক সমস্যার নির্ভুল চিকিৎসা।
+ CSP (Conduction System Pacing): প্রাকৃতিক হৃদ্‌স্পন্দন পুনরুদ্ধারে উন্নত পেসিং প্রযুক্তি।
+ LLP (Leadless Pacemaker): তারবিহীন আধুনিক পেসিং, কোনো অস্ত্রোপচারের দাগ ছাড়াই।
+ Complex Angioplasty: (IVL Orbital) উচ্চ ঝুঁকির জটিল ব্লকেজের উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি।
+ ICD: হঠাৎ হৃদ্‌ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার জন্য জীবনরক্ষাকারী ডিভাইস।
+ CRT-P/LOT-CRT: হৃদ্‌যন্ত্রের পাম্পিং ক্ষমতা উন্নত করতে ব্যবহৃত থেরাপি।

Emergency
0353 660 3030

Neotia Getwel Multispecialty Hospital
Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

TECHNO INDIA DAMA
HEALTHCARE & MEDICAL CENTRE

১. Robotic Total Knee Replacement কী এবং এটি Traditional Knee Replacement থেকে কীভাবে আলাদা?

Robotic Total Knee Replacement-এ advanced robotic technology ব্যবহার করে surgery করা হয়। Operation-এর আগে আপনার anatomy অনুযায়ী surgical planning করতে পারি। এতে implant positioning অনেক বেশি accurate হয় এবং healthy bone ও soft tissue অপ্রয়োজনীয়ভাবে damage হয় না। Traditional surgery-র তুলনায় এতে alignment ও knee balance অনেক ভালো হয়।

২. Surgery-র সময় কি robot নিজে নিজে operation করে? এতে কি কোনো risk আছে?

না, robot নিজে নিজে surgery করে না। Surgery পুরোপুরি surgeon-এর control-এ থাকে। Robot কেবল real-time guidance দেয় এবং safety boundaries সেট করে দেয়। আমি যদি নির্ধারিত plan-এর বাইরে যেতে চাই, robot সঙ্গে সঙ্গে alert দেয়। তাই এটি risk বাড়ায় না, বরং precision, safety এবং consistency অনেক বাড়িয়ে দেয়।

৩. Robotic Knee Replacement-এর পর কি pain কম হয় এবং recovery দ্রুত হয়?

হ্যাঁ, বেশিরভাগ patient-এর ক্ষেত্রে post-operative pain কম হয়। কারণ robotic surgery-তে muscle ও soft tissue trauma কম হয়। এর ফলে blood loss কম হয়, pain control ভালো হয় এবং early mobilization সম্ভব হয়। অনেক patient surgery-র পর ১–২ দিনের মধ্যেই হাঁটাচলা শুরু করতে পারেন এবং physiotherapy সহজ হয়।

৪. Robotic Total Knee Replacement কি সবার জন্য suitable? Implant কতদিন last করে?

যাদের Grade 5 severe knee arthritis, chronic pain এবং daily living activities-তে সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য এই surgery খুব effective। তবে patient-এর age, weight, bone quality ও overall health দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। Proper technique ও rehabilitation follow করলে modern knee implant সাধারণত ২৫ বছর বা তারও বেশি সময় ভালোভাবে function করে।

Prof. Dr. Partha Sarathi Sarkar
MS (Orthopedic Surgery),
Consultant Orthopedic Surgeon,
Special interest in Robotic TKR

VELYS ORTHOPAEDIC ROBOT

All Mediclaims and Govt. Schemes (CGHS, WBHS, ESI etc.) are available

LB-10, Sector-III, Salt Lake, Near Chingrighata Crossing (On Service Road), Kolkata 700 106
Phone : 033-61234567 / 6292191312 (M)
Email : contact.technodama@gmail.com, Website: www.technoindiahealth.com

অসমে যাচ্ছে বঙ্গের বাস, হয়রানির আশঙ্কা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : ৯ এপ্রিল পড়শি রাজ্য অসমে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। এক দফাতেই ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। স্বাভাবিকভাবেই ভোটের কাজে বিপুল সংখ্যক গাড়ির প্রয়োজন। সূত্রের খবর, এক দফায় ভোট হওয়ার কারণে সে রাজ্যে ভোটের কাজে প্রয়োজনীয় গাড়ির সংখ্যা অপ্রতুল। সমস্যা সমাধানে পড়শি রাজ্যের তরফে এরাজ্যের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। এরাজ্য থেকে প্রায় দেড় হাজার বেসরকারি গাড়ি পাঠানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। অল বেঙ্গল বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির তরফে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ মিলিয়ে দেড় হাজারের বেশি গাড়ি অসমে পাড়ি দিচ্ছে। যার মধ্যে ২৪৩টি ছোট চার চাকা গাড়ি এবং ১৩৪৭টি বেসরকারি বাস রয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা থেকে সবথেকে বেশি বাস অসমে পাঠানো হচ্ছে। শিলিগুড়ি থেকে মোট ১২৪টি বাস অসমে যাবে। প্রতিটি বাস ১০ এপ্রিল অসম থেকে ফিরে আসবে। বাস মালিকদের দাবি, শিলিগুড়ি থেকে পাঠানো ১২৪টি বাসের বেশিরভাই শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে শহরের সংযোগরক্ষায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে সমিতির সভাপতি প্রণবকান্তি মানি বলছেন, 'এই সময়কালে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় কিছুটা হলেও সমস্যা হবে। তবে শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে যাত্রীদের হয়রানি রুখতে স্থানীয় বেশ কিছু বাসের ট্রিপ বাড়ানো হবে।'

ভোট আবহে পড়শি রাজ্যে প্রায় ৩ হাজার অতিরিক্ত গাড়ির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এরপরেই সেই রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা এরাজ্যে আসেন। কলকাতায় বৈঠকেই চূড়ান্ত হয়, রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে প্রায় দেড় হাজার গাড়ি অসমে ভোটের কাজে ব্যবহারের জন্য পাঠানো হবে।

আজ টিভিতে

সর্ষে গন্ধরাজ ভেটকি এবং গন্ধরাজ ভেটকি কালিয়া রাঁধবেন পূজা দত্ত এবং চৈতালি গোস্বামী। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ স্বামীর ঘর, দুপুর ১.১৫ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.১৫ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১১.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ খোকাবাবু, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ শত্রুর মোকাবিলা, সন্ধে ৭.৩০ পরান যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ লে হালুয়া লে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ প্রথম দেখা, দুপুর ১২.০০ পাপী, ২.৩০ চৌধুরী পরিবার, রাত ১০.০০ গুরুদক্ষিণা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রাতের রজনীগন্ধা, রাত ৮.৩০ নিশিভোর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.১২ দিওয়ানা, বিকেল ৩.৩৫ মুঝসে দোস্তি করোগে, সন্ধে ৬.৫০ হঙ্গামা, রাত ৯.৫৪ জাল

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.০২ গুডলাক জেরি, দুপুর ১২.৫৮ সুপার থার্টি, বিকেল ৩.২৯ মহারাজ, ৫.৪০ হাসি তো ফসি, সন্ধে ৭.৫৯ ইন্দু কি জওয়ানি, রাত ৯.৫৬ ব্রাদার্স

গুডলাক জেরি বেলা ১১.০২ স্টার **গোল্ড সিলেক্ট**

গুরুদক্ষিণা রাত ১০.০০ জি বাংলা সোনার

লাস্ট অফ দ্য জায়ান্টস : ওয়াইল্ড ফিশ রাত ১০.৫০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

স্বচ্ছ ভাবমূর্তিই হাতিয়ার ওঁদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ এপ্রিল : দুই ফুলের দাপটে বিধায়ক হওয়ার দৌড়ে ওঁরা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছেন বটে, তবে ভাবমূর্তিতে অনেকটাই এগিয়ে। বলা হচ্ছে নাগরাকাটার সিপিএম প্রার্থী দিলকুমার ওরাওঁ ও কংগ্রেসের সিনু মুন্ডার কথা। দুজনেই দীর্ঘদিন জনপ্রতিনিধি থাকলেও তাঁদের সাদা জামায় কালির দাগ যে নেই, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন যুযুধান বিরোধীরাও। ইমেজই যে তাঁদের ভোটযুদ্ধে অক্সিজেন জোগাচ্ছে, তা একবাক্যে মানছেন দিলকুমার ও সিনু।

দিলকুমার নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। সিনু মেটেলির ইনডং চা বাগানের হাসপাতালে সাব-স্টাফ পদে কাজ করেন। দুজনের কেউই আজ পর্যন্ত কোনও ভোটে হারেননি। সিপিএম প্রার্থী সাতের দশকের শেষে কলকাতার ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ থেকে কমার্সে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই সিপিএমের সঙ্গে যোগ। পরে নাগরাকাটার লালঝামেলাবস্তিতে জোতদাতদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জমি আন্দোলনে প্রবাদপ্রতিম দুই নেতা লালশুক্রা ওরাওঁ এবং ঝামেলা সোমরা ওরাওঁদের সঙ্গে যোগ দেন দিলকুমার। পরে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন পার্টির ‘হোলটাইমার’।

চ্যাংমারির আপার ডিভিশনের কোঠি লাইনের বাসিন্দা দিলকুমার প্রথম দলের হয়ে টিকিট পেয়ে ২০০৩-এ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে হন লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। ২০১৩ সালের জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য হয়ে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আসেন। পরে গোটা জেলা পরিষদ তৃণমূল কংগ্রেসে চলে গেলেও দিলকুমার সহ আরও দুই সিপিএমের সদস্য দলত্যাগ করেননি। দিলকুমার বলেন, ‘অনেক প্রলোভন ছিল। বিমানের টিকিটও কেটে দিয়েছিল। সিপিএম আমি ছাড়তে পারব না- সবাইকে সবিনয়ে জানিয়ে দিই।’ এবারের ভোট নিয়ে তাঁর সংযোজন, ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে দ্বিমুখী নয়, ত্রিমুখী। আমাদের না জেতার কোনও কারণ নেই। যেখানেই প্রচারে যাচ্ছি, দারুণ সাড়া মিলছে।’

> **প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসলে দ্বিমুখী নয়, ত্রিমুখী। আমাদের না জেতার কোনও কারণ নেই। যেখানেই প্রচারে যাচ্ছি, দারুণ সাড়া মিলছে।**
> **দিলকুমার ওরাওঁ** সিপিএম প্রার্থী

এবার আসা যাক কংগ্রেস প্রার্থীর কথায়। সিনুও তাঁর ট্র্যাক রেকর্ডে যে কোনও প্রভাবশালী নেতাকে কয়েক গন্ডা গোল দেবেন। ২০০৩ সাল থেকে টানা পাঁচবারের পঞ্চায়েত সদস্য তিনি। এখনও ইনডং-মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। ২০১৮-২০২৩ সাল পর্যন্ত সামলেছেন ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের দায়িত্ব। বাড়ি ইনডং চা বাগানের আম্বাচপল লাইনে। সেখান থেকেই বারবার জিতে আসছেন। স্ত্রী সিঙ্গি গৃহবধূ। একমাত্র ছেলে সাকারি পড়াশোনা করছে। সিনুর কথায়, ‘আমরা সাচ্চা কংগ্রেসি ঘরানার। দল বদলের বহু প্রস্তাব পেয়েছি। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে এবং আমার এলাকার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না বলে ওইমুখো হইনি। বিধানসভা নির্বাচনে আমাকে দেখে পুরোনো কংগ্রেসিরা খুব খুশি হয়েছেন।’

প্রচারে সিপিএম প্রার্থী দিলকুমার ওরাওঁ। (নীচে) কংগ্রেসের সিনু মুন্ডা।

স্নেহের পরশ। কোচবিহারের হরিণচওড়ায় শনিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

বিমলের ঘোষণায় জল্পনা

‘দার্জিলিংয়ে হারলে রাজনীতি থেকে অবসর নেব’

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : দার্জিলিংয়ে জিততে না পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন বলে শনিবার গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং দাবি করেছেন। ম্যালের চৌরাস্তায় আয়োজিত সভায় বিমল বলেছেন, ‘দার্জিলিংয়ে জয় নিশ্চিত। কার্সিয়াং এবং কালিম্পংয়েও বিজেপি জিতছে এবং রাজ্যে এবার বিজেপির সরকার হচ্ছে।’

বিমলের এই বক্তব্য নিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। আবার এদিন কালিম্পংয়ে একটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে এসে আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিং বলেছেন, ‘সংসদে গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে প্রাইভেট মেম্বার বিল পেশ করা হবে।’ একজন আরজেডি সাংসদের এই মন্তব্য ঘিরেও পাহাড়ে এদিন আলোড়ন পড়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট অবশ্য বলছেন, ‘প্রাইভেট মেম্বার বিল গুরুত্বহীন।’

পাহাড়ের তিনটি আসনেই জোটসঙ্গীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে বিজেপি। দার্জিলিং আসনে বিজেপি মোর্চার যুব নেতা নমন রাইকে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী করেছে। শনিবার নমন রাইয়ের মনোনয়নপত্র পেশের আগে দার্জিলিংয়ের ম্যালের চৌরাস্তায় জনসভা হয়। সেখান থেকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে জেলা শাসকের অফিসে গিয়ে প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।

বিমল ভালোভাবেই জানেন যে এবারের নির্বাচনে নমন যদি জিততে না পারেন, তাহলে মোর্চার পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। এটা বুঝেই এদিন তিনি দার্জিলিং আসন জিততে কার্যত চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। ম্যালের জনসভায় বিমল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, ‘এখানকার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, পাহাড়ের উন্নয়ন, পর্যটনের বিকাশের স্বার্থে আমাদের এবার দার্জিলিং থেকে জিততেই হবে। আমি এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই নমনকে প্রার্থী করেছি। যদি দার্জিলিং দখল করতে না পারি তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।’ পরে বিমল বলেন, ‘রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথা খুব চিন্তাভাবনা করেই বলেছি। যদি ভোটে জিততেই না পারি, তাহলে আর রাজনীতি করে কী হবে?’ পাহাড় অবশ্য বিমলের এই ধরনের বক্তব্য এর আগেও শুনেছে। ২০০৮ সালে গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন চলাকালীন বিমল বলেছিলেন, ‘২০১০ সালে ১০ মার্চের মধ্যে গোর্খাল্যান্ড আদায় করতে না পারলে আত্মহত্যা করব।’

দার্জিলিং আসনের বিজেপি প্রার্থী নমন রাই বলছেন, ‘পাহাড় সমস্যা এখনও না মেটায় মানুষের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ রয়েছে, এটা ঠিক। কিন্তু মানুষ এটাও জানেন যে, এবার রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার গঠন হচ্ছে। তাই মানুষ এবারও পাহাড়ের তিনটি আসনেই বিজেপিকে বিপুল ভোট দিয়ে জয়ী করবেন।’ তিনি বলেছেন, ‘পাহাড়ের উন্নয়ন এবং এখানকার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের ইস্যু নিয়েই এবার ভোটের প্রচার করা হচ্ছে। দ্রুত পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান হওয়া উচিত।’

> **এখানকার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, পাহাড়ের উন্নয়ন, পর্যটনের বিকাশের স্বার্থে আমাদের এবার দার্জিলিং থেকে জিততেই হবে। আমি এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই নমনকে প্রার্থী করেছি। যদি দার্জিলিং দখল করতে না পারি তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।**
> **বিমল গুরুং** সভাপতি, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা

এদিনই কালিম্পংয়ে কৃষক কল্যাণ সমিতির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন বিহারের আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিং। কৃষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি বিষ্ণু ছেত্রী আরজেডি সাংসদের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। সেখানে আরজেডি সাংসদ বলেছেন, ‘গোর্খাল্যান্ড ইস্যু নিয়ে লোকসভায় প্রাইভেট মেম্বার বিল নিয়ে আসা হবে।’

দেবত্র ট্রাস্টে স্থানীয় প্রতিনিধি চেয়ে মমতাকে চিঠি

কোচবিহার, ৪ এপ্রিল : ভোট এগিয়ে আসতেই দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়ার দাবি জোরালো হচ্ছে। একদিকে দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরে পুজো করার জন্য যেমন স্থায়ী রাজপুরোহিত নেই, অপরদিকে বিগত প্রায় চার বছর ধরে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডে স্থানীয় কোনও সদস্যও নেই। বিষয়টি জানিয়ে জেলা প্রশাসন সহ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছে দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।

দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, ‘দেবত্র ট্রাস্টের সম্পত্তি দেখভাল এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় প্রতিনিধি এবং রয়্যাল ফ্যামিলির সদস্যদের রাখা দরকার। কারণ যে সব আমলা এর দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা এসবের বিষয়ে সেভাবে জানেন না। আমরা বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও পাঠিয়েছিলাম। আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।’

বর্তমানে পাঁচ সদস্যের বোর্ডে জেলা শাসক জিতেন যাদব সভাপতি ও সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী অন্যতম সদস্য হিসেবে রয়েছেন। ট্রাস্টের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য সেখানে রয়েছেন একজন সচিব। বাকি সদস্যপদগুলি বিগত চার বছর ধরে শূন্য। সরকারি কাজকর্ম সামলে প্রশাসনিক কর্তারা আদৌ বোর্ডের কাজ দেখভালের সময় পাচ্ছেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। একসময় এই বোর্ডে অম্বিকাচরণ রায়, ত্রিকুলেন্দ্রনারায়ণ, প্রসেনজিৎ বর্মন, কুমার অমিতাভনারায়ণরা সদস্য ছিলেন। শেষ দুজন এই বোর্ডে সর্বশেষ স্থানীয় সদস্য ছিলেন। তাঁরা প্রয়াত হওয়ার পর বোর্ডে নতুন করে আর কোনও সদস্য নেওয়া হয়নি।

ক্ষত্রিয় সোসাইটির সম্পাদক শুভদীপ সরকার বলেন, ‘যাঁরা পদাধিকার বলে দেবত্র-র সভাপতি বা অন্যতম সদস্য রয়েছেন, তাঁরা এখানকার নিয়মকানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরে রাজপুরোহিত না থাকলেও এ বিষয়ে তাঁদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এসব মাথায় রেখে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’

CINEMA সিনেমা
Now showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR - THE REVENGE (H)
Show Time : 2:15 & 6:30 P.M.
AC Hall with Dolby Sound

খড় কেটে নির্বাচনি প্রচার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ এপ্রিল : নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ‘অভিনব’ সব কাজ করছেন। জনতার মন পেতে কোনও প্রার্থী কখনও ভোটারের বাড়িতে ঢুকে রান্না করে দিচ্ছেন। কোনও প্রার্থী আবার মিস্ত্রিদের সঙ্গে বাড়ি তৈরির কাজে হাত লাগাচ্ছেন। প্রচারে বেরিয়ে শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রতন দাস হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের শিমুলতলা এলাকার এক বাড়ির গোয়ালে ঢুকে গোরুর জন্য খড় কেটে দেন। রতন বলেন, ‘এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক এলাকার মণ্ডল ৪-এর হরদমনগর, শিমুলতলা তালসুর সহ একাধিক গ্রামের পায়ে হেঁটে প্রচার করলাম। প্রচারের সময় এলাকার একটি বাড়িতে এক কৃষকের গোয়ালে গো মাতার সেবা করলাম।’

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৫১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি মনিটরিং ব্রাঞ্চ, এনজেপি (শিলিগুড়ি)
ইউনাইটেড ব্যাংক বিল্ডিং, তৃতীয় তলা, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
[ই মেল : cs8289@pnb.bank.in ফোন নং. ০৩৫৩-২৪৩২৬৬৪]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অনুবিধি রুল ৮(৬) দ্বারা পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/ চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক/প্রকৃতিগত/প্রতীকী দখল ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা নেওয়া হয়েছে। সম্পত্তিটির জন্য নির্দিষ্ট ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) ব্যাংক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার থেকে নেওয়া বকেয়া পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত তারিখ অনুসারে, ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা কিছু আছে’, ‘যেখানে যাই থাকুক’ ভিত্তিতে সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হবে। নিম্নের তালিকাতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সম্পত্তি অনুসারে সংরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রীম অর্থমূল্য যেটি জমা করা হবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংরক্ষিত সম্পত্তির অনুসূচী

ক্রমিক নং	ক)শাখার নাম / খ)অ্যাকাউন্টের নাম / গ)ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	ঘ) বন্ধকরত/ মালিকের নামে [সম্পত্তি (গুলির) বন্ধকদাতা] স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা	ঙ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২’এর সেকশন ১৩ (২)-এর অন্তর্গত ডিমান্ড নোটিশের তারিখ / চ) বকেয়া অর্থমূল্য / ছ) সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪)-এর অন্তর্গত দখলের তারিখ / জ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/ প্রকৃতিগত গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত অর্থ মূল্য / খ) ইএমডি (ইএমডি জমা করার শেষ তারিখ) / গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ঘ) ই-অকশনের তারিখ/সময়	ঙ) দায়বদ্ধতার বিশদ বিবরণ * * সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা জ্ঞাত
১	ক) কালিয়াচক (০২৯৩২০) খ) মেসার্স দিলবর এন্টারপ্রাইস অ্যাকাউন্ট নং- ০২৯৩২৫০০৩০৫৩৪১ গ) মালিক এবং বন্ধকদাতা : জনাব জাক্কার আলি মহম্মদ মুজিবর রহমানের পুত্র, ঠিকানা :- গ্রাম বড়নগর, পোস্ট - সুজাপুর, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা, ৭৩২২০৬ জামিনদাতা : সাদেক বিবি, মহম্মদ জাক্কার আলির স্ত্রী, ঠিকানা :- গ্রাম - বড়নগর, পোস্ট - সুজাপুর, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা, ৭৩২২০৬	ঘ) সম্পত্তিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জে.এল নং ১৪৩, খতিয়ান নং- ৪৮২, এল.আর খতিয়ান নং - ১৮৪৬, প্লট নং - ৭৪৬, মৌজা - বড়নগর, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা, শ্রেণী - বাগান, সম্পূর্ণ জমি এলাকার পরিমাপ ৩.৩ ডেসিমেল, জনাব জাক্কার আলি, মহম্মদ মাজিবর রহমানের পুত্রের স্বত্তাধিকরনে, উপহার প্রদত্ত দলিল, দলিল নং ৪২৬৮/২০০৯ এর দ্বারা বন্ধকরত। দলিল অনুসারে সীমানা উত্তর - কুরবান ও অন্যদের সম্পত্তি দক্ষিণ - সায়েরা ইসলামের দ্বারা প্রত্যাখিত সর্বজনীন প্যাসেজ পূর্ব - অঞ্চল রোড পশ্চিম - সায়েরা ইসলামের সম্পত্তি সম্পত্তি আইডি - পিইউএনবিএবিএ ৪০৪৮১৮৯০	ঙ) ০৩.১০.২০২৪ চ) টা : ২৫,৭৯,৮৫২.০০ [(১৩(২) নোটিশে উল্লেখিত অর্থমূল্য] সঙ্গে আরও সুদ ছ) ২৭.০২.২০২৫ জ) প্রতীকী	ক) টা : ৩৬.৮৯ লক্ষ খ) টা : ৩.৬৮৯ লক্ষ (২০.০৪. ২০২৬) দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত গ) টা: ০.২০ লক্ষ	ঘ) ২০.০৪. ২০২৬ ঙ) সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ৩:৩০ পর্যন্ত	ঙ) জানা নেই

শর্তাবলি :-
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং আরও উল্লেখিত শর্তাবলি অনুসারে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলি বিহিত করা হয়েছে।
১. সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হয়েছে, **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা কিছু আছে’, ‘যেখানে যাই থাকুক’ ভিত্তিতে**
২. নির্দিষ্ট সংরক্ষিত সম্পত্তিগুলির উপরে উল্লেখিত সময়সূচী অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সঠিক তথ্য দ্বারা প্রেরিত, কিন্তু যদি কোনো প্রকার ভুল, ভুলবিবৃতি অথবা ঘোষণার উপর কোনপ্রকার ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তবে অনুমোদিত আধিকারিক তার পক্ষে কোন প্রকার উত্তর দিতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয়টি নিম্নে স্বাক্ষরকারী ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম যেটি ওয়েবসাইট https://baanknet.in-এর দ্বারা প্রদত্ত ২০.০৪.২০২৬ তারিখে সকাল ১১:৩০ থেকে সম্পন্ন হবে।
৪. শর্তাবলি সংক্রান্ত বিশদ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.in ও www.pnbindia.in -প্রদর্শন করুন।

তারিখ : ০৫.০৪.২০২৬
স্থান : শিলিগুড়ি

স্বাঃ/- অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশটি সারফাইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৮(৬)-এর অন্তর্গত

TUITION

■ CBSE, ICSE-এর (5to10) Mathematics/Science পড়ানো হয়। M : 8900654937. (C/121160)

■CBSE, ICSE-5-7 (all sub.), 8-10 (Eng, Beng, S.Sc etc), 11-12 (Eng, Beng, Hist, Pol. Sc) exp. teacher Siliguri. (M)-9564244215. (C/121163)

■ Adept Sir (25 yr. Exp.) teaches Eng. SST (5-12) CBSE/ ICSE/WB-8918018183. (C/121165)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/121162)

স্পোকেন ইংলিশ

■ সাবলীল উচ্চারণ চর্চায় ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব পদ্ধতি। অভিজ্ঞ শিক্ষকের ৩ মাসের কোর্স। শেখার গ্যারান্টি। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন। 97335-65180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/121165)

ব্যক্তিগত

■পারদর্শী গোয়েন্দার সাহায্য নিন। গোপন তদন্তে ও আইনি সাহায্যে FDS। 2546-8044/9830046482. (K)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘অহনা গোল্ড ঘি’ বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। ‘অহনা গোল্ড ঘি’ খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

ভাড়া

■ Godown rent 4000 (1 No.) & 3000 SQFT (3Nos.) at Sevoke Road, Opp. Northern Flower Mill, Siliguri. M :9476159354. (C/121161)

■ জলপাইগুড়ি নয়াবস্তি মোড়ে 1/2/3 BHK ঘর ভাড়া দিব। M : 9932892979. (C/121303)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ R.O পানীয় জল কারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/ 7890737045. (K)

বিক্রয়

■ বিবেকানন্দ মিনি মার্কেটে ১০০ sqft. দোকান বিক্রি হইবে। অতি সত্বর। ২য় তল, M : 9832312186. (C/113747)

■ Sale 2 BK, 750, SF 2nd flr, Subhas Pally, Hati More. M : 94341-95022. (C/113748)

বিক্রয়

■ হাকিমপাড়ায় একটি 850 sqft. Cover Garage ও অরবিন্দপল্লীতে 2টি 2 BHK Flat বিক্রয় আছে - 9830506995 (M). (C/121300)

■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশীঘর থেকে সাহুডাঙ্গী হাট যাওয়ার মেন রোডে পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন দিয়ে 3,4, 10 কাঠা প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। 9332492359. (C/121162)

■ বাড়ি সহিত ২ কাঠা জমি বিক্রিয় হইবে। হাকিমপাড়া, খেলাঘর মোড়, জার্মালিস অ্যাকাডেমির ঠিক পাশের জমি, শিলিগুড়ি. M : 7864064917. (C/121305)

■ শিলিগুড়িতে রানিং রিটেল ঔষধের দোকানের মেডিসিন সহ যাবতীয় সেটআপ শীঘ্রই বিক্রয় করা হবে। ফোন করুন - 7001881548.

■ Flat for sale at Hakimpara 1st floor 3 BHK with parking. M : 8653214418. (C/121165)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ির নিউটাউনে ‘আমার ঠিকানা’র পাশে ‘আশাদীপ অ্যাপার্টমেন্টস’-এর দোতলায় ৭২৪ বর্গফুটের ফ্ল্যাট অবিলম্বে বিক্রি হবে। যোগাযোগ নং : 6294060764. (C/120872)

■ 364 sqft. shop for sale at Sevoke More, Hill Cart Road, Siliguri. M : 9434186568. (C/121165)

■ শিলিগুড়ি গোড়া মোড়ে 11.5 কাঠা বাউন্ডারি দেওয়া জমি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ : 98320-64349. (C/121165)

■ Flat for sale in South Bharat Nagar, Siliguri. First Floor 3bhk 1350 sqft. 3rd floor 3Bhk 1050 sqft & 2 bhk 700 sqft. Ph: 9933042000. (C/121234)

■ First floor 870 sqft 2 BHK flat for sale in North Bharat Nagar near Tarun Tirtha Club. Ph : 9434377864. (C/121270)

আবশ্যক

■ Land required for promoting and developing at Siliguri. Ph : 98323-78910. (C/113729)

কর্মখালি

■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ পুরুষ কর্মী প্রয়োজন। M : 8918394139. (C/121161)

■ Wanted Sales M/F/person technician for Naxalbari, Bagdogra, Shivmandir. Cont : 8967332936. (C/121281)

■ কোচবিহার খাগড়াবাড়ি NIIS কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে English & Computer Teacher চাই @- 10-13 K. (M) 9733116424. (C/120637)

■ সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 9635658503. (C/121162)

কর্মখালি

■ উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজ করে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9832047355. (K)

■ Vacancy for Chef, Waiter at new cafe Salugara Siliguri, Call 7001669845. (C/121299)

■ হোলসেল মেডিসিন দোকানের অর্ডার পেমেন্ট ও ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির স্থানীয় অনূর্ধ্ব ৩৪, H.S. পাশ ছেলে চাই। M : 9434376715/ 7866052930. (C/121164)

■ Teachers required for RSM Public School Gahmar Ghazipur UP English Medium for class 10th Science Math English and Music subjects good salary+ fooding and lodging free. Mob : 8604460736. (C/121165)

■ মহিলা, রিসেপশনিস্ট (টেলিকলার চাই)। রৌনক ট্র্যাক্টর (সোনালিকা), জলপাইগুড়ি। M - 8910746867. (C/121315)

কর্মখালি

■Require Service Technician for RO Water Purifier for Siliguri. Salary 9500. Comm, TA Shree Ganesh Enterprise, Siliguri. Cont- 8927944420/ 8653643869.

Require

■2 nos of Accountant & 2 nos of Designers Bansal Graphics and Advertisers, Siliguri. Ph : +917602635015, +919932007390. (C/121166)

VACANCY FOR RECEPTIONIST

■ Interview everyday time 11 A.M. - 1 P.M. Address- Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri. Ph - 9083536619. (C/121162)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেট্রোয় ঝাঁপ

শনিবার দুপুরে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে এক মহিলা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তড়িঘড়ি মেট্রো কর্মীরা তাঁকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা।

ঝড়-বৃষ্টির আভাস

রবিবার থেকেই ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। কিছু কিছু জেলায় ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের সম্ভাবনা। দুর্যোগ চলবে বুধবার পর্যন্ত।

জামিন রাজুর

বেলেঘাটার এক বাসিন্দাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা রাজু নস্কর। ভোটের মুখে শনিবার নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেলেন তিনি।

জওয়ানদের তলব

আরজি করের লিফট কাণ্ডে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনার সময় যে সিআইএসএফ জওয়ানরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের তলব করল লালবাজার। এই বিষয়ে তারা সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে।

অমিত শা-শুভেন্দুর মিছিলে অশান্তি মোকাবিলায় ব্যর্থতার জের

চার পুলিশকর্তাকে সাসপেন্ড

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : কড়া বার্তা, হুঁশিয়ারিতেই থামল না কমিশন। অমিত শা-র উপস্থিতিতে শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়নের দিন গণ্ডগোলের জেরে এক ডিসি সহ ৪ পুলিশকর্তাকে সাসপেন্ড করে দিল কমিশন। শনিবার ভবানীপুরের ঘটনায় অভিযুক্ত ৪ পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশ কার্যকর হল কি না, রবিবার ১১টার মধ্যে তা কমিশনকে জানাতে হবে মুখ্যসচিবকে। নির্বাচনের মুখে পুলিশ-প্রশাসনকে বাগে আনতে কমিশনের এই কড়া পদক্ষেপ 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড' বলেই মনে করছেন প্রশাসনের একাংশ। এদিকে আজ থেকেই জেলা সফর শুরু করলেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। প্রথম দফার সফর শুরু করেছেন শুভেন্দুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর দিয়েই। যা নিয়ে বিজেপি-কমিশনের মধ্যে আঁতাতের পুরোনো অভিযোগ ফের তুলল তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার ভবানীপুর আসনের জন্য শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। গোটা কর্মসূচিটাই বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছিল কলকাতা পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনকে। তারপরও হাজরা থেকে মিছিল কিছুটা এগোনোর পরই কালীঘাট এলাকায় তৃণমূল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। শুভেন্দু, শমীককে নিয়ে অমিত শা-র কনভয় কালীঘাট এলাকা অতিক্রম করার সময় পুলিশের উপস্থিতিতেই তৃণমূল বিক্ষোভকারীরা গো-ব্যাক স্লোগান এবং কালো পতাকা দেখান অমিত শা-কে। শুধু তাই নয়, সার্ভে বিল্ডিংয়ের থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে লাউডস্পিকার ও ডিজে বাজিয়ে জমায়েত ও বিক্ষোভ করে তৃণমূল। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকা কমিশনের পর্যবেক্ষকরা গোটা ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং করেছিলেন। মনোনয়ন জমার পরই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে তৃণমূলি বিক্ষোভ, অবৈধ জমায়েত এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগ জানায় বিজেপি। এরপরই দিল্লি থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভার্চুয়াল বৈঠকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের উপস্থিতিতে তৃণমূল কীভাবে জমায়েত ও বিক্ষোভ করতে পারল, সে ব্যাপারে কৈফিয়ত চান তিনি। এরপরই কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথ

হাজরা মোড়ে শুভেন্দুর মনোনয়নের দিন তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষ। ফাইল চিত্র।

সিদ্ধার্থ দত্ত এবং ডিসি (রিজার্ভ ফোর্স) মানস রায়কে শোকজ করে কমিশন। সেই শোকজের জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে শনিবার ডিসি সাউথ সিদ্ধার্থ দত্ত, আলিপুর থানার ওসি প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী, অতিরিক্ত ওসি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সার্জেন্ট সৌরভ চট্টোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করে কমিশন। রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালকে চিঠি দিয়ে ওই ৪ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে রেহাই দেওয়া হয়েছে ডিসি (রিজার্ভ ফোর্স) মানস রায়কে। এদিকে ইতিমধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও কমিশনের পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ভবানীপুরের ঘটনায় প্রায় ৪০ জনকে চিহ্নিত করে নোটিশ পাঠাতে শুরু করেছে পুলিশ। সম্প্রতি সুপ্রতিম সরকারকে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে তামিলনাড়ুতে ভোটের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিল কমিশন। এদিন চিকিৎসার কারণ দেখিয়ে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে কমিশনে চিঠি দিয়েছেন সুপ্রতিম। কমিশন সুপ্রতিমকে সিপি থেকে সরানোর পর রাজ্য সরকার তাঁকে সিআইডির অতিরিক্ত ডিজি পদে বদলি করেছিল। ঘটনাচক্রে সেই সিআইডিই মালদার গোলমালের ঘটনায় অন্যতম চক্রী মোফাক্কেরুল ইসলামকে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করে। অন্য একটি ঘটনায় পানিহাটির সেক্টর অফিসার অতনু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে কমিশনে নালিশ জানিয়েছে তৃণমূল।

■ ডিসি সাউথ, আলিপুর থানার ওসি, অতিরিক্ত ওসি, এবং সার্জেন্টকে সাসপেন্ড করেছে কমিশন

■ তাঁদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিচারবিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

■ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট দেখে প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠানো শুরু হয়েছে

রাহুলের মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে শনিবার শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের মিছিল।- রাজীব মণ্ডল।

প্রিয়াংকার এফআইআর, পথে আর্টিস্ট ফোরাম

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে তালসারির সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে রিজেন্ট পার্ক থানায় শনিবার দুপুরে প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করলেন অভিনেতার স্ত্রী তথা অভিনেত্রী প্রিয়াংকা সরকার। এদিন প্রিয়াংকার সঙ্গে ছিলেন আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, আবির চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, পায়েল দে, লাবণি সরকার, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, ফোরামের সভাপতি শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও অন্যরা। রাহুল নিজেও এই ফোরামের সদস্য ছিলেন।

শন্তিলাল বলেন, 'ঠিক কী হয়েছিল তা জানাতে বলে আর্টিস্ট ফোরাম ম্যাজিক মোমেন্টসকে আইনি চিঠি পাঠিয়েছিল ১ এপ্রিল। ২ তারিখ তার উত্তর এলেও ফোরাম তাতে সন্তুষ্ট নয়। তাই আইনি পরামর্শ নিয়ে শুক্রবার ঠিক করা হয়েছে, শনিবার এফআইআর করা হবে। ফোরামের দাবি, মৃত্যুর স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত।' এখন এফআইআর করলেও গোড়া থেকে ফোরামের ঢিলেঢালা আচরণের সমালোচনা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ বলেন, 'আইনি পরামর্শ মেনেই সব কাজ হচ্ছে। তাই তিনদিন লেগে গেল। আইনের পথ নেওয়া হল কারণ সহজ বড় হয়ে যেন জানতে পারে, তার বাবা কেন চলে গেল।' রিজেন্ট পার্ক থানা থেকে বেরিয়ে শান্তিলাল বলেন, 'এর পরের পদক্ষেপ কী হবে, সেটা পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে। পুলিশের তরফে সমস্ত রকম সাহায্য পেয়েছি।'

প্রিয়াংকা এদিনই তালসারির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। সেখানকার থানাতেও প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন তিনি।

টেকনিশিয়ান স্টুডিও থেকে শনিবার রাহুলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে ইম্পা, ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিসিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার্স আর্টিস্ট ফোরাম ও ধারাবাহিকের প্রযোজক সংগঠন— এই চার সংগঠন একটি মিছিলের উদ্যোগ নিয়েছে। রাজনীতি বাদ দিয়ে দলমত নির্বিশেষে মিছিলে হাজির হন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, পাপিয়া অধিকারী, দেব, স্বরূপ বিশ্বাস, জিতু কামাল, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রানা সরকার, গৌরব চক্রবর্তী, ঋদ্ধিমা, বাদশা মৈত্র প্রমুখ।

দিলীপের মিছিলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

ঝাড়গ্রামে ৪ আসনে বিজেপির বিক্ষুব্ধরা

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : শনিবার খড়্গপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দেন দিলীপ। তাঁর মনোনয়ন পেশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। ৯ এপ্রিল দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত দফার মনোনয়ন জমার শেষদিন। ঘোষিত প্রার্থী নিয়ে রাজ্য ও জেলায় জেলায় বিক্ষোভ এখনও অব্যাহত।

শনিবার ঝাড়গ্রামের ৪টি বিধানসভা ও পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর সদর সহ ৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। খড়্গপুরের গোলবাজারের রামমন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দেওয়ার পর খড়্গপুর মহকুমার বাকি ৭ বিধানসভার প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করে মহকুমা শাসকের অফিসে মনোনয়ন জমা দিতে যান দিলীপ। মনোনয়ন জমা দিয়ে দিলীপ বলেন, 'আমার কেন্দ্রের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভা চেয়েছি। বাকিটা দল ঠিক করবে।' এদিন দিলীপের মনোনয়নে শুভেন্দু শুধু উপস্থিত ছিলেন না, মঞ্চের ওপরে একে অপরকে পাগড়ি ও মালা পরিয়ে সৌজন্য ও ঐক্যের ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেন দুই নেতাই। বিজেপির রাজ্য রাজনীতিতে দিলীপ-শুভেন্দুর সম্পর্কের রসায়ন কারও অজানা নয়। কিন্তু দিলীপকে প্রার্থী ঘোষণার পরই প্রকাশ্যে সেই ছবিতে বদল হয়েছে। ভবানীপুরে শুভেন্দুকে প্রার্থী করা ও তাঁর মনোনয়নে উপস্থিত থেকে শুভেন্দুকেই অঘোষিত মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হিসেবে বার্তা দিয়েছেন শা। রাজ্যে পরিবর্তনের কান্ডারি হিসেবে সফল হতে দিলীপ সহ দলের আদি নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক চেয়েছেন শুভেন্দু। দিলীপের মনোনয়নে শুভেন্দুর উপস্থিতি সেই অঙ্কেই।

দিলীপের সঙ্গী রেখা গুপ্তা ও শুভেন্দু অধিকারী।

তবে বাইরের ছবিতে পরিবর্তন হলেও দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কতটা কাটানো গিয়েছে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার ৪টি বিধানসভা আসনেই বিজেপির ঘোষিত প্রার্থীদের পাশাপাশি বিজেপি বিক্ষুব্ধ শিবির 'হিন্দু সুরক্ষা বাহিনী' প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় বীনপুরের প্রার্থী প্রাক্তন বিজেপি মণ্ডল সভাপতি ভীম সোরেন, ঝাড়গ্রাম বিধানসভা আসনে শুভাশিস কারক, গোপীবল্লভপুরে বিমল পাল এবং নয়াগ্রামে সুমি হেমব্রম। বিক্ষুব্ধ শিবিরের তরফে এদিন দাবি করা হয়েছে, বিজেপির প্রার্থীদের হারানোই তাঁদের মূল লক্ষ্য। ফলে এই ভোট কাটাকাটিতে জঙ্গলমহলের গুরুত্বপূর্ণ এই বিধানসভাগুলিতে তৃণমূলের সম্ভাবনা বাড়বে।

বিজেপির যে ৬টি আসনে এখনও প্রার্থী ঘোষণা হয়নি, সেগুলি হল কৃষ্ণনগর উত্তর, কল্যাণী, দমদম উত্তর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা বন্দর ও উলুবেড়িয়া পূর্ব। দ্বিতীয় ও শেষ দফায় এই বিধানসভাগুলিতে ভোট হওয়ার কথা। এইসব কেন্দ্রে এখনও প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ায় ওই বিধানসভাগুলির দলীয় কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। আবার ইতিমধ্যেই ঘোষিত তালিকার প্রার্থীদের নিয়েও বিক্ষোভ অব্যাহত। শনিবার সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে বেলেঘাটার প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় দলের বিক্ষুব্ধ শিবির।

অধীরের প্রচারে তৃণমূলের বিক্ষোভ

বহরমপুর, ৪ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়ই একপ্রস্থ তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরীকে। শনিবার সকালে প্রচারে বেরিয়ে আরও একবার তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে। এদিন সকালে শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁকে তৃণমূল বাধা দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। অধীরের দাবি, 'পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল আমার প্রচারে বাধার সৃষ্টি করছে।' যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর ভীষ্মদেব কর্মকার বলেন, 'উনি অতীত। বাইরের লোক এনে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করছেন। স্থানীয় মানুষ তার প্রতিবাদ করেছেন।'

কংগ্রেসের অভিযোগ, অধীরবাবু দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকতেই স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বে প্রচারে বাধা দেওয়া হয়। প্রাক্তন সাংসদকে ঘিরে গো ব্যাক এবং জয় বাংলা স্লোগান ওঠে। পালটা স্লোগান দেন কংগ্রেস কর্মীরাও। ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায় দুইদলের কর্মী, সমর্থকদের মধ্যেও। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। শুক্রবার রাতেও বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন অধীর। বারবার তাঁকে ঘিরে তৃণমূলের বিক্ষোভের ঘটনায় এদিন সুর চড়ান তিনি।

পরে অধীর এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আমরা যে প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করি, সেগুলি নির্বাচন কমিশন, পুলিশ সকলেই জানেন। সেখানে আমার যাত্রাপথে পরিকল্পিতভাবে বাধা সৃষ্টি করে মানুষকে বার্তা দিতে চাইছে। আমাকে আটকানো যাবে না। আজও যাব। আগামীকালও যাব। তৃণমূলের কত দম আছে আমরা দেখব। তৃণমূল কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বদলে তারা মানুষকে ভয় দেখায়। আমরা সারা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে তৃণমূলকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করেছি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হচ্ছে।'

শনিবার প্রচারের ফাঁকে অধীর চৌধুরী। ছবি-পিটিআই।

আরও ৫ কেন্দ্রে পদ্মের প্রার্থী, ৩ কেন্দ্রে বদল

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : শনিবার বাকি থাকা ৬ আসনের মধ্যে ৫টিতে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। তবে কলকাতা বন্দর কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করতে পারল না বিজেপি। এদিনের ঘোষিত তালিকায় কৃষ্ণনগর উত্তরে তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণীতে বিদায়ি বিধায়ক অম্বিকা রায়ের পরিবর্তে অনুপম বিশ্বাস, দমদম উত্তরে তপন শিকদারের ভ্রাতুষ্পুত্র সৌরভ শিকদার, মধ্যমগ্রামে অনিন্দ রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া পূর্বে রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করল দল।

এর পাশাপাশি ফের প্রার্থী বদল করেছে ৩ কেন্দ্রে। বসিরহাট উত্তরে কৌশিক সিদ্ধার্থ, বিষ্ণুপুরে অভিজিৎ সর্দার এবং বেহালা পূর্বে শংকর শিকদারকে প্রার্থী করা হল। বিষ্ণুপুরে আগে প্রার্থী করা হয়েছিল বিশ্বজিৎ খানকে। বেহালা পূর্বে সুনীল মহারাজ এবং বসিরহাট উত্তরে নারায়ণচন্দ্র মণ্ডলকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই তাঁরা এলাকায় প্রচারও শুরু করেছিলেন। আচমকা এদিনই তাঁদের প্রচার বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

কলকাতায় হস্তশিল্প উৎসব 'দক্ষ ২০২৬'

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : কন্ট্যাক্ট বেস বাংলানাটক ডট কম-এর উদ্যোগে ৩-৫ এপ্রিল কলকাতার দাগা নিকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হচ্ছে হস্তশিল্পের দ্বিবার্ষিক উৎসব 'দক্ষ ২০২৬'। গ্রামীণ শিল্পী ও স্বনামধন্য ডিজাইনারদের যৌথ প্রয়াসে ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলাকে আধুনিকতার মোড়কে তুলে ধরাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। পূর্ব ভারতের ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিল্প এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এই উদ্যোগ শিল্পীদের শুধুমাত্র উৎপাদক নয়, বরং ডিজাইনের সহ-স্রষ্টা হিসেবে সম্মান জানানোর একটি বিশেষ মঞ্চ।

প্রদর্শনীর পাশাপাশি এখানে বসেছে ক্রাফট বাজার, যেখানে শিল্পীদের নিজেদের হাতে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে শিল্পের নানা দিক ও আধুনিক বাজারে এর প্রয়োগ নিয়ে সরাসরি আলোচনা এবং লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন। উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ প্রতিদিনের লোকগীতি ও নৃত্য পরিবেশনা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা আজিজুল হক - কে

07.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 43K 15570 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির সাহায্যে আমার সমস্ত স্বপ্ন সত্যি হবে। আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বপ্ন থাকে যা জীবনের দীর্ঘমেয়াদে সত্যি হতে পারে। ডিয়ার লটারি কোটিপতি তৈরি করে তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কোন্দল রুখতে প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে কমিটি

৪০ তারকা প্রচারক তৃণমূলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার দামামা বাজতেই প্রচারে সবটুকু শক্তি ঢেলে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার ঘাসফুল শিবিরের ৪০ জন 'তারকা প্রচারকের' তালিকা প্রকাশিত হল। পোড়খাওয়া রাজনীতিক থেকে ক্রীড়া ও গ্ল্যামার দুনিয়ার পরিচিত মুখ, সবাইকে নিয়েই ময়দানে নামছে রাজ্যের শাসকদল।

তালিকায় বড় চমক বীরভূমের কেষ্ট ওরফে অনুব্রত মণ্ডল। কয়েক সপ্তাহ আগে সিপিএম ছেড়ে আসা প্রতিকুর রহমানও বড় দায়িত্ব পেলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুড বুক'-এ থাকায় এই তরুণ নেতার নাম তারকা প্রচারকের তালিকায় থাকাটা নজর কাড়ছে রাজনৈতিক মহলে।

প্রচারের মঞ্চে দেখা যাবে ইউসুফ পাঠান, কোয়েল মল্লিক, দেব এবং রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাদ যাননি সায়নী ঘোষ, রাজ চক্রবর্তী, জুন মালিয়া, অদিতি মুন্সিও। গ্ল্যামারের পাশাপাশি ভোটের বৈতরণি পার করতে ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কুণাল ঘোষের মতো পোড়খাওয়া নেতাদের ওপর আস্থা রেখেছে দল। তালিকায় নাম রয়েছে দেবাংশু ভট্টাচার্য, মহুয়া মৈত্র, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বীরবাহা হাঁসদার। প্রথম দফার লড়াইয়ের আগে এই হেভিওয়েট ও সেলিব্রিটি সমাবেশ ভোটারদের মনে কতটা দাগ কাটে, এখন সেটাই দেখার।

এদিকে তৃণমূলের অন্দরের 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রোগ' যেন কিছুতেই সারছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জেলায় জেলায় ভোট প্রচারে গিয়ে তার আভাস পাচ্ছেন। বীরভূম থেকে পূর্ব মেদিনীপুর, আদি-নব্য সংঘাত আর নেতার সঙ্গে নেতার দ্বন্দ্বে রীতিমতো উদ্বিগ্ন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এই রোগ সারাতে হিসেবে প্রতিটি বিধানসভা ধরে ধরে 'ইলেকশন কমিটি' গড়ার নির্দেশ দিল জোড়াফুল শিবির। চটজলদি টোটকা বলতে বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে দলের এলাকার নেতাদের নিয়ে কমিটি গড়ে দেওয়ার জরুরি নির্দেশ দিয়েছেন দু'জনেই। দলের অন্দরের খবর, যাঁদের নিয়ে কোন্দলের ভয় বেশি, তাঁদেরই কমিটির চেয়ারম্যান বা আহ্বায়ক বানিয়ে দায়িত্বের জালে বেঁধে ফেলা। যাতে ভোটের মুখে কেউ তলে তলে অন্তর্ঘাত করতে না পারে।

সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা বীরভূম ও শুভেন্দু অধিকারীর গড় পূর্ব মেদিনীপুর নিয়ে। সম্প্রতি বীরভূমের মুরারইতে প্রচারে গিয়ে নিজের দলেরই বিক্ষোভের মুখে পড়েন শতাব্দী রায়। পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক হয় যে, মেজাজ হারিয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন সাংসদ। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পূর্বের বিদায়ি বিধায়ক বিপ্লব রায়চৌধুরীকে টিকিট না দেওয়ায় ক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি করছিল। সেই আগুন নেভাতে বিপ্লববাবুকেই ৪৫ জনের ইলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়েছে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ভূত তাড়াতে মালদা, উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া এবং হাওড়াতেও একই ফর্মুলায় বিধানসভা ভিত্তিক কমিটি গড়েছে তৃণমূল। কোথাও ৩৫ জন তো কোথাও ৬০ জন স্থানীয় নেতাকে নিয়ে এই কমিটি তৈরি হচ্ছে। কমিটির কাজ একটাই, নিজেদের মধ্যে রেষারেষি ভুলে প্রার্থীকে জেতানো নিশ্চিত করা।

উধনা-মালদা টাউন-উধনা স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন গ্রীষ্মকালীন মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৯০৩৩/০৯০৩৪ উধনা - মালদা টাউন - উধনা স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুযায়ী চলবেঃ

উধনা—মালদা টাউন			(০৯০৩৩) (০৯০৩৪)	মালদা টাউন—উধনা		
দিন	পৌঁছবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতিবার	–	২৩.০০	↓ উধনা	০১.২০	–	মঙ্গলবার
শুক্রবার	১২.৫৫	১৩.০০	জবলপুর	০৮.১০	০৮.২০	সোমবার
শনিবার	০৪.৪০	০৪.৪৫	জামালপুর	১৩.৫০	১৩.৫৫	রবিবার
	০৬.১০	০৬.২০	ভাগলপুর	১২.৪২	১২.৫২	
	১১.০০	–	মালদা টাউন ↑	–	০৯.৩০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নন্দুরবার, ভুসাবল জংশন, খাণ্ডওয়া জংশন, ইটারসী জংশন, কাটনী জংশন, সাতনা জংশন, প্রয়াগরাজ ছিওকী জংশন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, বক্সার, আরা জংশন, পাটনা জংশন, বখতিয়ারপুর জংশন, মোকামা, কিউল জংশন, অভয়পুর, সুলতানগঞ্জ, কহলগাঁও, সাহিবগঞ্জ, বারহারওয়া জংশন ও নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ/দিন ঃ উধনা থেকে ০৯০৩৩ ঃ ০৯/০৪, ১৬/০৪, ২৩/০৪, ৩০/০৪, ০৭/০৫, ১৪/০৫, ২১/০৫, ২৮/০৫, ০৪/০৬, ১১/০৬, ১৮/০৬, ২৫/০৬, ০২/০৭, ০৯/০৭, ১৬/০৭ ও ২৩.০৭.২০২৬ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ১৬টি ট্রিপ এবং মালদা টাউন থেকে ০৯০৩৪ ঃ ১২/০৪, ১৯/০৪, ২৬/০৪, ০৩/০৫, ১০/০৫, ১৭/০৫, ২৪/০৫, ৩১/০৫, ০৭/০৬, ১৪/০৬, ২১/০৬, ২৮/০৬, ০৫/০৭, ১২/০৭, ১৯/০৭ ও ২৬.০৭.২০২৬ তারিখ (রবিবার) = ১৬টি ট্রিপ। গঠন ঃ এসি ৩-টিয়ার – ০২টি, স্লিপার শ্রেণী – ১২টি, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) – ০২টি এবং এসএলআরডি – ০২টি = ১৮টি কোচ। ক্যাটেগরি ঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

রণবিধ্বস্ত ধরিত্রী

যুদ্ধের দামামা বাজলে শুধু মানবসভ্যতা নয়, ক্ষতবিক্ষত হয় খোদ প্রকৃতিও। একদিকে যখন ইরানের আকাশে ‘ব্ল্যাক রেইন’ বা বিষাক্ত কালো বৃষ্টির ভ্রূকুটি, অন্যদিকে তখন সামরিক কার্বন নির্গমনে ঢাকা পড়ছে আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তিগুলোর উদ্দেশ্য। হিরোশিমা থেকে হালের ইউক্রেন বা মধ্যপ্রাচ্য— রণক্ষেত্রের বিষাক্ত ধোঁয়া আর তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীর স্বাভাবিক ঋতুচক্রকে তছনছ করছে। আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বের সমস্ত সামরিক বাহিনীকে একটি পৃথক দেশ ধরলে তা হবে চতুর্থ বৃহত্তম কার্বন নিঃসরণকারী। বারুদের নেশায় মত্ত দেশগুলোর বিপুল সামরিক বাজেটের সামান্য অংশ পরিবেশ রক্ষায় ব্যয় করলে আক্ষরিক অর্থেই কাজের কাজটি হত। উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদনে প্রকৃতি সংক্রান্ত এই জ্বলন্ত সমস্যাটিকেই খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হল।

অশনিসংকেত।। *বিষাক্ত কালো ধোঁয়ায় ঢেকেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানের আকাশ।*

বারুদের স্তূপে পরিবেশ চুক্তি

দেবাশিষ সরকার

‘এ কেবল ফুটাপাত্রে জল ঢেলে / দিবা রাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।’ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতাব্দীপ্রাচীন এই অমোঘ পংক্তিটি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির নিরিখে যেন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মহাবিশ্বের একমাত্র নিশ্চিত প্রাণবন্ত গ্রহ পৃথিবী আজ এক অদ্ভুত ও ভয়ংকর দ্বিচারিতার সম্মুখীন। একদিকে আমরা দেখছি, পরিবেশ রক্ষায় এবং দূষণ রোধে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশের ক্রমবর্ধমান প্রতিশ্রুতি ও গালভরা বুলি। আর ঠিক তার উলটো দিকেই প্রকাশ পাচ্ছে লাগামহীন ভূ-রাজনৈতিক দম্ভ এবং সামরিকীকরণের আস্ফালন। সামরিকীকরণের এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা প্রতিনিয়ত পরিবেশ সংরক্ষণের যাবতীয় উদ্যোগের কবর খুঁড়ছে। আক্ষরিক অর্থেই, বিশ্বজুড়ে এখন পরিবেশ রক্ষার নামে চলছে শুধুই ‘ফুটাপাত্রে জল ঢালা’।

বিষয়টির গভীরে প্রবেশের আগে বর্তমান সময়ের কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তির রূপরেখা সংক্ষেপে ফিরে দেখা প্রয়োজন :

১. রামসার কনভেনশন (১৯৭২) : দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর স্বাক্ষরিত ১৭২টি দেশের এই আন্তঃসরকারি চুক্তিটি বিশ্বজুড়ে একমাত্র পরিবেশগত পদক্ষেপ, যা নিছকই জলাভূমি এবং সেখানকার স্পর্শকাতর বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় প্রণীত হয়েছে।

২. মনট্রিল প্রোটোকল (১৯৮৭) : বায়ুমণ্ডলের অত্যন্ত জরুরি ওজোন স্তরের ক্ষতি করে, এমন সমস্ত রাসায়নিকের (যেমন সিএফসি বা ক্লোরোফ্লুরোকার্বন) ব্যবহার ৯৯ শতাংশ কমিয়ে এনে পৃথিবীকে অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে বাঁচানোই ছিল এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

৩. রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (১৯৯২) : বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংক্রান্ত যাবতীয় নীতি নির্ধারণ ও আলোচনাগুলির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এই যুগান্তকারী চুক্তি।

৪. কিয়োটো প্রোটোকল (১৯৯৭) : এই চুক্তির আওতায় বিশ্বের ৩৭টি উন্নত দেশ কার্বন নির্গমন কমানোর ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো আইনি বাধ্যবাধকতার মুখে পড়ে। মূলত এখান থেকেই অর্থনীতিতে ‘কার্বন বাজার’-এর ধারণার জন্ম নেয়।

৫. প্যারিস চুক্তি (২০১৫) : ১৯৬টি দেশ এই চুক্তিতে অংশ নেয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যে কোনও মূল্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা।

৬. গ্লাসগো জলবায়ু চুক্তি (২০২১) : ১৯৭টি দেশের এই চুক্তির লক্ষ্যও ছিল চলতি দশকে উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রিতে ধরে রাখা। পাশাপাশি অপরিশোধিত কয়লা ও কম সক্ষমতার জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর থেকে সরকারি ভরতুকি কমানো এবং জলবায়ুকে অর্থমূল্যে বিচার করার মতো বিষয়গুলি এতে প্রাধান্য পায়।

কাগজে-কলমে এই চুক্তিগুলোর মূল লক্ষ্য আমাদের এই নীল গ্রহের বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা হলেও, যুদ্ধং দেহি মানসিকতা এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার নেশা- এগুলির কার্যকারিতাকেই এখন চরম প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এই আগ্রাসী সংঘাত শুধু পরিবেশকেই ধ্বংস করছে না, মারাত্মক চাপ বাড়াচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতির ওপরেও। এর বিপুল অর্থনৈতিক মাশুল সাধারণত আমাদের চোখের আড়ালেই সন্তর্পণে থেকে যায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে হওয়া এই যুদ্ধগুলি সর্বদা পরিবেশগত চুক্তিগুলিকে নানা আইনি ফাঁকফোকর দিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে দুর্বল করে তোলে।

যে কোনও কাজের ফলে পরিবেশগত প্রতিকূলতা তৈরির অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হল কার্বন নির্গমন। আশ্চর্যের বিষয় হল, সামরিক কারণে বা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে তৈরি হওয়া বিপুল পরিমাণ কার্বন নির্গমনকে আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তিগুলি থেকে বেশিরভাগ সময়ই সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ, কোনও একটি দেশ যুদ্ধের প্রয়োজনে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করে, জলবায়ু চুক্তির পর্যালোচনার সময় তা তাদের জাতীয় কার্বন নির্গমনের হিসেবে ধরাই হয় না। কিয়োটো প্রোটোকলেও বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলি সামরিক নির্গমনের ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য বিশেষ ছাড় দাবি করেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক প্যারিস চুক্তিতেও সামরিক কার্বন নির্গমনের খতিয়ান জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। এটি এমন এক বিরাট ও পরিকল্পিত পদ্ধতিগত ফাঁক, যার সুযোগ নিয়ে জাতীয় নির্গমনের তথ্য খুব সহজেই কমিয়ে দেখানো যায়। ফলে জলবায়ু রক্ষার লক্ষ্যমাত্রাগুলি আপাদমস্তক বিভ্রান্তিকর ও অবাস্তবই থেকে যায়।

যে কোনও যুদ্ধই পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শুধুমাত্র ইউক্রেন যুদ্ধেই সেই দেশের অন্তত ২০ শতাংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও এলাকা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চরম হুমকির মুখে পড়েছে রামসার তালিকাভুক্ত ১৬টি সংরক্ষিত জলাভূমি। জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতির পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক জল পরিশোধন বা কার্বন শুষে নেওয়ার ক্ষমতাও ভয়াবহভাবে কমে যাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত অস্থিরতার জন্ম দিচ্ছে।

শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি বিশ্বমঞ্চে পরিবেশবান্ধব নীতির কথা বললেও, তাদের এই সামরিক সম্প্রসারণ কার্বন কমানোর লক্ষ্যের ঠিক বিপরীত। একা ইরাক যুদ্ধই ১৪১ মিলিয়ন টন কার্বন নির্গমন করেছে। সাম্প্রতিক ইরান যুদ্ধের প্রথম ১৪ দিনেই নির্গত হয়েছে ৫ মিলিয়ন টন কার্বন। বিশ্বব্যাপী মোট কার্বন নির্গমনের প্রায় ৫.৫ শতাংশই হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক কারণে। বিশ্বের সমস্ত দেশের সামরিক বাহিনীকে যদি একটি অখণ্ড দেশ হিসেবে ধরা যায়, তবে কার্বন নিঃসরণের নিরিখে সেটি বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম দেশ হত (চিন, আমেরিকা ও ভারতের পরেই)। এই একটিমাত্র বিষয়ই জলবায়ু চুক্তির অধীনে অতি কষ্টে অর্জিত যাবতীয় সাফল্যকে নিমেষে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

যুদ্ধের কারণে বনজঙ্গল ধ্বংস, জলাভূমির অবক্ষয় বা মাটি দূষণের পাশাপাশি তৈরি হয় বিষাক্ত বায়ু, অ্যাসিড বৃষ্টি এবং বিষাক্ত ধোঁয়াশা। যে কোনও যুদ্ধে কোনও এক পক্ষ হয়তো জেতে, কিন্তু চূড়ান্ত আঘাত নেমে আসে সমগ্র পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের ওপর। শুধু যুদ্ধের সময় নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরগুলি ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন করে গড়ে তুলতেও বিপুল পরিমাণ কার্বন নির্গমন হয়। এই নবনির্মাণের জন্য হাজার হাজার টন জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে সিমেন্ট ও ইস্পাত তৈরির ফলে যুদ্ধ-পরবর্তী কার্বন নির্গমন অনেক সময়ই যুদ্ধের নিজস্ব নির্গমনের চেয়েও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অথচ অদ্ভুতভাবে নীতি নির্ধারকরা এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্গমনকে ‘সামরিক নির্গমন’ বলে মানতেই নারাজ।

কোনও বিষয়ের তীব্রতা মাপার অন্যতম যৌক্তিক পদ্ধতি হল তার আর্থিক মূল্যায়ন। বিগত দিনে ঘটে যাওয়া যুদ্ধগুলির সরাসরি জলবায়ু ক্ষতির যে আর্থিক খতিয়ান পরিবেশ সংস্থাগুলি দিয়েছে, তা শিউরে ওঠার মতো। প্রথম দুই বছরে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সরাসরি জলবায়ু ক্ষতির অর্থমূল্য প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা)। বলা বাহুল্য, এই মূল্যায়নে যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্নির্মাণের প্রভাব ধরাই হয়নি।

বিশ্বজুড়ে সামরিক ক্ষেত্রে এক বছরের প্রত্যক্ষ কার্বন নির্গমনের অর্থমূল্য ধরলে তা দাঁড়াবে ১৩৭ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা)। আর সারা বিশ্বের সম্মিলিত সামরিকীকরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মোট পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ বছরে ৫০০ বিলিয়ন থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪৯ লক্ষ কোটি থেকে ৯৮ লক্ষ কোটি টাকা)। এর পাশাপাশি ন্যাটো সম্প্রসারণের ফলে কার্বন নির্গমনজনিত ক্ষতির সম্ভাব্য পরিমাণ বছরে ২৬৪ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ২৬ লক্ষ কোটি টাকা), যা গোটা ভারতের বার্ষিক বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে সত্যিই অবাক হতে হয়। গাছ, মাটি, জল আর বাতাসে তৈরি যে গ্রহে আজ মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ মানুষ দু’বেলা দু’মুঠো খেতে পায় না, সেই গ্রহের বার্ষিক সামরিক ব্যয় ২৭০০ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ২৬০ লক্ষ কোটি টাকা। যদি এর মাত্র ২৫ শতাংশও সদিচ্ছা নিয়ে জলবায়ু কার্যক্রমে খরচ করা যায়, তবে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত চুক্তি বাস্তবায়নে অর্থের কোনও অভাবই হবে না। তখন আর আমাদের ফুটাপাত্রে জল ঢালতে হবে না।

(লেখক সাংবাদিক)

বিষাক্ত বৃষ্টির ভ্রূকুটি ও বিপন্ন ভবিষ্যৎ

শুভদীপ ব্যানার্জি

হলিউডের সিনেমা ‘ব্ল্যাক রেইন’। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৮৯ সালে। অভিনয়ে মাইকেল ডগলাস, অ্যান্ডি গার্সিয়া সহ অনেকে। সে বছরের অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা। অস্কারের মঞ্চে জিতেছিল সেরা ধ্বনি পরিকল্পনা সহ একাধিক পুরস্কার। দেখলে মনে হবে, ‘যুদ্ধ যেন সিনেমার মতো।’ রোমাঞ্চকর। মারকাটারি।

সে বছরই জাপান থেকে মুক্তি পেয়েছিল আরও একটি সিনেমা। নাম ‘ব্ল্যাক রেইন।’ অভিনয়ে ইয়োশিকো তানাকা, কাজুও কিতামুরা। দেখলে মনে হবে, ‘সিনেমাটা যেন যুদ্ধের মতো!’ ভয়াবহ। নিষ্ঠুর।

দ্বিতীয় সিনেমাটির চিত্রনাট্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেন্দ্রিক। ১৯৪৫-এর হিরোশিমা শহর। কাকা-কাকিমার সঙ্গে থাকে অনাথ মেয়ে ইয়াসুকো। সেদিন ৬ অগাস্ট। পরমাণু বোমা আছড়ে পড়ে শহরের বুকে। আর অসম্ভবের সঙ্গে আপ্রাণ লড়ে, সর্বগ্রাসী মারণাস্ত্রের হাত থেকে কপালজোরে বেঁচে যায় ইয়াসুকো। কালো ধোঁয়ার নাগাল এড়ালেও সে যাত্রায় তাঁর মতো অনেকেই শিকার হয়েছিলেন কালো বৃষ্টি বা ব্ল্যাক রেইনের। এই ইয়াসুকোর মতো যাঁরা পরমাণু হামলার থাবা থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন, পরে জাপানি ভাষায় তাঁদের জন্য একটি শব্দের জন্ম হয়- হিবাকুশা। এই মানুষগুলোর জীবন, দীর্ঘমেয়াদি জীবনযন্ত্রণার খতিয়ান তুলে ধরে সিনেমাটি। বিশ্বের সামনে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, ‘যুদ্ধের শুরু আছে। শেষ নেই?’

আচ্ছা, দুনিয়ায় এখন ঠিক ক’টা যুদ্ধ চলছে? ইরান বনাম আমেরিকা-ইজরায়েল, রাশিয়া বনাম ইউক্রেন, পাকিস্তান বনাম আফগানিস্তান... এছাড়া সুদানে চলছে গৃহযুদ্ধ। বছরের শুরুতেই ভেনেজুয়েলায় অপারেশন চালিয়েছিল আমেরিকা। গত বছর পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ভারতের। তাইল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ায় কম্বোডিয়া। ২০২৩-এ সীমান্ত সংঘাতে রক্তক্ষয় করে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান। আর এসব কিছুর প্রভাব সরাসরি পড়ছে মানবজীবন এবং পরিবেশের ওপরে।

ইরানের যুদ্ধ : প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল মহলে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে। সহজ ভাষায় তার মানে দাঁড়ায়, ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন কোন অস্ত্র ব্যবহৃত হবে, কেউ বলতে পারে না। তবে চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধে মানুষের হাতিয়ার হবে পাথরের টুকরো আর গাছের ডাল।’ ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে জোরদার সংঘর্ষে মেতেছে মধ্যপ্রাচ্য। আর তাই গোটা দুনিয়ার নজর আটকে রয়েছে ইরান আর হরমুজ প্রণালীতে। যুদ্ধে এক মাস পার করে মার্কিন প্রেসিডেন্টের হিমশীতল হুমকি, ‘আমরা ইরানকে প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।’ মনে করিয়ে দেয় চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের সেই প্রবাদ। এদিকে ইতিমধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানে চোখে পড়ছে এক আজব ঘটনা। মাঝেমধ্যে নামছে বৃষ্টি। কালো বৃষ্টি। শেষবার এমন ঘটেছিল ১৯৯১ সালে, প্রথম গালফ যুদ্ধের সময়। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপানে দেখা গিয়েছিল ক্ষতিকর বিকিরণকারী ব্ল্যাক রেইন। ইরানে এর ফল হতে পারে মারাত্মক। আপাত নিরীহ এই বৃষ্টির জলে থাকে কালান্তক রাসায়নিক। ভারী মাত্রায় কার্বনের সঙ্গে মিশে থাকে সিসা, সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ এবং বিভিন্ন অ্যাসিড। এর প্রভাবে মানুষের শরীরে জন্ম নিতে পারে ক্যানসার।

এখানেই শেষ নয়। বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, আমেরিকা এবং ইজরায়েল মিলে এপর্যন্ত প্রায় ২৫,০০০ বোমাবর্ষণ করেছে গোটা ইরানে। পালটা আরব দুনিয়ার অন্তত ৪,০০০ নিশানায় ১৬,০০০ বোমা দেগেছে ইরানও। বিশেষত নিশানা করা হয়েছে নর্থ ফিল্ডের মতো খনিজ গ্যাস ও তেলসমৃদ্ধ এলাকাকে। ফলে ভয়াবহ মাত্রায় দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে। গোদের ওপর বিষফোড়া, মধ্যপ্রচ্যের ভূপ্রকৃতি। এলবুর্জ এবং জাগ্রোস পর্বতশ্রেণির মধ্যে আটকে পড়ছে ধোঁয়া। মনে করা হচ্ছে, যুদ্ধের প্রভাবে চিরতরে বদলে যাবে ইরানের জলবায়ু। ঋতুচক্র বদলে গেলে ইরানের কৃষিকাজের ওপর প্রভাব পড়বে। এমনকি, চূড়ান্ত খাদ্যসংকটে জেরবার হতে পারে যুদ্ধ-পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্য।

এদিকে, মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী ইরানের অস্ত্রভাণ্ডারে অন্তত ৪০০ কিলোগ্রাম মাঝারি মানের পরিশোধিত ইউরেনিয়াম আছে। সেই ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে পারমাণবিক হাতিয়ার বানানোর পরিকল্পনা করছে আয়াতোল্লা প্রশাসন। ইরানের এই প্রোজেক্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, পারস্য উপসাগরের তীরে বুশহর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। ফলে ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের যুদ্ধসচিব পিট হেগসেথের পরিকল্পনা হল, বুশহরে হানা দিয়ে ইরানের হাতে থাকা ওই পারমাণবিক কাঁচামাল ছিনিয়ে নেওয়া। বলা বাহুল্য, এর পরিণাম হতে পারে ভয়ংকর। মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে বিকিরণ। সেক্ষেত্রে শুধু ইরান নয়। প্রস্তর যুগে ফিরে যাবে গোটা পৃথিবী।

ভয়াল বার্তা।। *দাউদাউ করে জ্বলছে ইরানের খনিজ তেলের ভাণ্ডার।*

রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব : ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অনবরত জ্বলছে পূর্ব ইউরোপ। দনবাস এলাকায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভ্লাদিমির পুতিন এবং ভোলোদোমির জেলেনস্কির সেনা। চার বছর ধরে চলা এই যুদ্ধ আপাতত গতিহীন হয়ে পড়লেও ঝাঁঝ হারায়নি। ধীরে চলো নীতি নিয়েছে মস্কো এবং কিয়েভ। যে কোনও মুহূর্তে হানা দিতে পারে যে কোনও তরফ।

বছরখানেক আগে রণকৌশলে অভিনবত্ব দেখিয়েছিল ইউক্রেন। সুপরিকল্পিতভাবে রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল ঘাতক ড্রোনবাহী পণ্য পরিবহণকারী ট্রাক। সেখান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে উড়ে অব্যর্থ নিশানায় ড্রোনগুলি আঘাত হানে রানওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা রুশ বোমারু বিমানের ওপর। কার্যত প্যারালাইজড হয়ে পড়ে রাশিয়ার বায়ুসেনা। এছাড়া মার্কিন প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র এবং তুরস্কের বায়রাক্তার ড্রোনকে কৌশলে কাজে লাগিয়েছে ইউক্রেন।

তবে ‘কামারের এক ঘা’ নিয়ে তৈরি আছে ক্রেমলিনও। ইতিমধ্যে আন্তঃমহাদেশীয় ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে তারা। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরমাণু বোমা মজুত রয়েছে রাশিয়ার কাছেই। তাছাড়া ভুললে চলবে না, রাশিয়ার ঝুলিতে রয়েছে ‘ডেড হ্যান্ড।’ এই অস্ত্র এমন প্রযুক্তির যা দুনিয়ায় আর কারও কাছে নেই। শত্রুপক্ষের হামলায় মস্কো ধ্বংস হলে, পারমাণবিক প্রত্যাঘাতের নির্দেশ দেওয়ার মতো কেউ না থাকলেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেগে উঠে প্রতিশোধ নেবে ডেড হ্যান্ড।

অপারেশন ভেনেজুয়েলা : ইরান যুদ্ধে এই মুহূর্তে কিছুটা ব্যাকফুটে ওয়াশিংটন। ইতিমধ্যে তাঁদের অন্তত ২০টি যুদ্ধবিমান গুলি করে নামিয়েছে তেহরান। সেই তালিকায় একটি অত্যাধুনিক এফ১৫ বিমান রয়েছে। পারস্য উপসাগরের তীরে মার্কিন স্থলসেনা নামানো নিয়ে দোলাচলে রয়েছেন ট্রাম্প। তবে এ বছরের গোড়ায় নিজেদের সামরিক ক্ষমতার চমৎকার নমুনা তুলে ধরেছিল পেন্টাগন। মাত্র কয়েক মিনিটের নিখুঁত অপারেশনে রাজধানী কারাকাস কাঁপিয়ে ‘অপহরণ’ করে এনেছিল ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে। লজ্জায় মাথা হেঁট ভেনেজুয়েলার সেনা এবং প্রেসিডেন্ট মাদুরোর দেহরক্ষী বাহিনী দাবি করে, কোনও এক জাদুবলে কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা থমকে গিয়েছিলেন। নড়ন-চড়ন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকেই গুঞ্জন জোরদার হয়, তবে কি অভিনব কোনও অস্ত্র প্রযুক্তি রপ্ত করেছে আমেরিকা?

অপারেশন সিঁদুর : গত বছর সামরিক সংঘর্ষে জড়ায় ভারতও। সন্ত্রাসকে অভ্যাসে পরিণত করা পড়শি পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছিল দিল্লি। অপারেশনের প্রথম দিন বেছে বেছে জঙ্গিদের ডেরাকে নিশানা করলেও পরে পাক বায়ুসেনার ১০টি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারত।

তবে, ভারতের সামনে আধুনিক যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মূলত দুটি। প্রথমত, ইরান যদি এখন পরমাণু শক্তিধর হয়ে ওঠে তাহলে জাপান সাগর থেকে পশ্চিমে কাসপিয়ান সাগর পর্যন্ত পরমাণু ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের একটি চেন তৈরি হবে- উত্তর কোরিয়া, গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, ভারত, পাকিস্তান ও ইরান। আর তার কেন্দ্রে থাকবে নয়াদিল্লি। ফলে, নিরাপত্তা ভাবাবে কর্মতীর্থ (সাউথ ব্লক)-কে। দ্বিতীয়ত, সামরিক শক্তিতে এঁটে উঠতে না পারলেও প্রোপাগান্ডা প্রচারে অনেক এগিয়ে ইসলামাবাদ। কাগজে-কলমে সত্য যাই হোক, হাওয়ায় যুদ্ধ জিততে সিদ্ধহস্ত পাকিস্তানের উপযুক্ত দাওয়াই দিতে হবে ভারতকে।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভিআইপিদের জন্য রাখা রক্ত নষ্ট হচ্ছে

ব্লাড ব্যাংক প্রায় শূন্য

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৪ এপ্রিল : ভোটের গেরোয় কার্যত বন্ধ রক্তদান শিবির। আর তার জেরে উত্তরবঙ্গের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে এখন চলছে চরম রক্তসংকট। রোগীর স্বজনরা রক্তের জন্য এখন হন্যে হয়ে ঘুরছেন। এদিকে ভোট আবহে জেলায় বেড়েছে ভিআইপিদের আনাগোনা। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ভিআইপিদের জন্য মজুত রাখতে হচ্ছে রক্ত। জনসভা হোক বা মিছিল-মিটিং, জেড ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা পান এমন ভিআইপিদের জন্যই এখন প্রয়োজনীয় রক্ত মজুত করতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে ব্লাড ব্যাংকগুলির। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন না হওয়ায় আবার সেই রক্ত ফেলেও দিতে হচ্ছে। একদিকে যখন রক্তসংকটে অপারেশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন ভিআইপিদের জন্য মজুত রক্ত ফেলে দেওয়া নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে চরম অস্বস্তিতে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'সরকারি গাইডলাইন মেনে আমরা প্রয়োজনমতো ভিআইপিদের জন্য রক্ত মজুত রাখি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ব্যবহার হয় না।' ভিআইপিদের জন্য বরাদ্দ রক্ত অব্যবহৃত থাকলে পরে তা অন্য রোগীদের ব্যবহার করা যায় কি না, সে বিষয়ে কিন্তু সুপার কিছু বলতে চাননি।

কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ সৌরদীপ রায় বলেন, 'ভোটের জন্য ভিআইপিদের আনাগোনা লেগেই আছে। তাই জেলা শাসকের নির্দেশে আমরা প্রয়োজনীয় রক্ত মজুত রাখছি। রবিবার প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অন্য ভিআইপিদের জন্য প্রচুর রক্ত অন্তত তিন জায়গায় মজুত করে রাখতে হবে।'

আগামী ২৩ এপ্রিল বিধানসভা ভোট। এই মুহূর্তে সব রাজনৈতিক দলই জনসভা, মিটিং-মিছিল, রোড শো করছে। এইসব রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতেই দেশ ও রাজ্যের তাবড় নেতারা জেলা সফর করছেন। এছাড়াও নির্বাচন কমিশন, পুলিশ সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা জেলায়

জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ফালাকাটায় সভা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রবিবার কোচবিহারে আসবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর আসার আগেই এক ঝাঁক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এখন কোচবিহারে আছেন। এছাড়া জেড ক্যাটিগোরির একাধিক উচ্চপদস্থ আমলা জেলায় রয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এইসব ভিআইপির জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্ত জোগাড় করে রাখতে হচ্ছে। তাঁরা যেখানে সভা করবেন সেখানে অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে রক্ত ও মেডিকেল টিম রাখতে হয়। এছাড়াও হেলিপ্যাড, হোটেল, এমনকি র‍্যালির সময়ও রক্ত মজুত রাখতে হচ্ছে। একাধিক ভিআইপি এলে একাধিক গ্রুপের রক্ত মজুত করে রাখতে হচ্ছে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ক্ষোভ সব দলের বিরুদ্ধে

শুধুই আশ্বাস, পুরসভার দাবি অপূর্ণ

উত্তরের ভোট-আয়না

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : ইস্টার্ন বাইপাসের একপাশে চায়ের দোকান। প্রতিদিনই সকাল-সন্ধ্যা কিছু মানুষের ভিড় জমে এখানে। চলে নানা আলোচনা। কখনও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কখনও এলাকার হালহকিকত, কখনও ব্যক্তিগত জীবন, আবার কখনও রাজনীতি। ভোটের আগে চর্চায় এখন রাজনীতি। এই ঠেকে রাজনৈতিক আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে পলাশ দাস পাশে থাকা আরও চার-পাঁচজনের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'বুঝলেন মশাই, ভোট বড় বালাই। সবাই আসছেন, আশা দেখাচ্ছেন। যে কোনও দলের কর্মীদের বললে এই সময় বাড়ির বাজারটাও যেন করে দিয়ে যাবেন। তবে ভোট ফুরবে, আর সবাই আবার আগের মতোই হয়ে যাবেন।'

ওই ব্যক্তির পাশে বসে থাকা সাদামাটা গোছের সুধাকর পাল বললেন, 'থাকি তো দাদা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে। পঞ্চায়েত এলাকা, এখানে শুধু আশ্বাসই সার। কিস্যু হবে না।' তবে এসবের বিপক্ষে গিয়ে একটু কড়া সুরে সুদেশ দাস বললেন, 'সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলে গেল যে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে এটা পুরসভা করা হবে, বিজেপিও সেই আশ্বাস দিচ্ছে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, এবার কিছু একটা ভালোই হবে।'

তাহলে কি রাজনীতিবিদের কথায় ভরসা রাখছেন? সুধাকর বললেন, 'একেবারেই না। ভরসা করতে পারছি না। ভোট তো দেব। তবে অপেক্ষা হয়তো দীর্ঘ হবে। এটা তো বিধানসভা ভোটের টোপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

২০১১ সালে বিধানসভার ভোটের আগে গৌতম দেব কথা দিয়েছিলেন, জিতে আসার পর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে নিয়ে আলাদা পুরসভা গঠন করবেন। বিপুল ভোটে জয়লাভও করেছিলেন। তবে ১৫ বছর কেটে গেলেও এখনও সেই স্বাদ পাননি এলাকার বাসিন্দারা। ফের একবার পুরসভার টোপ ঝোলানো হল। রঞ্জন শীলশর্মার প্রচারে এসে আভাস দিয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট বৈতরণি পেরোতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পদ্ম শিবিরও।

নানাবিধ পরিষেবা নেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে।

তবে শুধু ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতই নয়, পুরনিগমের সংযোজিত ১৪টি ওয়ার্ডের মানুষ নিজেদের দুয়োরানি ভাবেন। ভৌগোলিকভাবে শিলিগুড়ি শহরের কাছাকাছি হলেও এই এলাকাগুলি জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের অধীনে পড়ে। ফলে জমির মিউটেশন, সরকারি কোনও কাজের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা সদরে ছুটতে হয়। যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল।

লেকটাউন এলাকায় বাড়ির বাইরে চেয়ারে বসেছিলেন কালী সাহা। তাঁর কথায়, 'সাধারণ সমস্যাগুলির যেখানে সমাধান করতেই বছরের পর বছর কেটে যায়, সেখানে এই বড় সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবা বিলাসিতা।' তবে ভোট দেবেন কোন বিষয়গুলি মাথায় রেখে? প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'জানি না।'

তবে এখনও মনে মনে অশোক রায় ভরসা রেখেছেন, একদিন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি পুরসভার আওতায় আসবে। আশিঘরের এই বাসিন্দা বলছিলেন, 'আশা আছে, এই জায়গাগুলো যেভাবে উন্নত হয়ে উঠছে, তাতে অবশ্যই এটা পুরসভা হওয়া উচিত। সঠিক দল এবং ব্যক্তি ক্ষমতায় এলে নিশ্চয়ই এটাও একদিন পুরসভা হিসেবে পরিচিতি পাবে। সেটা ভেবেই ভোটটা দেব।'

বাণেশ্বর মোড় থেকে সোজা একতিয়াশালের দিকে এগিয়ে গেলে প্রথমে কিছুটা অংশ ডাবগ্রাম ২-এর মধ্যেই পড়ছে। তারপরই শুরু হয়ে যায় পুর এলাকা। তবে ঝাঁ চকচকে কিছু বাড়ি বাদে এলাকার করুণ দশা চোখের সামনেই ভেসে উঠবে। ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার ওপরেই তিন-চারজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ভোট নিয়ে কী ভাবছেন? নেতাদের আশ্বাসে ভরসা রাখছেন? প্রশ্নে প্রথম দিকে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও পরে খানিকটা মুচকি হাসলেন ধীরজ কুমার। বললেন, 'রাজনৈতিক নেতাদের ভরসা করি না, বুঝলেন। এখন সব নেতার কথাই কেমন যেন মিথ্যে মনে হয়। তবে ভোট যখন দিতেই হবে, তখন মনে মনে পরিকল্পনা করছি, কাকে ভোট দিলে কম ক্ষতি হবে।'

ডাবগ্রাম-১-এর শালুগাড়ায় দোকানে বসে একমনে হিসেব কষছিলেন সুব্রত চৌধুরী। তবে পাওয়া না পাওয়ার হিসেব কষলে রাজনৈতিক দলগুলির পুরসভার টোপে এবারও কি ভরসা রাখা যেতে পারে? জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'ভরসা রাখতেই হবে। কিছু একটা মিরাকল হলেও হতে পারে।'

মিরাকলের আশায় রয়েছেন ফুলবাড়ির বাসিন্দারাও। একদিন যদি সত্যিই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা হয়ে যায়, সত্যিই যদি ভোটের মুখে নেতাদের দেওয়া আশ্বাস সত্যি হয়ে যায়, তাহলে ব্যাপারটা স্বপ্নের মতোই সুন্দর হয়ে যাবে।

বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভা করার প্রস্তাব বিধানসভায় তুলেছিলাম। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বললেন, টাকা নেই। তৃণমূলের শুধু বড় বড় কথা আর পুরসভার টোপ দেওয়া ছাড়া কিছু করার নেই। আমরা ক্ষমতায় না এলে এটা হবে না। এবার আমরা ক্ষমতাতেও আসব আর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভাও করা হবে।'

যদিও এদিন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

শিলিগুড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে দেওয়াল লিখন। শনিবার। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

শিল্পীর বাড়িতে সাংসদ, প্রার্থী

দোকান ভাঙচুরের জের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : তিনি দেওয়ালে ছবি আঁকেন, লেখেন। তবে শুধু পদ্মফুলের ছবিই আঁকেন বলে দাবি। এবার ভোটে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় দেড়শোরও বেশি পদ্মের প্রতীক এঁকেছেন তিনি। শিল্পীর নাম পরিমল বিশ্বাস। গত ৩০ মার্চ রাতে শিলিগুড়ি শহরের জ্যোতির্ময় কলোনিতে থাকা তাঁর দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল। শনিবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায় এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়। দলের তরফে তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

পরিমলের অভিযোগ, পদ্মফুলের ছবি আঁকার কারণেই তাঁর দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রথমদিকে অভিযোগ না নিতে চাইলেও নেতাদের হস্তক্ষেপে পুলিশ অভিযোগ নিয়েছে। পরিমলের বক্তব্য, 'শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সাধ্যমতো চেষ্টা করব। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের ধরার দাবি জানিয়েছি।' তবে পরিমল নিজেকে পদ্ম-প্রেমিক দাবি করলেও তিনি বিজেপি নেতা বলেই দাবি তৃণমূলের। স্থানীয় বিজেপির কমিটির দায়িত্বেও রয়েছেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের ধারণা, তাঁর দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় রাজনৈতিক মদত থাকতে পারে। যদিও পরিমল নিজে কোনও রাজনৈতিক দল বা কারও নাম করে অভিযোগ জানাননি। সাংসদ বলেন, 'এই ধরনের কাজ তৃণমূলের দ্বারাই সম্ভব। পুলিশ ইচ্ছে করলেই সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের ধরতে পারে। কিন্তু তারা কেন চাইছে না, জানি না।' শিখার বক্তব্য, 'ভোটের মুখে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। আমরা তৃণমূলের এমন গুন্ডাগিরির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব।'

ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগ নেই তাঁদের, এমনই দাবি তৃণমূল নেতাদের। তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়ের বক্তব্য, 'বিজেপির সঙ্গে মানুষ নেই। দোকান ভাঙার ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কেউ যুক্ত নয়। তাদের দলীয় কোন্দলের কারণে তা হতে পারে। পরিমল বিজেপির নেতা।'

চাকুলিয়ায় প্রার্থী বদল ফব-র

চাকুলিয়া, ৪ এপ্রিল : চাকুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে আকস্মিক প্রার্থী পরিবর্তন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। বিধানসভা ভোটের মুখে আচমকা দলীয় প্রার্থী বদল ঘিরে ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্দরে নানা প্রশ্ন ঘুরতে শুরু করেছে।

দলের তরফে প্রথমে আমজাদ আলিকে চাকুলিয়া বিধানসভার প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছিল। ঘোষণার পরপরই দলীয় কর্মী-সমর্থকরা আমজাদ আলির হয়ে প্রচারে নেমে পড়েন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে নবম সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় আমজাদ আলির নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে তাঁর প্রার্থীপদ অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

এই পরিস্থিতিতে শনিবার সকালে ফরওয়ার্ড ব্লক দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমজাদ আলির বদলে মহাফিজুল ইসলামকে চাকুলিয়া বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। প্রার্থী বদলের এই ঘটনায় চাকুলিয়া সহ আশপাশের এলাকায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন পড়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মীরা প্রথম প্রার্থীর প্রচারে যে সময় ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন, তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করছেন কেউ কেউ। উত্তর দিনাজপুর জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদক গোকুল রায় বলেন, 'ভোটার তালিকার সমস্যার কারণে বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।'

হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ৪ এপ্রিল : গুয়াবাড়িতে চুরির ঘটনায় ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। শনিবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে বিচারক এই নির্দেশ দেন। শুক্রবার রাতে ফাঁসিদেওয়ার গুয়াবাড়িতে একটি বাড়িতে চুরি করে পালানোর চেষ্টা করেন মহম্মদ কাসিমুদ্দিন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ধরা পড়ার ভয়ে মহানন্দা ক্যানালে ঝাঁপ দেন অভিযুক্ত। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় অভিযুক্তকে পাকড়াও করে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় চুরির কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও দুজনের প্রাথমিক তথ্য পেয়েছে পুলিশ।

অন্যদিকে, এদিন বিকালে গোয়ালটুলি হাট এলাকা থেকে একটি বাইক চুরির ঘটনা ঘটে। তবে এ বিষয়ে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

তরুণের মৃত্যু

চোপড়া, ৪ এপ্রিল : চোপড়া থানার বাকসাবাড়ি এলাকায় মামুন রশিদ (২৩) নামে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১ এপ্রিল বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই তরুণ। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানেই শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

স্কুলের সামনে জল, জাতীয় সড়ক অবরোধ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ এপ্রিল : কয়েকদিনের বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতেই মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলের সামনে দূষিত জলে থইথই করছে রাস্তা। আর তার ফলে সরকার পোষিত এই স্কুলের পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের পাশাপাশি স্থানীয়দেরও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। শনিবার বিকেলে এ নিয়ে মাটিগাড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে অবরোধ চলে। পরে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে আর্থমুভার দিয়ে সাময়িকভাবে জল বের করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

হরসুন্দর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কমলেন্দু আচার্য বলছেন, 'অনেকদিন ধরেই এই সমস্যা রয়েছে। পাথরঘাটার পঞ্চায়েত প্রধান, মাটিগাড়ার বিডিওকেও জানানো হয়েছে। বাণিজ্যিক ভবন, আবাসনের নোংরা জল বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে রাস্তায় জমছে। দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। স্কুলের গেটের সামনে দিয়েই নদীর মতো জল বয়ে যাচ্ছে। এমনকি স্কুলের মধ্যেও জল ঢুকে পড়ছে।'

স্কুলের শিক্ষক অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'স্কুলের সামনে চার লেনের সড়ক, স্কুলের পাশে একটি হোটেল তৈরি করা হচ্ছে। আবাসন, বাণিজ্যিক ভবনের জল পুরোনো জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে চামটা নদীতে গিয়ে পড়ত। এখন সেই নিকাশিনালার পথ বন্ধ করে দেওয়ায় জল জমে থাকছে। স্কুলের ১৬০০ পড়ুয়াকে নোংরা জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

হরসুন্দর হাইস্কুলের সামনের রাস্তা যেন নদী। শনিবার।

স্থানীয় বাসিন্দা শান্তি বর্মনের কথায়, 'জাতীয় সড়ক থেকে স্কুলের সামনের এই রাস্তায় ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় জল ভর্তি গর্তে গাড়ি উলটে দুর্ঘটনা ঘটছে।' সমীর দাস নামে আরেক বাসিন্দা একই অভিযোগ তুলেছেন। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এ বিষয়ে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ বলছেন, 'আমরা সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষকে বলার পরেও তারা ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা সোমবারের পর জলনিকাশির ব্যবস্থা করে দেব। পড়ুয়া এবং সাধারণ মানুষের এই সমস্যা মেটাতে হবে।'

পাথরঘাটার পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ শাহিদ বলেন, 'চার লেনের সড়ক তৈরি করার সময় থেকেই আমরা বলেছিলাম জলনিকাশির ব্যবস্থা রাখতে। ওরা করেনি। এবারে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে।'

বিক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ৪ এপ্রিল : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে সরব হলেন বাসিন্দারা। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের মালিগছ ২৭/২২১ বুথের ভোটাররা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। সংশ্লিষ্ট বুথে মোট ১,১৩৪ জন ভোটারের মধ্যে ৫০০ জনের নাম বিচারাধীন ছিল। শেষপর্যন্ত ১২০ জনের নাম সংযোজিত হলেও, ৩৮০ জনের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ১৯৮০ সালে ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও, এবার অনেকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বাবা ও মায়ের নাম থাকলেও, সন্তানদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট করা হয়েছে। বিক্ষোভকারী সাদিকুল ইসলাম ও রমজান আলি তাঁদের নাম ও পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল আলি বলছেন, 'শুনানিতে ওবিসি সার্টিফিকেট ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরেও বাবার নামের বানানে সামান্য ভুলের কারণে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।'

সেমিনার

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : জিএসটি এবং ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শিলিগুড়ি ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আয়োজিত হল মেগা সেমিনার। নিউ চামটা চা বাগানে একটি রিসর্টে মেগা সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

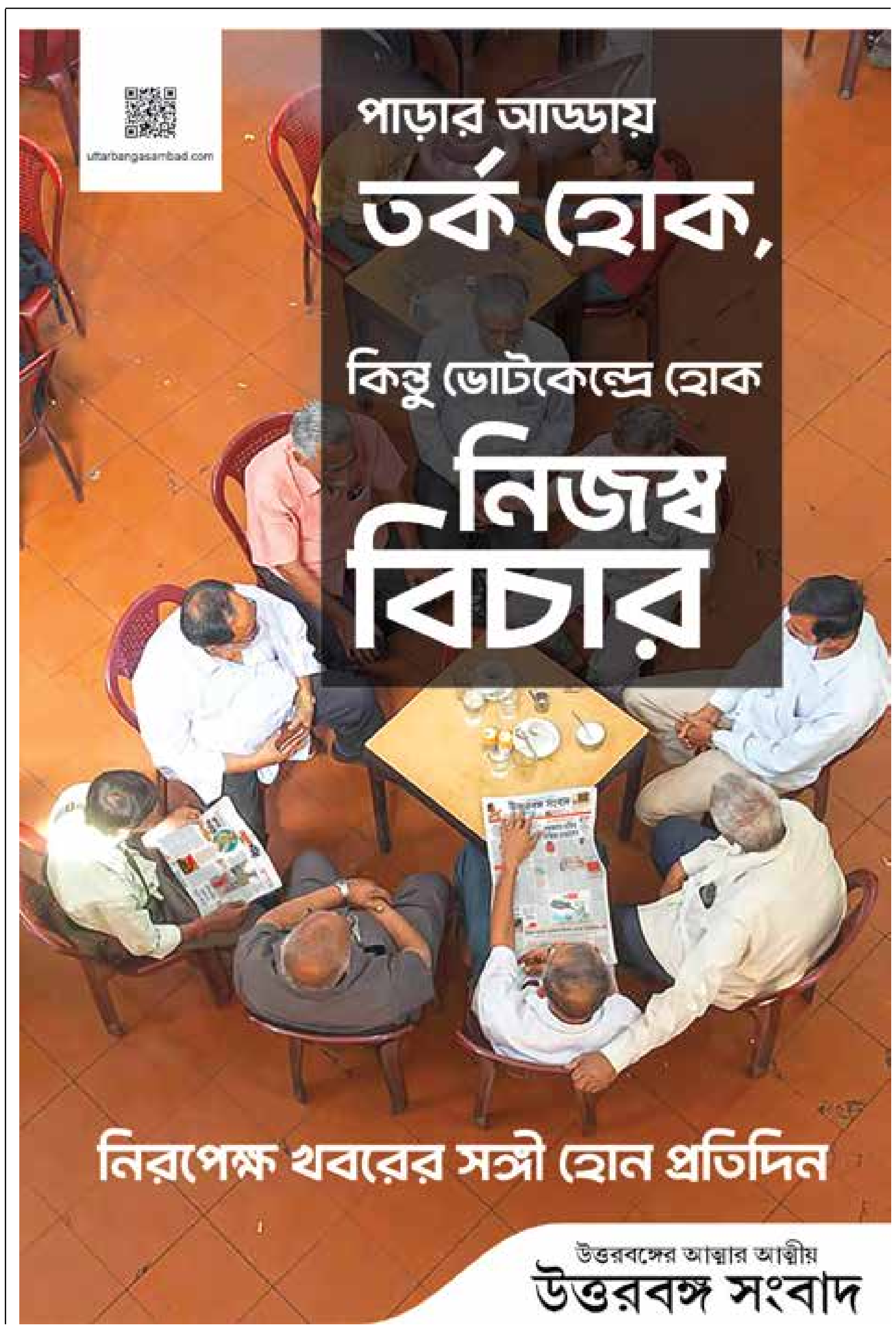

স্বপ্নার স্বপ্নে অন্তরায় কমিশনের এনওসি

ভোট উৎসব

পূর্ণেন্দু সরকার ও রামপ্রসাদ মোদক

জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল : নির্বাচন কমিশনের এনওসি শনিবার হাতে না পাওয়ায় নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারলেন না রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন। আগামী সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। স্বপ্নার ঘনিষ্ঠ মহল এনওসি পাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যা নেই বলে জোরগলায় দাবি করলেও জেলা নেতারা অনেকটাই চুপচাপ। এদিন সন্ধ্যায় বিতর্কের আগুনে ঘি পড়ে রাজগঞ্জের বিদায়ি বিধায়ক খগেশ্বর রায় তড়িঘড়ি মনোনয়নপত্রের ফর্ম তোলায়। দলের নির্দেশেই রাতের দিকে আইনজীবীর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাগজপত্র তৈরি করতে আসেন খগেশ্বর। তৃণমূলের একটি সূত্রে খবর, সোমবার স্বপ্নার এনওসি নির্বাচন কমিশন থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না এলে রাজগঞ্জে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন খগেশ্বর রায়। তারই প্রস্তুতি হিসাবে শনিবার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ একটি কথাও বলতে চাননি। দলের জেলা চেয়ারম্যান তথা বিদায়ি বিধায়কও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বিতর্ক আরও উসকে দিয়ে জলপাইগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী ও রাজগঞ্জে দলীয় কোঅর্ডিনেটর কৃষ্ণ দাসের মন্তব্য, 'তৃণমূলে যে দাঁড়াক সেই-ই জিতবে।'

তৃণমূলের শনিবারের মনোনয়নপত্র জমার তালিকায় স্বপ্নার নামও ছিল। তাঁর ঘনিষ্ঠ মুকুল বৈরাগ্য দাবি করেছেন, কমিশনের অনুমতি স্বপ্না অনলাইনে পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু হার্ডকপি এখনও হাতে পাননি। এদিকে দলেরই একাংশ জানিয়েছে, স্বপ্না জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলা শাসককেও চিঠি লিখেছেন

- নির্বাচন কমিশনের এনওসি শনিবার এসে পৌঁছায়নি স্বপ্নার কাছে
- সোমবার দুপুরের মধ্যে এনওসি না পেলে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন খগেশ্বর রায়
- স্বপ্নার প্রচার-সঙ্গীদের মধ্যেও বিভ্রান্তি

নির্বাচন কমিশনের এনওসি-র জন্য। যদিও প্রশাসনের কেউ তার সত্যতা জানাননি।

শনিবার জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সঙ্গেই মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার কথা স্বপ্নার। দুপুরে তাঁকে আইনজীবীর চেম্বার থেকে বেরোতে দেখা যায়। চোখমুখে উদ্বেগের ছাপ নিয়ে তখন কোনও কথাই তিনি বলতে চাননি। পরে তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি আর ফোন ধরেননি।

পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের এনওসি না আসায় শুক্রবার রাত এগারোটায় সিদ্ধান্ত হয় শনিবার মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যাবেন না স্বপ্না। সোমবার তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন। ই-মেলে স্বপ্না এনওসি পেয়ে গিয়েছেন। হার্ডকপি আশা করছি রবিবারের মধ্যে পেয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর নমিনেশন যে আইনজীবীরা তৈরি করেছিলেন তাঁরাই স্বপ্নার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি দেখভাল করছেন।'

গত কয়েকদিন ধরে স্বপ্নার প্রচারে ছায়াসঙ্গীর মতো রয়েছেন রাজগঞ্জ ব্লক আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি শেখ ওমর ফারুক। তিনি স্বীকার করেন, 'প্রার্থীকে নিয়ে লাগাতার কয়েকদিন প্রচার এবং মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়ার পর মনোনয়ন পর্ব নিয়ে এই আশঙ্কার খবরে চাপা টেনশন হচ্ছে।' রাজগঞ্জ বিধানসভার প্রচারের জয়েন্ট কনভেনার বিধান রায় বলেন, 'প্রচারের সাংগঠনিক বিষয়টি আমি দেখছি। তবে বাইরে যে গুজব উঠেছে সে ব্যাপারে আমাদের কোনও চিন্তা নেই। কারণ আমরা নিশ্চিত স্বপ্না রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হচ্ছেন।'

দলের এক জেলা নেতা জানিয়েছেন, স্বপ্নার সমস্ত কাগজ রেডি হয়ে আছে। কমিশনের এনওসি যদি তার মধ্যে আসে তবে স্বপ্নাই প্রার্থী হবেন রাজগঞ্জে। আর তা না এলে বিকল্প হিসাবে খগেশ্বর রায়ের মনোনয়নপত্র জমার কাগজপত্রও প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। শনিবার রাত পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে খগেশ্বর আইনজীবীর চেম্বারে হাজির থেকে সেই সমস্ত নথি তৈরি করেছেন।

সবদলের প্রতিশ্রুতিতে সন্দিহান

ভোটের আগে কলেজ ফের চর্চায়

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৪ এপ্রিল : ভোট আসে, ভোট যায়, কিন্তু প্রতিশ্রুতি আর শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় না।

প্রতিটি ভোটের আগে উন্নয়নের কথা বলা হলেও খড়িবাড়ি ব্লকে এখনও একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ তৈরি হয়নি। কলেজ না থাকায় সাধারণ মানুষ ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানানো হলেও কোনও বাস্তব পদক্ষেপ করা হয়নি। ফলে স্থানীয় পড়ুয়ারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেকেই সময় ও অর্থ খরচ করে দূরের কলেজে পড়তে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

খড়িবাড়ি ব্লকে ৭টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। প্রতি বছর এই স্কুলগুলি থেকে প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী পাশ করে। এছাড়াও ব্লকের বাইরে ও ইংরেজিমাধ্যম স্কুল থেকেও অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। সব মিলিয়ে বছরে প্রায় ১০০০ শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে। কিন্তু এরপর সবাইকে ব্লকের বাইরে কলেজে ভর্তি হতে হয়। এতে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। বাসে করে যাতায়াত করাও কষ্টকর হয়ে ওঠে। বর্তমানে প্রায় ৪০০০ পড়ুয়া বাইরে পড়াশোনা করছে।

নকশালবাড়ি কলেজের ছাত্রী দিয়া মাজি বলেন, 'বাসে করে কলেজ যেতে খুবই সমস্যা হয়। ঠিক সময়ে বাস না পেলে ক্লাস মিস হয়। এছাড়া দুর্ঘটনা বা রাজনৈতিক কারণে হঠাৎ পথ অবরোধ হলে ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হয়।' একই কলেজের ছাত্রী প্রতিমা সিংহের বক্তব্য, 'খড়িবাড়িতে কলেজ না থাকায় বাধ্য হয়ে দূরের কলেজে পড়ুয়াদের যেতে হয়।

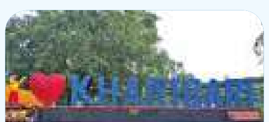

■ খড়িবাড়িতে কলেজ না থাকায় পড়ুয়াদের ভোগান্তি ক্রমেই বাড়ছে

■ রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ গড়ে ওঠেনি

■ জিতলে কলেজ গড়ে দেওয়া হবে বলে এবারে বিভিন্ন দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তবে সন্দিহান খড়িবাড়ি

বিশেষ করে পরীক্ষার সময় খুব ভয়ে থাকি। বাস মিস হলে, কিংবা পথ অবরোধের মতো ঘটনা ঘটলে কী হবে তা ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকি। বহু ক্ষেত্রে পথ অবরোধের জন্য বাড়িতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। তখন অভিভাবকদের খুবই চিন্তা হয়। খড়িবাড়িতে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজ খুবই জরুরি।' শিক্ষা উন্নয়নের স্বার্থে খড়িবাড়িতে একটি কলেজ অত্যন্ত জরুরি বলে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুভাষ রায় জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'অনেক গরিব পড়ুয়া দূরে পড়তে যেতে পারে না। ফলে তারা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে।' সমস্যার বিষয়ে রাজনৈতিক মহলও সরব হয়েছে। এসএফআইয়ের খড়িবাড়ি ব্লক সম্পাদক দেবা দাস বললেন, 'খড়িবাড়িতে ৭টি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা হয়। এখন এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ অত্যন্ত জরুরি। এই দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলছে।'

তবে এবারও রাজনৈতিক মহলের তরফে আশ্বাস দেওয়া শুরু হয়েছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লক সভাপতি রাহুল সিনহার আশ্বাস, 'তৃণমূল এবারে এখানে জিতলে একটি কলেজ হবেই।' জমির অভাবে কলেজ তৈরি সম্ভব হয়নি বলে তৃণমূলের কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষ জানান। তাঁরা জিতলে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। বিজেপি নেতা কল্যাণ প্রসাদেরও প্রতিশ্রুতি, 'বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে খড়িবাড়িতে একটি পূর্ণাঙ্গ কলেজ তৈরি করা হবে।'

এবারও সমস্ত প্রতিশ্রুতি স্রেফ প্রতিশ্রুতি হয়েই থেকে যাবে না তো? প্রশ্ন খড়িবাড়ির।

পদ্মে দ্বন্দ্ব, কালঘাম ঘাসফুলের

নির্বাচনি প্রচারে ফাঁসিদেওয়ায় অগোছালো দুই শিবিরই

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : নমিনেশন পর্ব মিটলেও এখনও যেন ঘর গুছিয়ে উঠতে পারছেন না ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু। দলের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতারা দুর্গাকে নিয়ে চা বাগান থেকে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ঘুরছেন ঠিকই, তবে দলের স্থানীয় নেতাদের একাংশকে তাঁর হয়ে প্রচারে নামাতে কালঘাম ছুটছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্বের। সূত্রের খবর, এসব নেতাদের সঙ্গে সখ্য তৈরি করতে গিয়ে প্রচারে পিছিয়ে পড়ছেন ফাঁসিদেওয়ার পদ্ম প্রার্থী। ২৩ তারিখ ভোট। তার আগে প্রচারের জন্য হাতে মাত্র আর কয়েকদিন সময় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দুর্গা কতটা জনসংযোগ বাড়াতে পারবেন সেই প্রশ্ন উঠছে।

যদিও দুর্গার বলছেন, 'দলের সব ধরনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছি। তার ফাঁকে প্রচারও হচ্ছে।' তাঁর দাবি, প্রার্থী ঘোষণার আগে থেকেই নেতা, কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগের কাজ করে যাচ্ছিলেন। ফলে প্রচার অনেকটা সহজ হচ্ছে। কিন্তু দুর্গার এই দাবির সঙ্গে দলের একাংশ একমত নয়। দলের অন্দরেই বছরভর দুর্গার দেখা না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তবে দুর্গা ঘনিষ্ঠদের অভিযোগ, দুর্গা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বলে পরিচিত। সে কারণে তাঁকে দলীয় নানা কর্মসূচিতে সেভাবে ডাকা হয়নি। এর ফলে দলের বেশিরভাগ নেতাদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হওয়াটা খুব বিস্ময়কর নয়। এমনকি তাঁর টিকিট পাওয়া নিয়েও দলের অন্দরে প্রশ্ন ছিল। তবে দুর্গাকে দল টিকিট দেওয়ায় ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীকে নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে প্রার্থীকে। সেকারণেই খাপ খাওয়াতে সময় লাগছে।

শনিবার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় অবজার্ভার প্রদীপ ভাণ্ডারি সহ আরও অনেকে দুর্গার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা এদিন প্রার্থীকে বিধাননগরের কয়েকটি বাগানে নিয়ে গিয়ে দলীয় কমিটির সঙ্গে বৈঠক করিয়েছেন। গত শুক্রবার খড়িবাড়ি, বাতাসি এবং দিনকয়েক আগে পানিট্যাঙ্কি, ঘোষপুকুর এবং ফাঁসিদেওয়ার কয়েকটি মণ্ডল কমিটি, শক্তিকেন্দ্র স্তরের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, অনেক বৈঠকে দুর্গাকে নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মুখের উপর নেতাদের অনেকে বিধায়ক হিসাবে তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপি প্রার্থী দুর্গা মুর্মু। ফাঁসিদেওয়ায়।

তবে শুধু দুর্গা নয়, প্রচারে কালঘাম ছোটাতে হচ্ছে ফাঁসিদেওয়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রিনা টোপ্পো এক্কাকেও। তিনি ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। দল তাঁকে প্রার্থী করলেও, বিধানসভা এলাকার সবটা তাঁর নখদর্পণে নেই। তাছাড়া ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় রিনার সেভাবে পরিচিতি নেই বললেই চলে। তাছাড়া রিনা দলের হেভিওয়েট কোনও নেত্রীও ছিলেন না। ফলে তাঁর পরিচিতিও এলাকাতে কম, এটা দলের একাংশ নেতাও স্বীকার করে নিয়েছেন।

যদিও রিনা বলছেন, 'দলের হয়ে সবাই কাজে নেমেছেন। সব এলাকায় তো সবার পরিচিতি থাকে না। তবে অনেকের সঙ্গে নতুন করে পরিচিতি বাড়ছে। সমস্যাও জানতে পারছি।'

বাসে চেপে বিপাকে পরিযায়ী শ্রমিকরা

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : বেঙ্গালুরু থেকে অসমে যাওয়ার জন্য টিকিট কেটে বাসে উঠেছিলেন। সব ঠিকই চলছিল। শনিবার ওই বাস শিলিগুড়ি জংশনে এসে পৌঁছাতেই বাধল বিপত্তি। জংশনে এসে ওই ৬১ জন পরিযায়ী শ্রমিককে নামিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন জংশনে সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে প্রধাননগর থানার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বেঙ্গালুরু থেকে অসমে যাওয়ার জন্য কাটা টিকিট দেখিয়ে এনামুল হক বলেন, 'আমরা একটি এজেন্সির মাধ্যমে কেউ অনলাইনে, কেউ এজেন্সির কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কেটেছিলাম। এসি বাসের কথা বলে কারও কাছ থেকে ছ'হাজার আবার কারও থেকে সাত হাজার টাকা নেওয়া হয়েছিল। যদিও বাসে ওঠার সময় দেখি এসির ব্যবস্থা নেই। এদিকে, শিলিগুড়িতে এসে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় আমাদের।' একই অভিযোগ করেন আর এক পরিযায়ী শ্রমিক বিবেক দাস।

এদিকে, পুলিশ পৌঁছে বাস এজেন্সির সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও বিফল হয়। এরপর বাস মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রত্যেক যাত্রীকে অসম যাওয়ার জন্য ৭০০ করে টাকা দিতে রাজি হন। এরপর পুলিশের তরফে পৃথক দুটি বাস ভাড়া করে ওই ৬১ জন পরিযায়ী শ্রমিককে অসমে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রতারণার লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'ওই যাত্রীরা আগামী ৯ তারিখের ভোটের জন্য আসছিলেন। বাস মালিকের সঙ্গে কথা বলে অসম যাওয়ার জন্য যাত্রী পিছু ৭০০ টাকার ব্যবস্থা করা হয়।'

অস্তগামী সূর্য।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

স্নান করতে গিয়ে নদীতে ডুবে মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ৪ এপ্রিল : বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে নেমে বুড়ি বালাসনে তলিয়ে মৃত্যু হল এক নাবালকের। মৃত ড্যানিয়েল বেক (৯) স্থানীয় শালডাঙ্গি এলাকার বাসিন্দা। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দানাগছ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এদিন স্থানীয় বেশকিছু ছেলে নদীতে স্নান করতে নামে বলে জানা গিয়েছে। ড্যানিয়েল হঠাৎ নদীর জলে তলিয়ে যেতে থাকলে বাকি বন্ধুরা চিৎকার শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর অচৈতন্য অবস্থায় ওই নাবালককে উদ্ধার করা হয়। তৎক্ষণাৎ ঘোষপুকুরের একটি মিশনারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বাগডোগরা এবং ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

স্থানীয় খগেন রায় বলেন, 'স্থানীয়রাই ওই নাবালককে উদ্ধার করেছিলেন।' পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। পাশাপাশি, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মাঠ ভরাতে নজরে শহরের বাইরের কর্মীরা

শিলিগুড়িতে অভিষেকের সভা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে আগামী ৬ এপ্রিল সভা করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই সভায় মাঠ ভরাতে শিলিগুড়ি মহকুমা এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ওপর ভরসা করতে হচ্ছে শহরের নেতৃত্বকে। সেই লক্ষ্যে এইসব এলাকার প্রার্থীদের মঞ্চে তুলে কর্মী-সমর্থকদের সভাস্থলে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যা নিয়ে ওই বিধানসভা এলাকার নেতৃত্বের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। একটি বিধানসভার নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তারা আলাদা করে অভিষেকের সভা করবে। তাই তারা শিলিগুড়ির সভায় আসছে না। তবে সেই বিধানসভা থেকেও কয়েকটি গাড়িতে করে কর্মী-সমর্থকদের সোমবারের সভায় পাঠাতে বলা হয়েছে বলে বলে খবর।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য বলছেন, 'মূলত শিলিগুড়ি বিধানসভা নিয়েই জনসভা। তবে, বাকি তিনটি বিধানসভা থেকেও উৎসাহী নেতা-কর্মীরা আসতেই পারেন। কেননা অভিষেক আমাদের সর্বভারতীয় নেতা। ওঁর বক্তব্য শোনার জন্য সবারই আগ্রহ রয়েছে।'

গৌতমের সমর্থনে সোমবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে জনসভা করবেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩টি ওয়ার্ড নিয়ে তৈরি এই বিধানসভার লোকজনকে নিয়েই সভাস্থল ভরানোর কথা। কিন্তু মনোনয়নপত্র পেশের শোভাযাত্রা দেখার পরে শুধু শিলিগুড়ি বিধানসভার কর্মীদের নিয়ে অভিষেকের সভাস্থল ভরানো নিয়ে সংশয়ে রয়েছে নেতৃত্ব। দলের জেলা স্তরের এক নেতার কথায়, 'গৌতম দেবের মনোনয়নপত্র পেশের শোভাযাত্রায় শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন শাখা থেকে লোকজন না নিয়ে এলে এবং সংযোজিত এলাকার নেতা-নেত্রীরা অংশ না নিলে বিপদ হয়ে যেত। কেননা, সেদিন শহরের অংশগ্রহণ সেভাবে ছিল না। এই পরিস্থিতিতে শুধু শিলিগুড়ি নিয়ে অভিষেকের

অভিষেকের সভার প্রস্তুতি।

সভাস্থল ভরানো কার্যত অসম্ভব।'

ওই নেতা আরও জানান, সেইজন্য দলের জেলা নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রার্থীকেও সোমবারের সভামঞ্চে নিয়ে আসা হবে। ফলে, ওই বিধানসভাগুলি থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা আসবেন। অন্তত ৭-৮ হাজার লোক হলে মাঠ ভরে যাবে।

কিন্তু এরই মধ্যে একাধিক বিধানসভার নেতৃত্ব বেঁকে বসেছে বলে খবর। তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেককে নিয়ে আগামীতে তারা সভা করবে। কাজেই তারা শিলিগুড়ির সভায় আসবে না। এই পরিস্থিতিতে ফের সভাস্থল ভরাতে ভরসা হয়ে উঠছে সেই শ্রমিকরাই। নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি), জংশন, শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার সহ বিভিন্ন বাজারের শ্রমিকদের সভায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভামঞ্চে প্রার্থীরা ছাড়াও শিলিগুড়ি বিধানসভার অধীনে দলের দখলে থাকা ২৩টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, জেলা নেতৃত্ব থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

সুজালিও তৃণমূল প্রার্থীর পক্ষে

বিরোধীরা দুর্বল, স্বস্তিতে হামিদুল

অরুণ ঝা

চোপড়া, ৪ এপ্রিল : ভোট ঘোষণার আগে 'হামিদুল হটাও, চোপড়া বাঁচাও' স্লোগান তুলেছিল বিরোধীরা। এমনকি এবারের ভোটে চোপড়ার বিদায়ি বিধায়ক হামিদুল রহমান প্রার্থী হলে তাঁকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার হুংকারও এসেছিল বিরোধী শিবির থেকে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস ফের হামিদুলকে প্রার্থী করতেই চোপড়ায় উলটো ছবি উঠে আসছে।

বিরোধীদের ঘর ভেঙে তৃণমূলে যোগদান যেমন চলছে, তেমনই কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলের 'কাঁটা' সরিয়ে ইসলামপুর লবির সমস্ত শর্ত মেনে ঘর গুছিয়ে নিচ্ছেন হামিদুল। এদিকে যে বিরোধীদের কাছ থেকে হুংকার এসেছিল, তাদের 'অগোছাল' অবস্থা ঘাসফুল শিবিরকে অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে। যদিও সদ্য তৃণমূল ছেড়ে হাত শিবিরে যোগ দেওয়া চোপড়ার কংগ্রেস প্রার্থী জাকির আবেদিনের হুঁশিয়ারি, 'কংগ্রেসের সংগঠনে ফাটল নেই। ফলাফলের দিন হামিদুল টের পেয়ে যাবেন।'

সিপিএম প্রার্থী মকলেশ্বর রহমানের যুক্তি, 'যারা দল ছেড়ে গিয়েছে, তাদের এলাকায় কোনও প্রভাব নেই। মাঠে জোর লড়াই হবে।' অন্যদিকে, বিজেপি নেতৃত্ব হামিদুলের 'সন্ত্রাস' ও নির্বাচন কমিশনের উদাসীন ভূমিকাকে দায়ী করছে। যদিও হামিদুল বিরোধীদের খিল্লি উড়িয়ে বলছেন, 'ওরা ভোট এলেই এইসব গল্প ফাঁদে। আসলে চোপড়ার মানুষ উন্নয়নের সঙ্গে রয়েছে।'

একাধিক বিষয় নিয়ে চোপড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু বিরোধীদের দুর্বল সংগঠন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যর্থতা ঘাসফুল শিবিরকে 'প্যাঁচে' ফেলতে হিমসিম খাচ্ছে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।

গত প্রায় দুই বছর ধরে সুজালি অঞ্চল হামিদুলের জন্য 'গলার কাঁটা' হয়ে উঠেছিল। যার জেরে গোবিন্দপুর অঞ্চলেও প্রভাব কমে আসছিল তাঁর। ইসলামপুর ব্লকের এই দুটি অঞ্চল চোপড়া বিধানসভার মধ্যে পড়ে। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে সুজালির এক সময়ের অঞ্চলের একাধিক নেতার বিরোধী শিবিরের সঙ্গে গোপন বৈঠকের ছবি সহ নথি শীর্ষ নেতৃত্বকে দেওয়া হয়েছে। তারপরেই সুজালি জটিলতা কেটেছে।

নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর চোপড়াজুড়ে হামিদুল যতটা 'চালিয়ে খেলছেন' সে তুলনায় বিরোধীদের দেখা যায়নি। যদিও বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি

মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে হামিদুল রহমান। -ফাইল চিত্র

'ত্রাস' বলে পরিচিত প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি আবদুল হক এবং তাঁর স্ত্রী নুরি বেগমকে দল থেকে বহিষ্কার করে তৃণমূল। যদিও এখনও পর্যন্ত নুরি সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রয়েছেন। নুরিকে প্রধান পদ থেকে সরানো নিয়ে অনেক জলঘোলা হলেও, সেসময় হামিদুল আবদুল ও নুরির হয়ে সওয়াল করেছেন। এই পরিস্থিতিতে হামিদুলের নাম ফের প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা হতেই সুজালি অঞ্চল কমিটি বেঁকে বসেছিল। কমিটির সদস্যদের শর্ত ছিল, হামিদুল-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আবদুল যেন প্রচারে সক্রিয় না হন। এর পরেই আবদুলের সঙ্গে হামিদুল দূরত্ব তৈরি করেছেন। হামিদুল নিজেই জানিয়েছেন, সুজালি সুরজিৎ সেনের অভিযোগ, 'এখন থেকেই তৃণমূল নেতারা ধোলাই করার হুমকি দিচ্ছেন বিরোধীদের। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা কারও অজানা নয়। ফলে সন্ত্রাসের রাজনীতি চোপড়ায় হামিদুলের ভরসা।' নির্বাচন কমিশন এত কড়া অবস্থান নিয়েছে তারপরেও আপনারা সাংগঠনিকভাবে পিছিয়ে কেন প্রশ্নে সুরজিতের সংযোজন, 'চোপড়া নিয়ে কমিশনকে নতুন করে ভাবতে হবে।'

যদিও সমস্ত অভিযোগের প্রশ্নে হামিদুল বলছেন, 'বিরোধীরা প্রতিবার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে আমার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলে। কিন্তু মানুষ ওদের বিশ্বাস করে না।'

মোথাবাড়ি নিয়ে মোদির কথা জানতে আগ্রহ

কোচবিহার, ৪ এপ্রিল : কোচবিহারের কুলদেবতা মদনমোহনের প্রতিকৃতি ও লোকবাদ্যযন্ত্র সারিন্দা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বরণ করে নেবে বিজেপির নেতৃত্ব। আর কয়েক ঘণ্টা পরই কোচবিহারের মাটি ছোঁবে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। নিরাপত্তা সামলাতে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির রাতের ঘুম উড়েছে, জনসভা পরিচালনার জন্য ব্যতিব্যস্ত বিজেপি নেতৃত্বও। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শনিবারই কোচবিহারে পৌঁছেছেন। তাঁর কথায়, 'এখানে আমাদের জেতার লড়াই নয়, জয়ের মার্জিনের পরিমাণ বাড়ানোর লড়াই।'

বিজেপি সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী বেলা তিনটে নাগাদ রাসমেলা মাঠে জনসভার মঞ্চে আসবেন। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা নিয়ে জনসভাটি হবে। ফলে দুই জেলার নেতারাই উপস্থিত থাকবেন।

মোদি তাঁর ভাষণে কী বলবেন, স্বাভাবিকভাবেই সেদিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের। কোচবিহারের প্রার্থী এবং বিশেষ করে বংশীবদন বর্মনকে দুটি আসন ছাড়াকে কেন্দ্র করে দলের অন্দরে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার নেতা নগেন রায়ের আবার তৃণমূল-ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। যদিও তিনি মোদির সভায় থাকবেন বলে জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজবংশী ভোটব্যাংক বিজেপির দিকে রাখতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ কোনও বার্তা দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এসআইআর ইস্যু নিয়ে রাজ্যজুড়েই অশান্তি চলছে। মালদার কালিয়াচকে বিচারকদের আটকে বিক্ষোভের ঘটনা ও পরবর্তীতে এনআইএ তদন্ত নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। সেই ঘটনার প্রসঙ্গও মোদির মুখে উঠে আসবে বলেই মনে করছেন অনেকে। মালদার ঘটনার প্রসঙ্গে শনিবার সন্ধ্যায় বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মালদার ঘটনা তৃণমূলের পরিকল্পিত। যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে আবার মুখ্যমন্ত্রীর সভামঞ্চেও দেখা গিয়েছে।' এসআইআর প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের কাছে দাবি জানাব, আপনি কলকাতায় এসে অফিস বানিয়ে বসুন।'

প্রচারের ফাঁকে পরীক্ষার ডিউটিতে শংকর

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : ভোট প্রচারের ফাঁকে শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষকে পরীক্ষার ডিউটিতে দেখা গেল। শংকর শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ হাইস্কুলের শিক্ষক। এই স্কুলে বর্তমানে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ইউনিট টেস্ট হচ্ছে। শংকর শনিবার এই পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন। টিআইসি মহিতোষ দাসের বক্তব্য, 'শংকর ঘোষ আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষক। তিনি নিয়ম মেনেই পরীক্ষার ডিউটি করেছেন। স্কুল ক্যাম্পাসে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি কিংবা ভিড় করেননি।'

শংকরের বক্তব্য, 'ভোট প্রচারের ফাঁকে সময় বের করে স্কুলের ডিউটি করেছি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগই নেই।' তাঁর দাবি, 'তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষা ব্যবস্থাকে লাটে তুলে দিয়েছে। তৃণমূলের প্রচুর শিক্ষক নেতাকে ক্লাস না নিয়ে দলীয় নেতাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।' প্রত্যুত্তরে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের নেতা সুপ্রকাশ রায়ের বক্তব্য, 'তৃণমূলের শিক্ষক নেতাদের কাছে স্কুলের গুরুত্ব বেশি। তাঁরা ক্লাস ফাঁকি দেন না।' অন্যদিকে, এদিন শংকরের হাত ধরে ডিওয়াইএফআইয়ের শিলিগুড়ির এক নেতা বিজেপিতে যোগ দেন।

দোষীর গ্রেপ্তার দাবি, দেহ রেখে বিক্ষোভ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : বন্ধুর হাতে ছুরিকাহত হয়ে তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত রাজেশ সাহানিকে গ্রেপ্তারির দাবিতে শনিবার দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় টিকিয়াপাড়ায়। মৃত সুরজ সাহানির দেহ এলাকায় আসতেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃতদেহ রাস্তায় রেখে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে ভেনাস মোড় থেকে এনটিএস মোড়ের সংযোগকারী রাস্তা অবরোধ করা হয়। পরে কয়েকজন তরুণ ওই দেহ ভেনাস মোড়ে নিয়ে আসায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়।

পুলিশি হস্তক্ষেপে দেহ শ্মশানের দিকে যাওয়ার পরও উত্তেজনা কমেনি। স্থানীয়রা ভেনাস মোড়ে পৌঁছানোর পর আরেক দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। সেসময়ে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারী পম্পা রায় বলেন, 'রবিবার সকাল পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করলে থানা ঘেরাও করা হবে।' পুলিশের অনুমান, অভিযুক্ত উত্তরবঙ্গেরই কোনও জেলায় পালিয়ে গিয়েছে।

মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার বলছেন, 'আমরা অভিযুক্তকে দ্রুত পাকড়াও করার চেষ্টা করছি।'

মৃতের দিদি মমতা সাহানির কথায়, 'রামনবমীর দিন রাজেশ ও আমার ভাই একসঙ্গেই ছিল। টিকিয়াপাড়া মোড় থেকে ভেনাস মোড়ে ওঠার মুখে রাজেশ গাড়ি আটকাচ্ছিল। ভাই প্রতিবাদ করে। এরপরেই রাজেশ আমার ভাইয়ের গলা টিপে ধরে। প্রতিবেশীরা দুইজনের ঝামেলা মিটিয়ে দেয়। এরপর সবাই ফ্লাইওভার দিয়ে ভেনাস মোড় যাওয়ার সময় আমার মেয়ের সামনেই রাজেশ সুরজের শরীরে দুইবার ছুরি ঢুকিয়ে দেয়।'

টিকিয়াপাড়ায় পথ অবরোধ। শনিবার।

সুরজের দিদির অভিযোগ, 'রাজেশের পরিবারের সদস্যরা ভাইকে হিলকার্ট রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। যদিও ওঁরা চিকিৎসার পুরো টাকা দেননি। ভাইকে উন্নত চিকিৎকার জন্য অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার কথা বলা হলেও ওঁরা করেননি। শুক্রবার সকালে ভাই মারা গেলেও ওঁরা হঠাৎ বাড়ি বন্ধ করে উধাও হয়ে যান। এরপরেই ওই নার্সিংহোমে গিয়ে দেখি, ভাই আর নেই।' এদিন স্থানীয়দের তরফে অভিযুক্তের বাড়িতে তালার ওপর আরেকটি তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এদিন মেডিকেল থেকে দেহ এলাকায় নিয়ে যাওয়ার সময় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পরিবারের লোক ছাড়া স্থানীয়দের ঢুকতে বাধা দিলে উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন স্থানীয়রা। পুলিশের বাধা এড়িয়ে স্থানীয়রা দেহ নিয়ে ভেতরে যান। দেহ নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় টিকিয়াপাড়া মোড় সংলগ্ন উড়ালপুলের মুখে বসে পড়েন। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে পার্বতী সাহানি বলেন, 'সুরজ ছাড়া ওই পরিবারে সংসার চালানোর মতো কেউ নেই। কোনও দল সাহায্য করল না।' অবরোধ চলাকালীন স্থানীয় কাউন্সিলার সম্পৃতা দাস এলাকায় উপস্থিত হন। তিনি বলেছেন, 'দোষীর কড়া শাস্তি চাই।'

শিশু কিশোর আসর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৫ এপ্রিল ২০২৬ 9

মুরগির ছানারা ডিম ফুটে বেরিয়েই চোখ খোলা রেখে মায়ের সঙ্গে হেঁটেচলে বেড়াতে পারে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা — লেখালেখি

এই বিষয় নিয়ে দশ লাইন তোমার ভাবনা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে স্কুলের নাম, ক্লাস, ঠিকানা আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার ভাবনা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

আমাদের লেখালেখি

বসন্তের ডাক

হঠাৎ একদিন হলুদ রোদ
জানালায় এসে ডাকে —
বলল হেসে, "আমি বসন্ত,
খুলে দাও জানালাটাকে।"
শিমুলের আগুনরাঙা হাসি,
পলাশের লাল অভিমান,
কচি পাতায় সবুজ চিঠি
লিখে যায় নতুন গান।
আমি বলি, "এসো না তবে,
বসে আছি তোমার আশায়,"
বসন্ত হেসে উত্তর দেয়—
"আমি আসি সময়ের ভাষায়।
অল্প সময় থাকি আমি,
কোকিলের গানের সুরে,
ছুঁয়ে যাই নীরব হৃদয়
রঙের মায়ার নূপুরে।"
সে বলে, "বসন্ত মানে
শুধু তো নয় আনন্দ,
বসন্ত মানে বদলে যাওয়া,
নতুন জীবনের ছন্দ।
ঝরে পড়া শুকনো পাতায়
লুকিয়ে থাকে সেই সুর,
শুরুর ভেতর মিষ্টি গান
জীবন তো সুমধুর।

- সুপ্রদীপ গুহ, *নবম শ্রেণি*
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

ঠাকুরবাড়ি ঘুরে দেখা

সবাই জানে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান। শুনলাম এবার বড়দিনের ছুটিতে আমরা কলকাতায় যাব আর আমার পছন্দের জায়গা দেখব। কলকাতা বেড়াতে গিয়ে তৃতীয় দিন গেলাম জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি দেখতে। টিকিট কেটে গেট দিয়ে ঢুকতে প্রথমেই চোখের সামনে দেখতে পেলাম বিশাল লাল রঙের বাড়ি। জুতো খুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমে যে ঘরে গেলাম সেখানে সাজানো রাশি রাশি বই, কবিগুরুর হাতে আঁকা ছবি, তাঁর ব্যবহৃত লাঠি, কলম, তুলি, এমনকি রঙের বাক্স পর্যন্ত।

তারপর দেখলাম ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘর। সে এক আশ্চর্য ঘর। এরকম উনুন আমি এই প্রথম দেখলাম। কাঠে এবং কয়লায় নাকি এইসব উনুনে রান্না হত। দেখলাম খাবার টেবিল-চেয়ার। একটি ঘরে গিয়ে জানতে পারলাম, সেটি নাকি রবীন্দ্রনাথের 'আঁতুড়'। আঁতুড় কথাটা আমি এই প্রথম শুনলাম। পরে মা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন সেটার মানে। এরপর একে একে আরও দু'একটি ঘর যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখতে বসতেন। তাঁর শোবার ঘর, তাঁর আলমারি, যেখানে এখনও যত্নে টাঙানো রয়েছে তাঁর কিছু পোশাক।

দেখলাম একটা সুবিশাল আয়না। এই আয়নায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখ দেখতেন। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ওই আয়নায় দেখে আনন্দ পেলাম। এরপর আমাদের যে ঘরটিতে নিয়ে যাওয়া হল সেই ঘরেই কবিগুরু শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একটা অদ্ভুত গাম্ভীর্য ছিল ওই ঘরটার বাতাসে। আমি সেটা ঠিক ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

জানি না, এত বছর পরেও কি আছে ওই ঘরে যা এতটা স্পর্শ করল আমাদের! এরপরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে ঘরগুলিতে, সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে সম্পর্ক কতটা গভীর ছিল তার প্রমাণ বহন করে। জাপান, চিন, রাশিয়া, লন্ডন, ভিয়েতনামের গুণী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ছবি, তাঁদের দেশ থেকে পাওয়া উপহার ইত্যাদি সাজানো। এভাবে যে কতটা সময় কেটে গেল বুঝতেই পারিনি।

- সৃজনী চৌধুরী
ষষ্ঠ শ্রেণি, অমরজ্যোতি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

নববর্ষের প্রস্তুতি

বাংলা নববর্ষ আমাদের কাছে খুব আনন্দের একটি উৎসব। যদিও ইংরেজি নববর্ষের কাছে এটি অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে। তবুও বাঙালিদের কাছে নববর্ষ একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই দিন থেকেই নতুন একটি বছরের সূচনা হয়। তাই এই উৎসবকে সুন্দরভাবে পালন করবার জন্য আমরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিই।

নববর্ষের আগে থেকেই আমরা ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখি। নববর্ষের দিন পরার জন্য আগে থেকেই নতুন জামাকাপড় কিনে রাখি। আমাদের প্রথা অনুযায়ী নববর্ষের আগের দিন আমরা সদর দরজায় পেঁয়াজ, রসুন ও ময়না কাঁটা বেঁধে রাখি। নববর্ষের দিন সকালে নিমপাতা ভাজা, শাকভাজা, চিঁড়ে, ছোলা, ছাতু খাবার জন্য আগে থেকেই আমরা কিনে রাখি। সবাই খুব খুশি হয় এবং বাড়িতে উৎসবের আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হয়। পরিবারের সবাই মিলেমিশে কাজ করি, এতে আরও বেশি ভালো লাগে। নববর্ষের দিন আমরা বান্ধবীরা মিলে সারাদিন কী কী করব তার একটা তালিকা তৈরি করি। এভাবে আমরা আনন্দের সঙ্গে বাংলা নববর্ষকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হই।

- ডিপসা রায়, *অষ্টম শ্রেণি*
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

ঘ্যাঁঘো দিদি

অমিতাভ সাহা

(১)

পুকুরপাড়ের সেই বাঁশ বাগানটাকে গ্রামের সবাই এড়িয়ে চলে। জায়গাটা এমনিতেই থমথমে, তার ওপর সেখানে সারাদিন বাঁশ গাছগুলো একে অপরের গায়ে ঘষা খেয়ে এক অদ্ভুত শব্দ করে। গ্রামের বুড়োরা বলে, ওই বাগানে এককালে এক জাঁদরেল বুড়ি ছিল, মারা যাওয়ার পর 'হাঁচি-পেত্নী' হয়ে ওখানেই আস্তানা গেড়েছে। তার হাঁচির চোটে নাকি কালবৈশাখী ঝড় থেমে যায়।

বলাই আর পটলা অবশ্য এসব পাত্তা দেয় না। তারা গ্রামের ডানপিটে দল। সেদিন বিকেলে তাদের নতুন টেনিস বলটা যখন পটলার এক জোরালো শটে সোজা বাঁশ বাগানের গহিনে চলে গেল, তখন বল উদ্ধার ছাড়া আর কোনও গতি ছিল না। বাগানের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝরা বাঁশপাতার ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে 'মড়মড়' শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ তারা দেখল একটা বিশালাকার বাঁশ ধনুকের মতো নুয়ে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। আর সেই বাঁশের সরু ডগায় বসে পা দোলাচ্ছে এক অদ্ভুত মূর্তি। তার পরনে একটা ধবধবে সাদা শাড়ি, কিন্তু চেহারাটা দেখা যাচ্ছে না কারণ তার এক মাথা লম্বা চুল সামনের দিকে ঝুলে আছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল, তার পায়ের পাতা দুটো পেছনের দিকে ঘোরানো। পটলার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। বলাই পালানোর চেষ্টা করার আগেই এক বিকট শব্দ হলো 'ঘ্যাঁ-ঘোঁওওও!'

পুরো বাগান যেন কেঁপে উঠল। গাছের ডাল থেকে দু-চারটে শুকনো ডাল মটমট করে ভেঙে পড়ল। সেই মূর্তিটি তখন হাত দিয়ে চুল সরিয়ে মুখটা বের করল। দেখা গেল এক খিনখিনে চেহারার মহিলা, যার চোখ দুটো বেশ বড় বড় আর উজ্জ্বল। খিলখিল করে হেসে বলল, 'ভয় পাস না রে ছোঁড়া! আমি ঘ্যাঁঘো। তোদের বলটা ওই যে নর্দমার গর্তে পড়েছে, যা নিয়ে আয়।'

বলাই সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'আপনি কি সত্যি পেত্নী? আমাদের ঘাড় মটকে দেবেন না তো?'

ঘ্যাঁঘো আকাশ পানে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোদের এই এক দোষ! পেত্নী দেখলেই ঘাড় মটকানোর কথা ভাবিস। ওসব পুরোনো আমলের কথা রে। আজকাল ঘাড় মটকালে পুলিশ ডগ-স্কোয়াড নিয়ে চলে আসে। আমি বাবা নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিতে থাকতে চাই।'

সে বাঁশ থেকে ঝুপ করে নীচে নেমে এল। উলটো পায়ে হাঁটা সত্ত্বেও তার গতি ছিল অবিশ্বাস্য। সে পটলার হাতে থাকা ঠোঙাটার দিকে তাকিয়ে জিভ চাটল। 'ওটা কী রে? বেশ গন্ধ আসছে তো!'

পটলা ভয়ে ভয়ে বলল, 'মুড়ি মাখা। এতে ঝাল চানাচুর আর সর্ষের তেল আছে।'

ঘ্যাঁঘোর চোখ চকমক করে উঠল। সে বলল, 'একটু দে না বাপু! এই বাগানে পচা ব্যাং আর ইঁদুর খেয়ে মুখ পচে গেল। একটু চানাচুর-মুড়ি দিলে তোদের একটা গুপ্তধনের হদিস দিলেও দিতে পারি।'

সেই শুরু। বলাই আর পটলা বুঝল, এই পেত্নী মোটেই ভয়ংকর নয়, বরং একটু বেশিই ভোজনরসিক আর কথা বলতে ভালোবাসে।

(২)

কয়েকদিন পর বলাই আর পটলা দেখল ঘ্যাঁঘো একটা ভাঙা আয়না নিয়ে মস্ত বড় এক তেঁতুল গাছের ডালে বসে কাঁদছে। কান্নার চোটে তার হাঁচি আরও বেড়ে গেছে। প্রতিটি হাঁচির সঙ্গে গাছ থেকে চার-পাঁচটা করে তেঁতুল ঝরে পড়ছে।

বলাই ডাকল, 'কী হয়েছে ঘ্যাঁঘো দিদি? কাঁদছ কেন?'

ঘ্যাঁঘো নেমে এসে আয়নাটা দেখাল। 'দেখ তো ভাই, পাশের বিলের শাঁখচুন্নিটা কাল এসে বলে গেল— আমি নাকি একটা আস্ত ডাইনি! আমার চুলে নাকি জট ধরেছে, গায়ের রং নাকি কয়লার মতো। সে নাকি হবু রাজার বাড়িতে শ্যাম্পু চুরি করে মেখেছে, তাই সে সুন্দরী। আমার কি সাধ জাগে না একটু রূপচর্চা করতে?'

পটলা হেসেই খুন। 'আরে ঘ্যাঁঘো দিদি, শাঁখচুন্নিরা তো একটু হিংসুটে হয়ই। তুমি চিন্তা কোরো না। আমরা কাল তোমার মেকআপের ব্যবস্থা করছি।'

পরদিন বলাই তার মায়ের ড্রেসিং টেবিল থেকে একটা পুরোনো টকটকে লাল লিপস্টিক আর পটলা তার মেজদির দামি কন্ডিশনারযুক্ত শ্যাম্পু নিয়ে হাজির হল। সঙ্গে নিল এক বালতি জল। বাঁশ বাগানের ভেতর শুরু হলো 'ঘ্যাঁঘো মেকওভার'। পটলা যখন ঘ্যাঁঘোর চুলে এক গাদা শ্যাম্পু ঢেলে ঘষতে শুরু করল, তখন ফেনার পাহাড় তৈরি হল। ঘ্যাঁঘো আহ্লাদে চোখ বুজে ছিল, কিন্তু শ্যাম্পুর ফেনা যেই তার নাকে ঢুকল, অমনি শুরু হল তার মহাপ্রলয়ংকরী হাঁচি—'ঘ্যাঁ-ঘোঁওওও!'

হাঁচির চোটে মাথার ফেনাগুলো গোলার মতো ছিটকে গিয়ে সারা বাগানে ছড়িয়ে পড়ল। বাঁশ গাছের পাতাগুলো মনে হলো সাদা বরফে ঢেকে গেছে। এরপর বলাই তার ঠোঁটে লিপস্টিক পরিয়ে দিল। যদিও তার উলটো পা আর ঝোপালো চুলের সাথে ওই উজ্জ্বল লাল ঠোঁট দেখে পটলার মনে হচ্ছিল সে কোনও হরর সিনেমার কমেডি চরিত্র দেখছে, কিন্তু ঘ্যাঁঘো তো আয়নায় নিজেকে দেখে খুশিতে ডগমগ। সে খুশিতে একবার মাটিতে আর একবার গাছের মগডালে লাফালাফি শুরু করল। সে ঘোষণা করল, আজ থেকে সে আর সাধারণ পেত্নী নয়, সে হলো 'মডার্ন ঘ্যাঁঘো'।

(৩)

ঠিক সেই দিনগুলোতেই গ্রামে একদল চোরের উপদ্রব বেড়েছিল। তারা গ্রামের গোরু-ছাগল চুরি করে রাতের অন্ধকারে পাচার করে দিত। সেই চোরের দলের সর্দার হল হড়পা— মস্ত লম্বা চওড়া শরীর, আর তার সঙ্গে থাকে গদাই আর বিশু। তারা ফন্দি করল, এবার তারা গ্রামের মোড়ল মশাইয়ের দামি সাদা জোড়া বাছুর চুরি করবে। পালানোর রাস্তা হিসেবে তারা বেছে নিল সেই অভিশপ্ত বাঁশ বাগানকে, কারণ তারা ভাবত ভূতপ্রেত হল মনের ভুল।

অন্ধকার রাত। মেঘলা আকাশ। চোরেরা যখন বাছুর দুটো নিয়ে বাগানের মাঝপথে, ঠিক তখনই শুরু হল এক অদ্ভুত আওয়াজ। ঝুপ করে একটা ছায়া তাদের সামনে পড়ল। বিশু চোর টর্চ জ্বালতেই তাদের পিলে চমকে যাওয়ার জোগাড়! তারা দেখল একটা দীর্ঘদেহী মূর্তি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে। তার ঠোঁট দুটো বীভৎস লাল (লিপস্টিকের কামাল!), আর চুলগুলো শ্যাম্পু করার ফলে সিল্কের মতো উড়ছে। সবচেয়ে ভয়ংকর দৃশ্য হল তার পায়ের পাতাগুলো একদম পেছনের দিকে ঘোরানো।

হড়পা কাঁপতে কাঁপতে বলল,ওরে বাবা! 'ওটা কী?'

ঘ্যাঁঘো গম্ভীর গলায় বলল, 'কীরে ছোকরা? রাতদুপুরে আমার বাগান দিয়ে বাছুর নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আমার বিউটি স্লিপে ডিসটার্ব করেছিস, এর সাজা তো পাবিই!'

চোরেরা ভয় না পেয়ে হাতের লাঠি উঁচিয়ে যেই এগোতে যাবে, ঘ্যাঁঘো এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বুক ফুলিয়ে দিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ হাঁচি—'ঘ্যাঁ-ঘোঁওওওওওও!'

সেই হাঁচির বাতাসের ধাক্কা ছিল একটা ছোটখাটো ঘূর্ণিঝড়ের মতো। চোরেরা খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়ে পড়ল পাশের এক মস্ত পানাপুকুরে। তাদের হাতের লাঠি, টর্চ সব কোথায় ছিটকে গেল তার হদিস নেই। হাবুডুবু খেতে খেতে তারা দেখল ঘ্যাঁঘো পেত্নী গাছের মগডালে বসে দাঁত বের করে হাসছে আর তার লাল ঠোঁট অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। চোরেরা বাছুর ফেলে রেখে জান হাতে নিয়ে এমন দৌড় দিল যে তারা আর কোনওদিন এ তল্লাটে মুখ দেখায়নি।

পরদিন সকালে গ্রামের মোড়ল তাঁর হারানো বাছুর ফিরে পেয়ে অবাক। বলাই আর পটলা যখন বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা দেখল ঘ্যাঁঘো দিদি একটা বাঁশের কঞ্চিতে ঝুলে ঝুলে দোল খাচ্ছে। সে চোখের ইশারায় তাদের কাছে ডাকল।

বলাই ফিশফিশ করে বলল, 'দিদি, দারুণ কাজ করেছ!'

ঘ্যাঁঘো হেসে বলল, 'আরে ওসব বাদ দে। চোর তাড়াতে গিয়ে খিদে পেয়ে গেছে। আজ কিন্তু মুড়ির সঙ্গে গোটা দুই গরম বেগুনি আর এক কাপ চা চাই-ই চাই! নইলে কিন্তু কাল থেকে তোদের ওই লাল বল আমি আর ফিরিয়ে দেব না!'

বলাই আর পটলা হেসে ফেলল। গ্রামের মানুষ যে পেত্নীকে ভয় পায়, সেই ঘ্যাঁঘো এখন তাদের সবথেকে কাছের বন্ধু। বাঁশ বাগানে এখন আর ভয়ের কান্না শোনা যায় না, মাঝে মাঝে শুধু ভেসে আসে এক বিকট কিন্তু মজার হাঁচি—'ঘ্যাঁ-ঘোঁ!'

গায়ক উল্লুক

এরা বাঁদর নয়, বনমানুষ পরিবারের। থাকে উঁচু গাছের মগডালে। মাটিতে খুব একটা নামে না। স্বভাবে ভারী লাজুক, কিন্তু চটপটে। প্রাণীটির নাম হল উল্লুক। ইংরেজিতে একে বলা হয় হুলক গিবন। দক্ষিণ এশিয়ার ঘন জঙ্গলে, বিশেষ করে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে এদের দেখা মেলে।

সাধারণত বাঁদরদের লম্বা লেজ থাকে, তাই না? কিন্তু উল্লুকদের লেজ নেই। এদের সামনের পা দুটো পেছনের পায়ের চেয়ে লম্বা আর শক্তিশালী। এরা অনায়াসেই ২০-৩০ ফুট দূরত্বের এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দিতে পারে। উল্লুকদের সবচেয়ে মজার বিষয় হল তাদের গান। প্রতিদিন ভোরে এরা দলবেঁধে অদ্ভুত স্বরে চিৎকার করে গান গায়। এই ডাককে বলা হয় 'হুক্কু-হুক্কু'। গান শুরু হলে পুরো জঙ্গল তাদের গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। মূলত নিজেদের এলাকা জানান দিতে এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তারা এই গান গায়।

পুরুষ উল্লুক দেখতে একদম কুচকুচে কালো। চোখের ওপর সাদা রঙের ভ্রূ থাকে। স্ত্রী উল্লুকের গায়ের রং হয় সোনালি বা হালকা বাদামি। উল্লুকরা বেশ স্বাস্থ্য সচেতন! এদের প্রিয় খাবার হল ফলমূল, বিশেষ করে ডুমুর। তবে মাঝে মাঝে এরা গাছের কচি পাতা, ফুলের মধু এবং ছোটখাটো পোকামাকড়ও খেয়ে থাকে।

উল্লুকরা যখন মাটিতে হাঁটে, তখন তারা সামনের দুই পা মাথার ওপর তুলে টলমল করে অনেকটা মানুষের মতো দু'পায়ে হাঁটে! আমাদের প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদ উল্লুকদের সংখ্যা দিন-দিন কমে যাচ্ছে। বন উজাড় হওয়ার ফলে তারা তাদের ঘর হারাচ্ছে। আমরা যদি সচেতন হই, তবেই বনের এই 'গায়ক' প্রাণীদের টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

অক্ষর সাজাও

- ভালবটুচস্ব
- খাদকারীস্তর
- দানিলআতম্ন
- ববিস্তবলিন্দো
- বকারণমস্ত
- তনঅরিধাব
- কুলীকুরকুণ্ড

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন **রমানন্দববি** - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল **বিমানবন্দর**। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : চর্বিতচর্বণ
আদবকায়দা, বেণীসংহার, বিস্ময়াভিভূত, বীরপ্রসবিনী, ষোড়শোপচার, উপস্থিতবক্তা

আঁকিবুকি

অনুষ্কা সাহা, চতুর্থ শ্রেণি
অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, শিলিগুড়ি

সময়া কুণ্ডু, অষ্টম শ্রেণি
গুড শেফার্ড স্কুল, বাগডোগরা

রিয়া রায়, দশম শ্রেণি
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

শ্রেয়সী দেবনাথ, তৃতীয় শ্রেণি
সোনাপুর, এফপি স্কুল

ফুলের গন্ধে... *শনিবার আহমেদাবাদে।*

রিপোর্ট কার্ড নিয়ে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিস মণ্ডল

বারাবনি ও তারাপীঠ, ৪ এপ্রিল : ভোটপ্রচারে নেমে এবার সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনি এবং বীরভূমের তারাপীঠে জোড়া জনসভা থেকে বিজেপিকে তুলোধোনা করে অভিষেকের হুংকার, 'জোড়াফুলে বোতাম টিপবেন এখানে, আর ভূমিকম্প হবে দিল্লি-গুজরাটে!'

বারাবনির সভা থেকে কয়লা ও গোরু পাচার ইস্যুতে বিজেপির যাবতীয় অভিযোগের পাল্টা জবাব দেন অভিষেক। তাঁর তোপ, 'জেলা বিজেপি অফিস এখন কয়লা মাফিয়াদের দখলে। বিজেপি মানেই একঝাঁক ঘুষখোর, মাতাল আর পাতাখোর।' বিজেপির বারাবনির প্রার্থী অরিজিৎ রায়কে 'দুষ্কৃতীরাজ' কায়েমের কারিগর বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

দলের নির্বাচনী ইস্তাহার থেকে পাঁচটি প্রধান প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে তিনি সাফ জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় ফিরলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজীবন পাবেন মহিলারা। পাশাপাশি ২০৩১-এর মধ্যে ঘরে ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল, দুয়ারে স্বাস্থ্য প্রকল্প, বার্ধক্য ভাতা এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে সবার জন্য 'মাথার ছাদ' নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। মাছ-মাংস খাওয়া নিয়ে নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেন অভিষেক।

তাঁর আক্রমণ, 'বাংলার মানুষ কী খাবে, সেটা দিল্লি বা গুজরাটের নেতারা ঠিক করে দিতে পারেন না। প্রধানমন্ত্রী বলছেন মাছ খেলে নাকি মুঘল হওয়া যায়! আসলে বিজেপি বাংলার সংস্কৃতিকে ভয় পায়।'

অভিষেকের অভিযোগ, গত ১২ বছর ধরে কেন্দ্র বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে। এর বদলে রাজ্যের ১৫ বছরের 'রিপোর্ট কার্ড' মিলিয়ে দেখার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি। তারাপীঠের সভা থেকে কাজল শেখকে জেতানোর ডাক দিয়ে অভিষেক ঘোষণা করেন, 'রাজ্যের ২৯৪টি আসনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী, তবে হাঁসনের উন্নয়নের পূর্ণ দায়িত্ব আমার।'

তারাপীঠে নির্বাচনি প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। - তথাগত চক্রবর্তী।

কেরলে প্রচারে ঝড় মোদি-রাহুলের

তিরুবনন্তপুরম, ৪ এপ্রিল : কেরলে ভোটের আগে শেষ শনিবাসরীয় প্রচারে রীতিমতো ঝড় তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে কংগ্রেস রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করেন মোদি। তিনি একটি জনসভায় কংগ্রেসকে বিঁধে বলেন, ভোট আসবে, যাবে। কিন্তু ভারতীয়দের বিশেষ করে কেরলের যাঁরা মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছেন তাঁরাই আমার অগ্রাধিকার। আমরা তাঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি. কিন্তু কংগ্রেস সেসবের তোয়াক্কা করে না। তারা এমন কিছু মন্তব্য করছে যাতে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক টাল খাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। আমাকে রাজনৈতিকভাবে নিশানা করতেই এমনটা করা হচ্ছে। কংগ্রেস শুধু রাজনীতি আর ক্ষমতার কথাই ভাবে। তারা কেরলের মানুষের বিশ্বাস ভেঙেছে।

উলটোদিকে রাহুল এদিন চারটি জনসভা করেন। প্রতিটি জনসভায় কেরলের বাম সরকারের পাশাপাশি বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। বিজেপি, আরএসএস, এলডিএফের মধ্যে আঁতাত রয়েছে বলেই অভিযোগ করেন তিনি। রাহুল বলেন, বিজেপি, আরএসএস এবং এলডিএফের মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে সেটা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। বামেদের মধ্যে এখনও কিছু নেতা আছেন যাঁরা সুবিধাবাদী নন, মতাদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকেন তাঁরা এসব দেখে কষ্ট পাচ্ছেন। এলডিএফের মধ্যে বাম বলে আর বিন্দুমাত্র কিছু অবশিষ্ট নেই। রাহুলের অভিযোগ, এলডিএফের মধ্যে যে গোপন হাত রয়েছে সেটি হল সাম্প্রদায়িক হাত। শবরীমালা মন্দিরের সোনা চুরির ঘটনা নিয়ে এদিনও মোদি এবং বামেদের নিশানা করেন রাহুল। তিনি দিল্লিতে থাকলেও নিজেকে সাম্মানিকভাবে কেরলের মানুষ বলে মনে করেন বলেও দাবি করেন কংগ্রেস নেতা।

লিয়েন্ডারের 'বাঙালি' কার্ড

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : গোয়ার মাটিতে ঘাসফুল শিবিরে নাম লিখিয়েছিলেন। এবার ঘরের মাঠে ফিরেই 'বাঙালি' কার্ড খেললেন প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। এদিন কলকাতায় বিজেপির পার্টি অফিসে বসে লিয়েন্ডার জানালেন, 'কলকাতা আমার মাতৃভূমি, আমি গর্বিত বাঙালি।'

বিজেপিতে যোগ দিতেই তৃণমূলের বহিরাগত কটাক্ষের জবাবে নিজের শিকড় মনে করিয়ে দিয়েছেন অলিম্পিক পদকজয়ী এই

তারকা। তিনি বলেন, 'সাউথ ক্লাবে টেনিসে হাতেখড়ি, লা মার্টিনিয়ারে পড়াশোনা আর মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশধর আমি। জীবনের সবকিছুই শিখেছি এই কলকাতা থেকে।'

আবেগের পাশাপাশি রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বাংলায় টেনিসের কোনও ইনডোর কোর্ট বা আধুনিক স্টেডিয়াম নেই। ২০৩৬ সালের অলিম্পিক ভারতে আনাকেই এখন পাখির চোখ করছেন তিনি।

আপ-এর সমালোচনায় অস্ত্র ধুরন্ধর-এর সংলাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল : ঘায়েল হুঁ, ইস লিয়ে ঘাতক হুঁ।

আসমুদ্রহিমাচল আলোড়ন ফেলে দেওয়া ধুরন্ধর সিনেমার এই জনপ্রিয় সংলাপটি বলে এবার আপের শীর্ষ নেতৃত্বকে বিঁধলেন দলের বিক্ষুব্ধ সাংসদ রাঘব চাড্ডা। বৃহস্পতিবার দলের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডারের পদ থেকে সরিয়ে ফেলার পর থেকে আপ-রাঘব চাপানউতোর চরমে উঠেছে। অতিশী থেকে সৌরভ ভরদ্বাজ, সঞ্জয় সিংরা তাঁকে লাগাতার ভীতু, মোদি-বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান বলে আক্রমণ শানিয়েছেন। তার জবাবে শনিবার একটি ভিডিও বার্তায় রাঘব জানিয়েছেন, তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য পরিকল্পিত প্রচার চালানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, তিনি সংসদে হট্টগোল করতে নয়, বরং দিল্লির দূষণ, পঞ্জাবের শিক্ষা, রেলযাত্রীদের সমস্যার মতো বিষয়গুলির সমাধানের জন্য নিয়মিত সংসদে সরব হয়েছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে সই না করার অভিযোগ নস্যাৎ করে রাঘব চাড্ডার বক্তব্য, 'শুধু আমি একা নই, দলের আরও কয়েকজন সাংসদ সই করেননি। তাহলে আমাকে কেন বারবার নিশানা করা হচ্ছে। আমি করদাতাদের স্বার্থের বিষয় তুলে ধরতেই সংসদে যাই এবং আমার বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটি অভিযোগের জবাব দেব। সব সত্য প্রকাশ্যে আসবে।' এরপরই বলিউডি

সিনেমার সংলাপটি আওড়ান রাঘব।

আপ সূত্রে দাবি, জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের বিষয়ে সই সংগ্রহ করতে গেলে রাঘব চাড্ডা ইন্ডিয়া জোটের এক সাংসদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার পর্যন্ত করেছিলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, রাঘবের সঙ্গে দলের দ্বন্দ্ব হঠাৎ তৈরি হয়নি। এর সূত্রপাত অন্তত চার বছর আগে। ২০২২ সালে পঞ্জাবে বিপুল জয়ের পর ভগবন্ত মান মুখ্যমন্ত্রী হলেও দলের একাংশ রাঘবকে 'সুপার সিএম' বলতে শুরু করে। এই বিষয়টি দলের ভিতরে অস্বস্তি ও ক্ষোভ তৈরি করেছিল। এরপর ২০২৪ সালে দিল্লির আবগারি নীতি মামলায় একের পর এক আপ নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, সত্যেন্দ্র জৈনের মতো একাধিক শীর্ষ নেতা আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময় দিল্লি জল বোর্ডে ইডির তল্লাশি হয়। তখন রাঘব সেই বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। দলীয় সূত্রের দাবি, এই ঘটনার পরই ভয় পেয়ে রাঘব লন্ডনে চলে যান এবং কয়েক মাস দেশে ফেরেননি। দলের সমর্থনে প্রকাশ্যে কোনও বক্তব্যও দেননি। যদিও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, তিনি চোখের চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন রাঘব। বিজেপি অবশ্য রাঘবের পাশেই দাঁড়িয়েছে। মনে করা হচ্ছে, শীঘ্রই আপের পাট চুকিয়ে বিজেপিতে নতুন ইনিংস শুরু করতে পারেন পঞ্জাব থেকে নির্বাচিত এই রাজ্যসভার সাংসদ।

ত্রিভাষা নীতির বিরোধিতা স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ৪ এপ্রিল : সিবিএসই-র নতুন ত্রিভাষা নীতি আদতে ঘুরপথে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে হিন্দি ভাষা প্রসারের ছক বলে তোপ দাগলেন তামিলনাড়ুর বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। ডিএমকে সভাপতির অভিযোগ, জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিবিএসই-এর এই নতুন বন্দোবস্ত শুধুমাত্র শিক্ষাগত পরিবর্তন নয়, বরং ভাষাগত আধিপত্যবাদ নতুন করে চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল। তাঁর পালটা প্রশ্ন, হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে কেন দক্ষিণের ভাষা, বাংলা, মারাঠির মতো অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না। স্ট্যালিনের মতে, এই সিদ্ধান্ত কেবল ভাষার বিষয় নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সমান সুযোগের পরিপন্থী। ২৩ এপ্রিল তামিলনাড়ুতে ভোট। তার আগে ত্রিভাষা নীতি নিয়ে স্ট্যালিন ও ডিএমকের আগ্রাসী বিরোধিতা বিজেপি-এআইএডিএমকে জোটকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে।

বনকর্মীদের নির্বাচনি ডিউটি বাতিল

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল : ভোটের কাজে বনকর্মীদের ব্যবহার করা যাবে না। অসম সরকারের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়ে একথা জানাল জাতীয় পরিবেশ আদালত। সম্প্রতি রাজ্য সরকার প্রায় ১৬০০ বনসুরক্ষা কর্মীকে নির্বাচনী ডিউটিতে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এই নির্দেশ 'আইনত ভুল'। বনকর্মীদের সরিয়ে নিলে কাজিরাঙার মতো বনভূমিতে চোরাশিকারিদের দাপট বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। এর আগে সুপ্রিম কোর্টও জানিয়েছিল, পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে বনকর্মী বা বনবিভাগের গাড়ি ভোটের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। আদালতের এই হস্তক্ষেপে আপাতত স্বস্তিতে বন্যপ্রাণীরা।

গণতন্ত্র ভুলতে পরামর্শ শাসকের

ওয়াগাডায়গোও, ৪ এপ্রিল : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর সামরিক শাসক ইব্রাহিম ত্রাওরে দেশবাসীকে গণতন্ত্রের আশা ত্যাগ করার ডাক দিয়েছেন। ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক নেতা সরাসরি ঘোষণা করেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন বা গণতন্ত্রের কোনও জায়গা নেই। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বলেন, 'মানুষের উচিত গণতন্ত্রের বিষয়টি ভুলে যাওয়া। আমাদের সত্যিটা বলতে হবে, গণতন্ত্র আমাদের জন্য নয়।'

২০২৪-এর মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি থাকলেও, ত্রাওরে এখন নিরাপত্তা সংকটকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন। আল-কায়দা ও ইসলামিক স্টেটের মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির হামলা ঠেকাতে ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'দেশ পুরোপুরি নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত কোনও ভোট হবে না।' লিবিয়ার উদাহরণ টেনে তিনি যোগ করেন, 'বাইরে থেকে গণতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলেই সেখানে বিপর্যয় ঘটেছে। গণতন্ত্র মানুষকে মারে।'

চলতি বছর জানুয়ারিতে ত্রাওরের সরকার দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে। এর আগে ২০২০ সালের নির্বাচনে ১৫টি দল পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করলেও এখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রতিবেশী মালি ও নাইজারেও একই ধরনের সামরিক শাসন এবং রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

এদিকে, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৩ থেকে ইসলামি জঙ্গিদের তুলনায় বুরকিনা ফাসোর সেনাবাহিনী ও তাদের মিত্রদের হাতে দ্বিগুণ অসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। তবে এই অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি সেখানকার সেনা সরকার। কয়েক দশকের অস্থিরতায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার মাঝেই ত্রাওরের এই মন্তব্য বুরকিনা ফাসোর ভবিষ্যৎকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা।

বন্দিদশায় হাসপাতালে মৃত্যু মাওবাদী কিষাণদার

রাঁচি, ৪ এপ্রিল : দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন ভারতীয় মাওবাদী আন্দোলনের অন্যতম 'মুখ' প্রশান্ত বসু ওরফে 'কিষান দা'। শুক্রবার রাঁচির রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (রিমস) হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। ২০২১-এর নভেম্বর থেকে তিনি ঝাড়খণ্ডের বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। ঝাড়খণ্ড পুলিশের এএসপি রাকেশ রঞ্জন জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে আচমকা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রশান্ত বসুর মৃত্যুতে মাওবাদী আন্দোলনের একটি যুগের অবসান হল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কলকাতার যাদবপুরে বাসিন্দা প্রশান্ত বসু রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। সত্তরের দশকে তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীতে মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টারের (এমসিসিআই) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। ২০০৪ সালে তাঁর এবং গণপতির নেতৃত্বেই 'পিপলস ওয়ার গ্রুপ' ও এমসিসিআই মিলে বর্তমানের নিষিদ্ধ সংগঠন 'সিপিআই (মাওবাদী)' আত্মপ্রকাশ করে। তাঁকে দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' এবং প্রধান 'থিংকট্যাংক' বলে মনে করা হত। ২০২১ সালের ১২ নভেম্বর সরাইকেলা-খরসোওয়ার কান্ডরা টোল প্লাজা থেকে সস্ত্রীক গ্রেপ্তার হন প্রশান্ত বসু। সেই সময় তাঁর মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা সহ একাধিক রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ১০০-র বেশি খুন ও নাশকতার মামলা রয়েছে। এলগার পরিষদ-কোরেগাঁও ভীমা মামলাতেও তিনি অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে

খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল পুনে পুলিশ।

বর্তমানে তাঁর স্ত্রী শীলা মারান্ডিও একই কারাগারে বন্দি রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে ময়নাতদন্তের পর বিধি অনুযায়ী মরদেহ সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কেউ দেহ নিতে না চাইলে ঝাড়খণ্ড সরকারই বিধি মেনে প্রবীণ মাওবাদী নেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করবে।

অসমের ভোটে কোটিপতি ও দাগিদের দাপট

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল : অসম বিধানসভা নির্বাচনের ময়দানে নামতে গেলে জনসেবার চেয়েও সম্পদ আর মামলার বহর যেন বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস' (এডিআর)-এর রিপোর্ট বলছে, এবার ৩৯% প্রার্থীই কোটিপতি, যা গতবারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। বিজেপি প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৮৮ শতাংশই কোটিপতি। অন্যদিকে, ৭২২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০২ জনের নাম জড়িয়েছে ফৌজদারি মামলায়, যার মধ্যে ১১ শতাংশের বিরুদ্ধে অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলো যে 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি'র বদলে পেশিশক্তি ও অর্থশক্তিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, এই পরিসংখ্যান তারই প্রমাণ।

ভোটারদের হুমকি, শ্রীঘরে তৃণমূল নেতা

বহরমপুর, ৪ এপ্রিল : 'কে কাকে ভোট দিচ্ছেন, সব খাতায় লেখা থাকবে'—ভোটারদের বাড়ি গিয়ে এমন হুমকি দেওয়ায় শ্রীঘরে ঠাঁই হলো এক তৃণমূল নেতার। ধৃতের নাম রাজু মণ্ডল, তিনি বহরমপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি। ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে (সত্যতা যাচাই করেনি আমরা) তাঁকে বলতে শোনা যায়, পদ্মফুলে ভোট দেওয়া যাবে না, দিলে নজর রাখা হবে। এমনকি ভোট দিতে না গেলে বাড়িতে 'ছানাবড়া-রসগোল্লা' পাঠানোর প্রচ্ছন্ন হুমকিও দেন তিনি।

ভিডিওটি নজরে আসতেই কড়া পদক্ষেপ করে নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয় নির্দেশে শুক্রবার রাতে বহরমপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ভোটের মুখে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগে কমিশনের এই দাওয়াইয়ে শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

নিরপেক্ষতার বার্তা বিচারপতির

পাটনা, ৪ এপ্রিল ঃ প্রথমে বিহার, তারপর পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ঘিরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠেছে। ভোট চুরির পাশাপাশি বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে বৈধ ভোটারদের নাম কেটে দেওয়া, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে তাঁদের বিচারাধীন তালিকায় ফেলে দেওয়ার মতো অভিযোগে বিদ্ধ ভারতের নির্বাচন কমিশন। লড়াই পৌঁছেছে সুপ্রিম কোর্টে। বাংলার ভোটপ্রচারে প্রতিদিন নিয়ম করে কমিশনকে আক্রমণ শানাচ্ছেন তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএমের নেতানেত্রীরা। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার বার্তা দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগারত্নে।

তিনি বলেছেন, কমিশনের কাজকর্ম যেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত না হয়। শনিবার পাটনার একটি অনুষ্ঠানে তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি সমস্ত স্বশাসিত কেন্দ্রীয় সংস্থাও যেন নিরপেক্ষভাবে কাজ করে।

বিচারপতি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনভাবে কাজ করাটা অত্যন্ত জরুরি। সিনিয়রিটির বিচারে আগামী বছর সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন নাগারত্নে।

লক্ষ্য কমিশনের

এমন একটি সময় তিনি কমিশন সহ বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থাগুলির স্বাধীনতা নিয়ে মুখ খুললেন যখন প্রতিটি সংস্থার বিরুদ্ধেই মোদি সরকারের ইশারায় কাজ করার অভিযোগে সরব বিরোধী শিবির। তাঁর সতর্কবার্তা, সাংবিধানিক কাঠামো যদি ভিতর থেকে ধীরে ধীরে ফাঁপা হতে শুরু করে তাহলে সাংবিধানিক ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, নারী সুরক্ষায় অভয়া বাহিনী

১৩ দফা প্রতিশ্রুতিতে বামেদের ইস্তাহার

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : শূন্যের গেরো কাটবে কি না, তা অনিশ্চিত। তবে রাজ্যে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গড়লে প্রভূত উন্নয়নের ঝুলি থাকছে বলে আশ্বাস বামেদের। শনিবার ১৩ দফা প্রতিশ্রুতি রেখে ইস্তাহার প্রকাশ করেছে বামেরা। তাতে নারী সুরক্ষা থেকে সংখ্যালঘু, আদিবাসী, তপশিলি সহ একাধিক স্তরের অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবি করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, প্রতিটি পরিবারের জন্য অন্তত একটি স্থায়ী কাজ ও বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের কথাও বলা হয়েছে।

এবার ইস্তাহার প্রকাশে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা আয়কর দাতা নন, তাঁদের ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ মিলবে বিনামূল্যে। ২০০ ইউনিট পর্যন্ত অর্ধেক দামে দেওয়া হবে। নারী সুরক্ষাকে ইস্যু করে 'অভয়া বাহিনী' গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিবন্ধিত বেকারদের জন্য অন্তত দুটি চাকরির কল, গরিব মানুষদের জন্য শহরে বছরে ১২০ দিন, গ্রামে ২০০ দিন কাজ, ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরি দেওয়া হবে।

নিয়োগের স্থায়িত্ব নিয়ে বলা হয়েছে, পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত সরকারি শূন্যপদ পূরণ, বছর বছর এসএসসি, পিএসসি, সিএসসিতে নিয়োগ হবে। প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ৬ হাজার টাকা বার্ধক্য বার্তা দেওয়া হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য গড়ে তোলা হবে বিশেষ তদন্ত কমিটি।

শিল্প ও কর্মসংস্থান নিয়ে বিতর্ক বিস্তর। ইস্তাহারে বামেরা জানিয়েছে, প্রতিটি জেলায় শিল্পতালুক গড়ে উঠবে। প্রতি জেলায় মেডিকেল

> **আরএসএস ভাষা-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করছে। বামপন্থীরা একমাত্র বিকল্প ইস্তাহার প্রকাশ করেছে।**
>
> **-বিমান বসু**

কলেজ ও আধুনিক হাসপাতাল এবং স্নাতক স্তর পর্যন্ত টিউশন ফি মকুব করার দাবি করা হয়েছে।

যদিও ভাতা বন্ধ বা চালু রাখার বিষয়ে উল্লেখ নেই। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'আরএসএস ভাষা-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করছে। বামপন্থীরা একমাত্র বিকল্প ইস্তাহার প্রকাশ করেছে।' ২-৩টি আসনে এখনও সমঝোতা বাকি রয়েছে বলেই জানিয়েছেন বিমানবাবু।

রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনে কড়াকড়ি

তিরুবনন্তপুরম, ৪ এপ্রিল : কেরলে ৯ এপ্রিল বিধানসভা ভোট। একইদিনে অসম এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতেও বিধানসভা ভোট। প্রচার শেষ হচ্ছে ৭ তারিখ। তার আগে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের উদ্দেশে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৯ তারিখ ভোটের দিন এবং তার আগের দিন অর্থাৎ ৮ তারিখ প্রিন্ট মিডিয়ায় কোনওপ্রকার রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে না।

শুক্রবার রাতে কেরলের সিইও রতন ইউ কেলকর এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনের একেবারে চূড়ান্ত ধাপে প্রিন্ট মিডিয়ায় কোনওপ্রকার আপত্তিকর, বিভ্রান্তিকর অথবা উসকানিমূলক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলে সমগ্র নির্বাচনি প্রক্রিয়া কলুষিত হবে। কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে গেলে জেলা অথবা রাজ্যস্তরের মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটির থেকে আগাম অনুমতি আদায় করতে হবে।

কেরলের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ নির্দেশিকা জারি করার পথে হাঁটতে পারে নির্বাচন কমিশন।

পানিহাটিতে চর্চায় আরজি করের বিচার

ভোট উৎসব

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : কলকাতার উত্তর শহরতলির গঙ্গার ধারের প্রাচীন জনপদ পানিহাটি। একসময়ের চালকল আর চটকলের এই শান্ত এলাকা এখন ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে গোটা রাজ্যের নজরকাড়া এপিসেন্টার। কারণ, এখানে লড়াইটা নিছকই কোনও বিধায়ক নির্বাচনের নয়, বরং বিশ মাস আগে আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের নারকীয় ধর্ষণ ও খুনের বিচারের। রাজ্যের শাসকদলের দীর্ঘ তিন দশকের দুর্ভেদ্য এই দুর্গ এখন এমন এক জ্বলন্ত কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে চায়ের ঠেক থেকে বাজারের মোড়—সব জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই প্রশ্ন, আরজি করের বিচারের কী হল? আগামী ২৯ এপ্রিল পানিহাটির ইভিএম ঠিক করবে, দীর্ঘদিনের শক্তিশালী সংগঠনের কাছে কি হার মানবে জনমানসের তীব্র আবেগ?

এবারের নির্বাচনে শাসকদলের বিরুদ্ধে এবার সবচেয়ে বড় ট্রাম্প কার্ডটি খেলেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের টিকিটে পদ্ম-প্রতীকে সরাসরি ভোটের ময়দানে নেমেছেন আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ। তাঁর কথায়, 'মেয়েটাকে তো আর ফিরে পাব না। কিন্তু মানুষের সেবা করতে পারলে ও শান্তি পাবে। আমি চাই গোটা বাংলায় পদ্ম ফুটুক আর তৃণমূল সমূলে উৎপাটিত হোক।' গত দেড় বছর ধরে পথে নেমে আন্দোলন করলেও, শুধুমাত্র রাস্তার লড়াইয়ে যে বিচার মিলবে না, তা বিলক্ষণ বুঝেছে নির্যাতিতার পরিবার। তাই বামেদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নির্যাতিতার বাবার স্পষ্ট দাবি, একমাত্র বিজেপিই পারে তাঁর মেয়ের বিচার আর বাংলার মেয়েদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে।

এই লড়াইয়ের রাজনৈতিক মাত্রা ও উত্তেজনা আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে শাসকদলের প্রার্থী নির্বাচন। পানিহাটির দীর্ঘদিনের তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ এবার নিজে সরে দাঁড়িয়ে টিকিট দিয়েছেন তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষকে। আর এখানেই ঘৃতাহুতি হয়েছে সাধারণ মানুষের ক্ষোভে। কারণ, আরজি কর কাণ্ডের পর খোদ নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাট এবং তড়িঘড়ি দেহ সংকারের মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিল। রত্না দেবনাথের সরাসরি ক্ষোভও সেই বিদায়ী বিধায়কের বিরুদ্ধেই। যদিও তীর্থঙ্করের পালটা দাবি, বিজেপি লাশের রাজনীতি করছে আর তৃণমূল ওই পরিবারের যন্ত্রণার সমব্যথী। অন্যদিকে, এই দুই শিবিরের মাঝখানে পড়ে আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম লড়াকু মুখ কলতান দাশগুপ্তকে প্রার্থী করে নিজেদের হারানো জমি ও আন্দোলনের রাশ পুনরুদ্ধারে মরিয়া সিপিএম। কলতানের দাবি, ভোট বা রাজনীতি যা-ই হোক, রাস্তায় নেমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার অধিকার কারও একচেটিয়া নয়, বামেরা এই লড়াই শেষ দিন পর্যন্ত লড়বে।

তবে পাটিগণিতের হিসেব অবশ্য শাসকদলের পক্ষেই কথা বলছে। সংশোধিত ভোটার তালিকা বা এসআইআর-এর পর পানিহাটিতে এখন ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৯৭ হাজার। গত চব্বিশের লোকসভা বা একুশের বিধানসভা—সব কটি নির্বাচনেই এই কেন্দ্রে বিজেপির চেয়ে বেশ অনেকটা এগিয়ে ছিল ঘাসফুল শিবির। এখানকার সিংহভাগ ভোটারই নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত হিন্দু। একসময় এই এলাকা ছিল শিল্পের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু আজ বন্ধ কারখানা, ভাঙাচোরা রাস্তা, কর্মসংস্থানের আকাল আর চারপাশের দুর্নীতির দমবন্ধ করা আবহে এমনিতেই বীতশ্রদ্ধ সাধারণ মানুষ। আর এই সমস্ত স্থানীয় পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বারুদে এবার আক্ষরিক অর্থেই দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে আরজি করের যন্ত্রণা। রাজ্যের এক সরকারি হাসপাতালে একজন চিকিৎসক যদি এমন নৃশংসভাবে খুন হন, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? এই একটি ধারালো প্রশ্নই এখন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে পানিহাটির সাধারণ ভোটারদের। এখন শুধু দেখার, ইভিএমের বোতাম টেপার দিন আবেগ আর ক্ষোভের এই জোড়া ফলা শাসকদলের দুর্গে শেষ পর্যন্ত ফাটল ধরাতে পারে কি না।

বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ, মাঝে তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ ও ডানদিকে সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত।

তেল নিয়ে রটনা খারিজ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল : ভারত অভিমুখী ইরানের অপরিশোধিত তেলবাহী একটি জাহাজ পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যার কারণে চিনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই খবরকে শনিবার সম্পূর্ণ 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিল ভারতীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। মন্ত্রক জানিয়েছে, টাকা দেওয়া নিয়ে কোনও জটিলতা নেই। জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে মূলত বাণিজ্যিক কৌশল (ট্রেড অপ্টিমাইজেশন)-এর কারণে।

এক্সে করা পোস্টে মন্ত্রক জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধকালীন সংকটের মধ্যেও ভারতীয় শোধনাগারগুলি ইরান থেকে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। গুজরাটের ভাদিনার টার্মিনালে আসার কথা থাকলেও জাহাজটি চিনের ডংইং-এর দিকে যাত্রা করে। এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করা হয়েছে, নথিতে গন্তব্য উল্লেখ থাকলেও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মাঝপথে জাহাজের অভিমুখ পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ভারত ৪০টিরও বেশি দেশ থেকে তেল আমদানি করে এবং এদেশের আমদানিকারী সংস্থাগুলির তেলের উৎস নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এদিন এলপিজি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ খারিজ করে দিয়েছে সরকার। কেন্দ্র জানিয়েছে, ইরানের এলপিজি নিয়ে 'সি বার্ড' নামের জাহাজটি ম্যাঙ্গালোর বন্দরে পৌঁছেছে। বর্তমানে সেটি থেকে পণ্য খালাসের কাজ চলছে।

এদিকে অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য এক নতুন ও তুলনায় নিরাপদ নৌপথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত উপগ্রহ চিত্রে ওমানের জলসীমা ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক জলপথ এড়িয়ে অন্তত চারটি বড় জাহাজকে যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে একটি হল ভারতের মালবাহী জাহাজ 'এমএসভি কুবা'।

পর্যবেক্ষকদের মতে, আন্তর্জাতিক জলসীমার বদলে ওমানের উপকূল ঘেঁষে চলাচলের এই জলপথটি বিশ্ববাণিজ্যে স্বস্তি ফেরাতে পারে। তবে ইরান ভারতকে 'বন্ধু রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করায় ভারতীয় জাহাজ চলাচলে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

থারুরের কনভয়ে হামলা, ধৃত ৫

মালাপ্পুরম, ৪ এপ্রিল : ভোটের মুখে রণক্ষেত্র কেরল। শুক্রবার রাতে মালাপ্পুরমে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালাল একদল দুষ্কৃতী। ইউডিএফ প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে যাওয়ার পথে চেল্লিথোড়ুরের কাছে থারুরের গাড়ি ঘিরে ধরে একদল যুবক।

অভিযোগ, মোটরবাইকে এসে দুষ্কৃতীরা গাড়ির কাচ ভাঙার চেষ্টা করে এবং অশ্রাব্য গালিগালাজ দেয়। সাংসদকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা বেধড়ক মারধরের শিকার হন। এক দেহরক্ষী গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। থারুর অক্ষত থাকলেও এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পুলিশ ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত উন্মার-সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছে। যদিও থারুর পরে সমাজমাধ্যমে জানান, 'আমি ঠিক আছি, প্রচারের সব কর্মসূচি সফল হয়েছে।'

চাঁদের পথে পাড়ি দিয়ে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বিস্ময়কর ছবি পাঠালেন নাসার চার নভশ্চর। নীল সমুদ্র আর সাদা মেঘের ভিড়ে ধরা পড়েছে সবুজে ঘেরা মেরুজ্যোতি বা অরোরার মায়াবী রূপ। দীর্ঘ ৫০ বছর পর 'আর্টেমিস-২' অভিযানে ফের চাঁদের মুলুকে মানুষ পাঠাল নাসা। ওরিয়ন মহাকাশযানে চেপে সোমবারের মধ্যেই চাঁদে পৌঁছে যাওয়ার কথা তাঁদের। ১০ দিনের এই অভিযানে মহাকাশচারীরা চাঁদে পা না দিলেও খুব কাছ থেকে উপগ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করবেন। মাঝপথ থেকে পাঠানো তাঁদের এই ছবি এখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

রাহুলের অবস্থানে ভেটো কংগ্রেসেই

ইরান, এলপিজি সংকটে কেন্দ্রের পাশে কমলরা

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল : পাঁচ বিধানসভা ভোটের মুখে কংগ্রেসের ঘরের কোন্দল ফের বেআব্রু হয়ে গেল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির অবস্থানে ভেটো দিয়ে ইরান যুদ্ধ, এলপিজি সংকটের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে কেন্দ্রকে সমর্থন করলেন নেহরু-গান্ধি পরিবারের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকা কংগ্রেস নেতারা। অপারেশন সিঁদুর থেকে ইরান যুদ্ধ- মোদি সরকারের প্রতিটি নীতি ও সিদ্ধান্তের সমালোচনায় আগাগোড়া সরব রাহুল। দেশজুড়ে এলপিজি সংকটের কারণে ভারতের কূটনৈতিক দৃঢ়তা এবং সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কিন্তু বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মা মনে করছেন, বর্তমান কঠিন সময়ে সরকার যা করছে সেটা সঠিক কাজ। অপরদিকে দেশে কোথাও এলপিজি সংকট নেই বলে দাবি করেছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথও। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মোদি সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন শশী থারুর এবং মণীশ তিওয়ারিরাও। বিধানসভা ভোটের মুখে একের পর এক কংগ্রেস নেতা যেভাবে রাহুলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই খুশি বিজেপি।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ শর্মা এক্সে একাধিক পোস্টে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতির প্রশংসায় লেখেন, 'সংঘাতের পরিবেশ এড়িয়ে ভারত কূটনীতির মাধ্যমে যেভাবে পশ্চিম এশিয়ার সংকট মেটাচ্ছে, তা অনেক পরিণত এবং দক্ষতাপূর্ণ।' সংকটের সময় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলারও ডাক দিয়েছেন প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা। আনন্দ শর্মা মনে করেন, ভারতের জবাব যেন জাতীয় ঐকমত্য এবং সংকল্পের দ্বারা সমর্থিত হয়। সম্প্রতি ইরান ইস্যুতে সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল কেন্দ্র। কূটনৈতিক ইস্যু নিয়ে দেশের অন্দরে রাজনীতি করা উচিত নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির সময়ে ভারতের অবস্থান সতর্ক হওয়া উচিত বলেও জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে ভারতের যে কৌশলগত সম্পর্ক অতীতের সরকারগুলির আমলে তৈরি হয়েছিল, তার ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে।

অপরদিকে সারা দেশে এলপিজি সংকট নিয়ে কংগ্রেসের ঘোষিত অবস্থানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন কমল নাথও। তিনি বলেছেন, কোথাও কোনও এলপিজি সিলিন্ডারের অভাব নেই। এই ইস্যুতে অহেতুক একটি নেতিবাচক পরিবেশ তৈরির চেষ্টা চলছে। এর আগে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরও ইরান নীতি এবং এলপিজি সংকটে মোদি সরকারের বিদেশনীতিকে দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনীতি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। আরও এক কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি মধ্যপ্রাচ্য সংকটকালে কেন্দ্রীয় সরকার সঠিক কাজ করছে বলে সম্প্রতি একটি টিভি চ্যানেলে মন্তব্য করেছেন। একদা জি-২৩ গোষ্ঠীভুক্ত এই নেতারা কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে পত্রবোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। এবার অপারেশন সিঁদুর এবং ইরান-এলপিজি নীতি নিয়ে রাহুল গান্ধি তথা কংগ্রেস হাইকমান্ডের বিপরীত অবস্থান নিয়ে ওই চার প্রবীণ নেতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা রাহুল গান্ধির ইয়েস ম্যান হয়ে থাকতে নারাজ।

> **দেশে কোথাও এলপিজি সংকট নেই, অহেতুক নেতিবাচক প্রচার চলছে।**
> -কমল নাথ

> **সংঘাতের পরিবেশ এড়িয়ে ভারত কূটনীতির মাধ্যমে যেভাবে পশ্চিম এশিয়ার সংকট মেটাচ্ছে, তা অনেক পরিণত এবং দক্ষতাপূর্ণ।**
> -আনন্দ শর্মা

পাক মধ্যস্থতায় না ইরানের

মাঝআকাশে ধ্বংস আমেরিকার ২ যুদ্ধবিমান

তেহরান, ৪ এপ্রিল : ইরান-আমেরিকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শনিবার নতুন মোড় নিল। পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনার প্রস্তাব সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে ইরান। এদিন তেহরানের পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয়েছে, ওয়াশিংটনের 'অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য' দাবির মুখে কোনও আলোচনা সম্ভব নয়। এর মধ্যেই গত ২৪ ঘণ্টায় ইরানের আকাশসীমায় আমেরিকার দুটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ভূপতিত করার দাবি ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসলামাবাদে আমেরিকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে ইরান। দেশটির বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানান, ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫ দফার একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, যা পুরোপুরি 'অবাস্তব'। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান তাদের নিজস্ব ফোরামে আলোচনা করতে পারে, কিন্তু ইরান তাতে অংশগ্রহণ করেনি। আঞ্চলিক শান্তি প্রচেষ্টাকে আমরা স্বাগত জানাই, মনে রাখা উচিত এই যুদ্ধ কে শুরু করেছিল।' যদিও পাকিস্তান সরকার মধ্যস্থতা ব্যর্থ হওয়ার খবরকে 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে রণক্ষেত্রে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে মার্কিন বিমানবাহিনী। গত ২৪ ঘণ্টায় ইরানের মাটিতে একটি এফ-১৫ই স্ট্রাইক ইগল এবং কুয়েত সীমান্তে একটি এ-১০ ওয়ার্টহগ যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে। ২০০৩-এ ইরাক যুদ্ধের পর এই প্রথম কোনও যুদ্ধে মার্কিন ফাইটার জেট শত্রুদেশের গোলায় ভূপতিত হল। ইরান দাবি করেছে, তাদের নিজস্ব প্রযুক্তির 'মজিদ' এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে এই হামলা চালানো হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি রাডার সিগন্যাল ছাড়াই ইনফ্রারেড সেন্সরের মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করতে সক্ষম, যা মার্কিন স্টেলথ প্রযুক্তির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পেন্টাগন সূত্রে খবর, এফ-১৫ই বিমানের একজন ক্রু সদস্যকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও অন্য এক পাইলট এখনও নিখোঁজ। তাকে খুঁজতে পাঠানো দুটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারও ইরানি হামলার মুখে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানে নিখোঁজ মার্কিন পাইলটের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে। ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবাফ উপহাস করে বলেছেন, 'আমেরিকার লক্ষ্য এখন শাসন পরিবর্তন থেকে পাইলট খোঁজার লড়াইয়ে নেমে এসেছে।'

শনিবারও যুদ্ধের তীব্রতা কমেনি। ইরানের বুশেহর পারমাণবিককেন্দ্রের কাছে একটি প্রোজেক্টাইল আঘাত হানলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের পেট্রোকেমিক্যাল জোনে মার্কিন বিমান হামলায় অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। পালটা হিসেবে ইরানও দুবাই এবং কুয়েতের বিভিন্ন স্থাপনায় ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। দুবাইয়ের ইন্টারনেট সিটিতে ওরাকল কোম্পানির ভবনের কাছে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ আছড়ে পড়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুর পর শুরু হওয়া এই যুদ্ধ এখন ষষ্ঠ সপ্তাহে পা দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান তথা মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে মার্কিন বায়ুসেনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দাবি করলেও বাস্তবের চিত্র ভিন্ন। যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে তেলের দাম একলাফে ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে গভীর সংকটের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সব মিলিয়ে মধ্যস্থতার পথ বন্ধ হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী ও বিধ্বংসী যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবলতর হচ্ছে।

একনজরে

- পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা ও ১৫ দফা প্রস্তাব 'অযৌক্তিক' বলে জানিয়েছে ইরান
- গত ২৪ ঘণ্টায় ইরানের হামলায় আমেরিকার এফ-১৫ই এবং এ-১০ যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে
- নিখোঁজ মার্কিন পাইলটের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে ইরান
- বুশেহর পারমাণবিককেন্দ্র ও দুবাইয়ের বাণিজ্যিক ভবনে হামলা
- বিশ্ববাজারে তেলের দাম ১১ শতাংশ বেড়েছে

দুর্ঘটনায় মৃত ৯

মুম্বই, ৪ এপ্রিল : মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একই পরিবারের ৯ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছে ৬টি শিশু। মহারাষ্ট্রের নাসিকের ঘটনা। শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিল পরিবারটি। গাড়ি চালাচ্ছিলেন পরিবারেরই এক সদস্য। রাত ১০টা নাগাদ ডিন্ডোরি তালুক এলাকায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি কুয়োয় পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল। আনা হয় সাঁতারুদের। উদ্ধার কাজে হাত লাগান স্থানীয়রাও। দেহগুলি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সবাইকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ক্রেনের সাহায্যে জল থেকে তোলা হয়েছে গাড়িটি।

মৃত পরিবারের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। মৃতদের নিকট আত্মীয়দের ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন তিনি।

স্ত্রী-সন্তান খুন

হায়দরাবাদ, ৪ এপ্রিল : দিনকয়েক আগে এক অন্তঃসত্ত্বা ও ২ নাবালিকার মৃত্যু খবর পায় তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গলের পুলিশ। মৃতার স্বামী আজহারউদ্দিন পুলিশকে জানান পা পিছলে মেয়েদের নিয়ে জলে পড়ে গিয়েছিলেন ফারহাত। কিন্তু স্বামীর কথায় সন্দেহ হয় পুলিশের। ময়নাতদন্তে উঠে আসে খুনের বিষয়টি। আজহারউদ্দিন পুত্রসন্তান চাইছিলেন। দুই মেয়ের পর গর্ভের তৃতীয় সন্তানও মেয়ে হবে ভেবে বারবার গর্ভপাতের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন ফারহাতকে। রাজি না হওয়ায় স্ত্রী-সন্তানদের ডুবিয়ে খুন করেন তিনি।

'আমি থামলেই থামবে ইজরায়েল'

ওয়াশিংটন, ৪ এপ্রিল : ইরান-আমেরিকা রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মাঝে এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের রাশ সম্পূর্ণ তাঁর হাতে রয়েছে। তিনি নির্দেশ দিলেই ইজরায়েল হামলা বন্ধ করতে বাধ্য হবে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমি যা বলব, ওরা (ইজরায়েল) সেটাই করবে। ওরা খুব ভালো সঙ্গী হিসেবে কাজ করছে। আমি যখন থামব, ওরাও তখন থেমে যাবে।'

ট্রাম্পের স্বীকারোক্তি

তবে তাঁর এই মন্তব্য আগের অবস্থানের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। কিছুদিন আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত হবে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে।' সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইজরায়েলে আসন্ন নির্বাচনের মুখে নেতানিয়াহু এখন ট্রাম্পের সমর্থনের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। যদিও নেতানিয়াহু যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে, তবে ট্রাম্পের পরামর্শদাতারা প্রেসিডেন্টের মধ্যে এক ধরনের 'ক্লান্তি' বা যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার সুর লক্ষ করছেন।

ট্রাম্পের দাবি, সামরিক অভিযানের চাপে তেহরান এখন খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইরান সরকারের কর্তারা আমেরিকার সঙ্গে আলোচনার জন্য ছটফট করছে। তিনি বলেন, 'ওরা কেন কল করবে না? গত রাতেই তো আমরা ওদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়িয়ে দিয়েছি। ওরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।' ট্রাম্প আরও যোগ করেন, 'ইরানের নৌ ও বিমানবাহিনীকে কার্যত ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আগামী দু-তিন সপ্তাহ নজিরবিহীন শক্তি প্রয়োগ করা হবে।' তবে যুদ্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের বিষয়টি তিনি নাকচ করে দিয়ে বলেন, 'আমি এআই-কে প্রাণঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে দেব না। এটি এমন এক সিদ্ধান্ত যা একজন প্রেসিডেন্টকেই নিতে হয়।'

সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের সমর কৌশলের এক চমকপ্রদ দিক উঠে এসেছে। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানান, হামলার প্রকৃত সময় গোপন রাখতে ট্রাম্প ইচ্ছাকৃতভাবে সংবাদমাধ্যমে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। এমনকি নিজের উপদেষ্টাদের ওপরও তিনি পুরোপুরি ভরসা করতে পারছিলেন না। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি মার-এ-লাগোতে এক বৈঠকে কক্ষের ভিড় দেখে বিরক্ত হয়ে ট্রাম্প নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেন যে 'অপারেশন বাতিল' করা হয়েছে। আসলে সেটি ছিল কক্ষ খালি করার একটি চাল। পরে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ক্ষুদ্র একটি দলকে নিয়ে সেই রাতেই তিনি চূড়ান্ত হামলার নির্দেশ দেন।

ইরানিদের লড়াকু মানসিকতার প্রশংসা করলেও ট্রাম্পের মতে, 'তারা যোদ্ধা হওয়ার চেয়ে ভালো আলোচক বা মধ্যস্থতাকারী।' এখন দেখার বিষয়, ট্রাম্পের এই 'দুই-তিন সপ্তাহ'-এর সময়সীমার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়।

> **আমি যা বলব, ওরা (ইজরায়েল) সেটাই করবে। ওরা খুব ভালো সঙ্গী হিসেবে কাজ করছে। আমি যখন থামব, ওরাও তখন থেমে যাবে।**
> -ডোনাল্ড ট্রাম্প

চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা

ক্যানসারে বাড়ছে শিশুমৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল : ভারতে শিশু মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যানসার। সম্প্রতি প্রকাশিত 'গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ ২০২৩' (জিবিডি) সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বর্তমানে দেশে শিশুদের মৃত্যুর তালিকায় দশম স্থানে রয়েছে এই মারণব্যাধি। ২০২৩ সালে ভারতে প্রায় ১৭ হাজার শিশু ক্যানসারে প্রাণ হারিয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ক্যানসার বিশ্বব্যাপী শিশু মৃত্যুর অষ্টম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা হাম, যক্ষ্মা এবং এইচআইভি (এইডস)-এর মতো রোগকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ২০২৩ সালে সারা বিশ্বে ৩.৭৭ লক্ষ শিশু নতুন করে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গিয়েছে ১.৪৪ লক্ষ। যাদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ নতুন আক্রান্ত এবং ৯৪ শতাংশ মৃত্যু ঘটছে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার মতো নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিতে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, লিউকেমিয়া, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে ক্যানসার এবং লিম্ফোমার প্রকোপই শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। চিকিৎসক ভেঙ্কটরামন রাধাকৃষ্ণন বলেন, 'সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, ভারতের জাতীয় ক্যানসার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে আজও পেডিয়াট্রিক বা শিশু ক্যানসারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।'

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ঠিক সময়ে রোগ শনাক্ত হলে শিশুদের ক্যানসার নিরাময় সম্ভব। তবে রোগ নির্ণয়ে দেরি এবং চিকিৎসার সুযোগের অভাবেই মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফর্টিস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পূজা বাবরের পরামর্শ, 'দীর্ঘ দিন জ্বর, ওজন কমে যাওয়া বা শরীরে কোনও 'পিণ্ড' দেখা দিলে দেরি না করে পরীক্ষা করানো উচিত।' বিশেষজ্ঞরা এখন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে শিশু ক্যানসাকে গুরুত্ব দেওয়ার এবং দ্রুত রোগ নির্ণয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন।

জীবিকার খোঁজে গিয়ে ফিরছে লাশ

বিদেশে দৈনিক মৃত্যু ২০ ভারতীয় শ্রমিকের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল : পেটের টানে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশের মাটিতে কাজে গিয়েছেন লক্ষ লক্ষ ভারতীয়। কিন্তু সেই স্বপ্ন মাঝপথেই শেষ হয়ে যাচ্ছে তাঁদের অনেকের। কেন্দ্রীয় সরকারের পেশ করা সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে প্রতিদিন গড়ে ২০ জন করে ভারতীয় শ্রমিক বিদেশের মাটিতে প্রাণ হারিয়েছেন। সিংহভাগ মৃত্যুই ঘটেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে।

রাজ্যসভায় বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিংয়ের দেওয়া লিখিত তথ্য বলছে, ২০২১ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে বিদেশে মোট ৩৭,৭৪০ জন ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ২০২১ সালে সবচেয়ে বেশি ৮,২৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০২২ সালে এই সংখ্যা কিছুটা কমে ৬,৬১৪ হলেও পরবর্তী বছরগুলিতে তা ফের ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ২০২৫-এ মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,৮৫৪-এ। উদ্বেগজনক বিষয় হল, মোট মৃত্যুর ৮৬ শতাংশই ঘটেছে উপসাগরীয় দেশগুলিতে। তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (১২,৩৮০) এবং সৌদি আরব (১১,৭৫৭)। এছাড়া কুয়েত, ওমান ও কাতার থেকেও বড় সংখ্যায় ভারতীয়দের মৃত্যুর খবর এসেছে।

শুধু মৃত্যুই নয়, বিদেশের কর্মক্ষেত্রে ভারতীয়দের ওপর চলা শোষণ ও হেনস্তার ছবিটাও ভয়াবহ। গত পাঁচ বছরে ভারতীয় মিশনগুলিতে মোট ৮০,৯৮৫টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে বেতন না পাওয়া বা দেরিতে পাওয়া, পাসপোর্ট আটকে রাখা, অতিরিক্ত খাটুনি এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগই বেশি। এমনকি মায়ানমার বা লাওসের মতো দেশে মৃত্যুর হার কম হলেও সেখানে কাজের জায়গায় শোষণের অভিযোগ লাফিয়ে বাড়ছে।

বিদেশে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'বিদেশে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।' তিনি দাবি করেন, কোনও সমস্যার খবর পাওয়া মাত্র স্থানীয় প্রশাসন ও শ্রম দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এছাড়া শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, সরকারি রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও কেন মৃত্যুমিছিল থামছে না? ২০১২-'১৮-র তুলনায় বর্তমানে মৃত্যুর গড় হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের উদ্বেগ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ইরান যুদ্ধের আবহে মধ্যপ্রাচ্যে থাকা ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ এখন গভীর অনিশ্চয়তার মুখে।

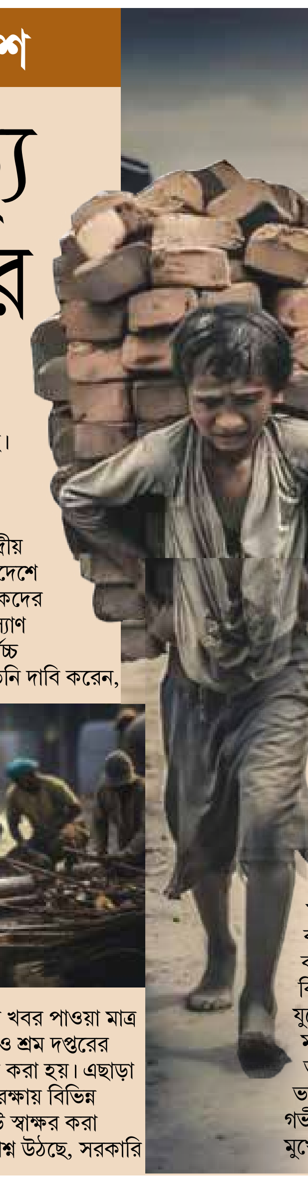

বর্তমানে মিউচুয়াল ফান্ডে নিয়মিত বিনিয়োগের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হল এসআইপি। ছোট থেকে বড় সব ধরনের লগ্নিকারীর প্রথম পছন্দ হলেও চলতি বছরে শেয়ার বাজারে ধস এসআইপি নিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। এই সময়ে এসআইপি বন্ধ করার কথাও ভাবছেন অনেকে। অস্থির এই সময়ে ‘এসআইপি’ নিয়ে কী করা উচিত,তা নিয়ে লিখছেন বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার কৌশিক রায়

এসআইপি বন্ধ না করে ‘স্টেপ আপ’ করুন

চলতি বছরে বড় মাপের সংশোধনের কবলে পড়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। যাঁরা সরাসরি শেয়ার বাজারে লগ্নি করেন তাঁদের পোর্টফোলিও এখন অনেকটাই লোকসানে পৌঁছেছে। এর প্রভাব পড়েছে মিউচুয়াল ফান্ডেও। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ফান্ডে লগ্নি করছেন তাঁদের রিটার্ন নাগাড়ে কমছে। আর যাঁরা সাম্প্রতিক অতীতে ফান্ডে লগ্নি শুরু করেছেন তাঁদের বেশির ভাগেরই এখন লোকসান চলছে। এমন অবস্থায় অনেকে ফান্ড থেকে লগ্নি সরিয়ে নিচ্ছেন। কেউবা এসআইপি বন্ধ করে দিচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হলেও, দীর্ঘমেয়াদে এটি ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে। শেয়ার বাজারের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, দীর্ঘমেয়াদে বড় রিটার্ন পেতে এসআইপি চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ‘স্টেপ আপ’ করা যেতে পারে। অর্থাৎ এসআইপি-র অঙ্ক বাড়ানো যেতে পারে। ১০ শতাংশ পর্যন্ত স্টেপ আপ এই সময়ে আদর্শ পরিকল্পনা হতে পারে।

করোনা মহামারির পর এই দেশে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। আর ফান্ডে লগ্নির প্রধান মাধ্যমই হল সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা এসআইপি। এখন মাসে মাত্র ১০০ টাকা দিয়েও কোনও কোনও ফান্ডে এসআইপি করা যায়।

এসআইপি কী?

এসআইপি হল এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি যাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেন লগ্নিকারীরা। সেই অর্থ বিনিয়োগ হয় মিউচুয়াল ফান্ডে। নিয়ম করে লগ্নি এবং ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের সঞ্চয়ের জন্য এসআইপির ওপরই ভরসা করেন ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা।

যে কোনও ক্ষেত্রের তুলনায় শেয়ার বাজারই বড় অঙ্কের মুনাফার সুযোগ দেয়। যাঁরা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত কিন্তু বড় অঙ্কের রিটার্ন চান, তাঁদের জন্য সেরা মাধ্যম হল মিউচুয়াল ফান্ড। আর এই ফান্ডে বিনিয়োগের সেরা পথ হল এসআইপি।

এসআইপি’র প্রকারভেদ

টপ আপ এসআইপি : এই ধরনের এসআইপি-তে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর আপনাকে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ দেয়। অর্থাৎ আপনার বিনিয়োগকে আরও ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়।

ফ্লেক্সিবল এসআইপি : আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ করে দেয় এই ধরনের এসআইপি।

স্থায়ী এসআইপি : এই ধরনের এসআইপি’তে এক, তিন, পাঁচ বা তারও বেশি সময়ের মেয়াদে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লগ্নি করা যায়।

কেন বিনিয়োগ করবেন

এখন দেখে নেওয়া যাক, কেন এসআইপিকে বিনিয়োগের সেরা মাধ্যম বলা হয়।

বিনিয়োগের গড় খরচ কমানো : এসআইপি মূলত কাজ করে গড় খরচ কমানোর ধারণাকে ভিত্তি করে। যখন শেয়ার বাজার নিম্নমুখী থাকে, তখন লগ্নিকারীরা বেশি ইউনিট কিনতে পারেন। অন্যদিকে বাজার ঊর্ধ্বমুখী থাকলে কম ইউনিট কেনা হয়। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক বিনিয়োগ করলেও বিনিয়োগের গড় খরচ অনেকটাই কমে যায়। বাজার ওঠানামা করলেও দীর্ঘদিন বিনিয়োগ করলে মোটা তহবিল তৈরি হয়।

সুশৃঙ্খল বিনিয়োগ : এসআইপি বিনিয়োগকারীদের নিয়মিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি : এভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে যে রিটার্ন আসে, সেই লাভের অংশ ফের বিনিয়োগ করা হয়। ফলে লাভের অংশ থেকেও রিটার্ন আসে। দীর্ঘমেয়াদে যা বড় অঙ্কের তহবিল তৈরি করতে সাহায্য করে।

বিনিয়োগে ফ্লেক্সিবিলিটি : অল্প পরিমাণ টাকা দিয়ে যে কোনও সময়ে এসআইপি শুরু করতে পারেন বিনিয়োগকারীরা। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসআইপিতে বিনিয়োগের অঙ্ক বাড়ানো যায়। আবার প্রয়োজনে তা কমানোও যায়।

> শেয়ার বাজারের পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, দীর্ঘমেয়াদে বড় রিটার্ন পেতে এসআইপি চালিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ‘স্টেপ আপ’ করা যেতে পারে। অর্থাৎ এসআইপি-র অঙ্ক বাড়ানো যেতে পারে। ১০ শতাংশ পর্যন্ত স্টেপ আপ এই সময়ে আদর্শ পরিকল্পনা হতে পারে।

বিনিয়োগে বৈচিত্র্য : এই মুহূর্তে বাজারে বহু মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে। তাদের লগ্নিও ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাই বিনিয়োগকারীরা নিজেদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী পছন্দের মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করতে পারেন।

বিনিয়োগের আগে জানতে হবে

মিউচুয়াল ফান্ডে রিটার্ন নির্দিষ্ট নয়। রিটার্নের হার যাইহোক না কেন, আপনি যত কম বয়সে বিনিয়োগ শুরু করবেন, আপনার রিটার্নের অঙ্কও তত বেশি হবে। বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন এসআইপি গড়ে ১২ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। এই রিটার্নের হার আপনার ভবিষ্যতের তহবিল সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা তৈরি করে দেবে।

এসআইপিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয় আপনাকে নজরে রাখতে হবে

- মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখতে হবে। একই সঙ্গে ফান্ড কত ফি নেয় সেটা জেনে নিতে হবে।
- ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড যাচাই করতে হবে।
- আপনি চাইলে যে কোনও সময়ে এসআইপিতে বিনিয়োগ বন্ধ করতে পারেন। পরে সুবিধা মতো তা চালু করতে পারেন।
- ফান্ডের লক-ইন পিরিয়ড জানতে হবে। প্রয়োজনে টাকা তোলার ক্ষেত্রে যা কাজে দেবে।
- ফান্ডের বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলি খতিয়ে দেখতে হবে। এতে আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হবে। বিনিয়োগ ক্ষেত্রের ওঠানামা দেখে প্রয়োজনে আপনার লগ্নির অঙ্কও কমানো-বাড়ানো যাবে।
- শেয়ার বাজারে অস্থিরতার সময় শান্ত থাকা ও আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।
- নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আপনার মিউচুয়াল ফান্ডের পারফরমেন্স যাচাই করতে হবে।

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা পতনের পর ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার, দু-দিন ছুটি থাকায় মাত্র তিনদিন লেনদেন হয়েছে চলতি সপ্তাহে। তিনদিনই বড় অঙ্কের উত্থান-পতন হয়েছে শেয়ার বাজারে, সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৩৩১৯.৫৫ এবং ২২৭১৩.১০ পয়েন্টে। দুই সূচকই এক বছরের সর্বনিম্ন অঙ্কের কাছে নেমে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যা লগ্নিকারীদের জন্য ইতিবাচক বার্তা বয়ে এনেছে, তবে পরিস্থিতির বড় কোনও পরিবর্তন হয়েছে, তা বলার সময় এখনও আসেনি। এই আবহে শেয়ার বাজারের প্রাথমিক বিষয়গুলিতে বাড়তি নজর দিতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ার বাছাইয়ের পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণও জরুরি, এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য লগ্নি করলে ভারতীয় শেয়ার বাজারে এখনও বড় অঙ্কের মুনাফা করা যেতে পারে।

চলতি সপ্তাহে শেষ লেনদেনের দিনে এক বছরের সর্বনিম্ন অঙ্কের কাছে নেমে গেলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। মূলত ব্যাংকিং এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যুক্ত প্রথম সারির সংস্থাগুলির শেয়ার কেনায় উৎসাহ দেখিয়েছেন লগ্নিকারীরা, যার জেরে বড় প্রত্যাবর্তন হয়েছে দুই সূচকের। ইরান যুদ্ধ খুব শীঘ্রই থামতে পারে, এই আশায় ভর করে চাঙ্গা হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারও। মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম বাড়াও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে শেয়ার বাজারে। দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির টানা ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় আপাতত সূচকের পতন ঠেকাতে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

আগামী সপ্তাহ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টার এবং বার্ষিক ফল প্রকাশ শুরু হবে। প্রথমেই ফল প্রকাশ করবে টিসিএস। এই সংস্থার ফল আশা পূরণ করলে শেয়ার বাজারে ফের বুলদের তৎপরতা দেখা যেতে পারে, না হলে আরও তলিয়ে যেতে পারে শেয়ার বাজার। সামনে কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল ভালো ফল করলে তা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। খুব শীঘ্রই বর্ষার পূর্বাভাস প্রকাশ করবে আবহাওয়া দপ্তর। এবার স্বাভাবিক বর্ষার পূর্বাভাস থাকলে, তা শেয়ার বাজারে বড় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অন্যদিকে টানা উত্থানের পর সোনা-রুপোর দামে বড় মাপের সংশোধন হয়েছে। এখন দুই মূল্যবান ধাতুর দাম ফের ঊর্ধ্বমুখী হলেও তার স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকছেই। সোনা-রুপোর দাম স্থিতিশীল হলে তবে লগ্নির কথা ভাবা যেতে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র :** বর্তমান মূল্য-৬৩.৮৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৭/৪২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৫৭-৬২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৯১৪১, টার্গেট-৮৫।
- **টিসিএস :** বর্তমান মূল্য-২৪৫০.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৬৩০/২৩৪৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-২৩০০-২৪২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৮৬৬৮৪, টার্গেট-২৮৫০।
- **সান ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-১৬৯৩.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৫১/১৫৪৮, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৬৫০-১৬৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০৬৩৫১, টার্গেট-১৮৫০।
- **ভারতী এয়ারটেল :** বর্তমান মূল্য-১৭৮৯.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১৭৪/১৬৬৯, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১৭০০-১৭৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৩৮০৫৭, টার্গেট-২১০০।
- **ইনফোসিস :** বর্তমান মূল্য-১৩০০.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭২৮/১২১৫, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১২৬০-১২৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২৭৫৫১, টার্গেট-১৪৫০।
- **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩৫৯.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৯৪/৩১৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৫৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৪৮৭৪০, টার্গেট-৪২৫।
- **কল্যাণ জুয়েলার্স :** বর্তমান মূল্য-৩৯৪.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬১৭/৩৪৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৬৫-৩৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০৭২৬, টার্গেট-৪৮০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। কোনওরকম লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

যুদ্ধের তীব্রতায় জ্বলছে তেল ও শেয়ার বাজার

বোধিসত্ত্ব খান

ডোনাল্ড ট্রাম্পের তর্জন-গর্জন বা আশ্বাস কোনওটিই কাজে আসছে না। ইরান ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে মধ্যপ্রাচ্য এখন কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। একদিকে হু হু করে বাড়ছে জ্বালানি তেলের দাম, অন্যদিকে ধস নেমেছে শেয়ার বাজারে। ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতির জন্য এই পরিস্থিতি এক অশনিসংকেত।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় তেলের দাম বাড়লেও জোগানে টান পড়েনি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কেবল অশোধিত তেল নয়, এলএনজি এবং এলপিজি সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। যার জেরে ইতিমধ্যেই ব্রেন্ট ক্রুডের দাম আবার ১১০ ডলার প্রতি ব্যারেল ছুঁয়েছে। কাতার, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিভিন্ন তেল ও এলএনজি টার্মিনাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউরোপের বহু দেশ জ্বালানির দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। তেলের দাম বৃদ্ধিতে ফিলিপিন্স ও শ্রীলঙ্কার মতো ছোট অর্থনীতির দেশ সপ্তাহে এক-দু’দিন কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতেও এর প্রভাব স্পষ্ট। গ্যাসের ঘাটতিতে রেস্তোরাঁগুলি বিপাকে, আর তেলের দাম বৃদ্ধিতে পেট্রোকেমিক্যাল, টায়ার, পেইন্টস ও অটো শিল্প অনিশ্চয়তার মুখে।

গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বার্ষিক বাণিজ্য ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। ভারতের অর্থনীতির এক বড় শক্তি হল প্রবাসীদের পাঠানো টাকা বা রেমিটেন্স। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয়রা বিদেশ থেকে বেশি রোজগার করে। মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ কর্মরত। বছরে তাঁদের পাঠানো রেমিটেন্সের পরিমাণ প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত ভারতীয়রা প্রায় ১২৫ বিলিয়ন ডলার ভারতে পাঠিয়েছে। যার বড় অংশই এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। জ্বালানি অর্থনীতি দুর্বল হলে কর্মসংস্থান ঝুঁকির মুখে পড়বে। যার ফলে রেমিটেন্স কমবে। আর রেমিটেন্স কমলে সরাসরি প্রভাব পড়বে ভারতের এফএমসিজি, হাউজিং, ব্যাংকিং এবং জুয়েলারি সেক্টরে। ব্যাংকগুলির কাসা (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট) ডিপোজিট কমে যাওয়ায় ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও সংকুচিত হতে পারে।

এদিকে ইরান কেবল হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, তারা আমেরিকার তৈরি বহুমূল্য ‘থাড রাডার’ ধ্বংস করে নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। এখন ইরানের লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্যে থাকা আমেরিকার ডেটা সেন্টারগুলি। তারা হুমকি দিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত আমেরিকার ডেটা সেন্টারগুলি তারা ধ্বংস করবে। মেটা, অ্যালফাবেট, অ্যাপল, অ্যামাজন এবং এনভিডিয়া-র মতো সংস্থাগুলি যারা সেখানে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে, তারা এখন চরম উৎকণ্ঠায়।

যুদ্ধ ও অনিশ্চয়তার জেরে বিশ্বের অন্যান্য বাজারের সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারেও বড় ধস নেমেছে। ২০২৬ সালে নিফটির মোট পতন দাঁড়িয়েছে ১৩.০৮ শতাংশ। গত এক সপ্তাহেই পড়েছে ২.২ শতাংশ। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা (এফআইআই) কেবল এপ্রিলের প্রথম দু’দিনেই প্রায় ১৬,০০০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। গত দুই বছরে এই বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩.৫০ লক্ষ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ডলারের তুলনায় টাকার রেকর্ড পতন রুখতে আরবিআই কঠোর পদক্ষেপ করেছে। ব্যাংকগুলির ট্রেডিং পজিশনে সীমাবদ্ধতা আনায় টাকার মান কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বর্তমানে প্রতি ডলার ৯২.৯৮ টাকায় থিতু হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের এই অস্থিরতা দীর্ঘস্থায়ী হলে ছোট ছোট অর্থনীতিগুলি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ইরান-আমেরিকা সংঘাতের চড়া মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ বিনিয়োগকারী ও বিশ্ববাজারকে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

ছোট্ট তারা

জি ডি গোয়েঙ্কা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির মৃন্ময়ী দে নাচে পারদর্শী। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছে।

ডাকঘরে জালিয়াতিতে অধরা মূল অভিযুক্ত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : গ্রাহকদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ডাকঘরের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বৃহস্পতিবার। জালিয়াতির মূল পান্ডার খোঁজে শনিবার জোর তল্লাশি শুরু করল পুলিশ। অভিযুক্ত সঞ্জক মোহরা শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া পোস্ট অফিসের 'ডাক সহায়ক' হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জালিয়াতির বিষয়টি সামনে আসতেই তাঁকে কাজ থেকে বহিষ্কার করেছে ডাকঘর কর্তৃপক্ষ। এই প্রতারণার নেপথ্যে ডাকঘরের ভেতরের কোনও বড় চক্র জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বাড়ি পুলবাজার এলাকায়। গ্রামীণ এলাকায় এজেন্টের কাজ করার সুবাদে অত্যন্ত মিষ্টভাষী সঞ্জক সহজেই মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই গ্রাহকদের পাসবই নিজের কাছে রেখে টাকা জমা ও তোলার কাজ করতেন তিনি। সহজে যাতে ধরা না পড়েন, সেজন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর এই প্রতারণা চালাতেন তিনি। এখনও পর্যন্ত অন্তত দশজনের সঙ্গে এই জালিয়াতির প্রমাণ মিলেছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, গত দু'বছরে জাল সই করে এক তরুণীর অ্যাকাউন্ট থেকে ছ'দফায় মোট ৭০ হাজার ৮০০ টাকা তুলেছেন অভিযুক্ত। এর মধ্যে দু'বার ২০ হাজার এবং একবার ৬০০ টাকাও তোলা হয়েছে। আরেক তরুণীর অ্যাকাউন্ট থেকেও তোলা হয়েছে ২৯ হাজার টাকা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ২০ হাজার এবং ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাত্র ১৭ দিনের ব্যবধানে প্রথমে ৬ হাজার ও পরে ৩ হাজার টাকা তোলা হয়। সব মিলিয়ে দশজনের অ্যাকাউন্ট থেকে ২৯ বার জাল সই করে টাকা তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, ৯ বার টাকা জমা দেওয়ার নামেও প্রতারণা করা হয়েছে। পাসবুকে জমার স্ট্যাম্প থাকলেও, সরকারি অ্যাকাউন্টে সেই টাকা জমাই পড়েনি।

নিয়ম অনুযায়ী, টাকা তোলার সময় গ্রাহকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তা সত্ত্বেও গ্রাহক ছাড়া কীভাবে এজেন্ট টাকা তুললেন তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের পদস্থ কর্তাদের ভূমিকাও এখন প্রশ্নের মুখে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলেই জালিয়াতির পুরো জাল গুটিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

মনোনয়ন পর্বে রাজনৈতিক সৌজন্য ইসলামপুরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ এপ্রিল : শনিবার ভোটের মনোনয়ন পর্বে রাজনৈতিক সৌজন্য বজায় রাখল ইসলামপুর। শহরের প্রধান সড়কে সামান্য দূরত্বে সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপির মিছিল অতিক্রম করেছে। কিন্তু কোনও বিরূপ স্লোগান শোনা যায়নি। পরস্পরের উদ্দেশ্যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যও শোনা যায়নি।

বিজেপির মিছিলে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্তমান সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল অনুরাগের সঙ্গে ছিলেন। অনুরাগ এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ঘাসফুল শিবিরকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। সিপিএমের তরফে ঘাসফুল ও গেরুয়া শিবিরকে তুলোধোনা করা হয়েছে। কংগ্রেস দাবি করেছে, তারাই সুশাসনের একমাত্র বিকল্প। এদিনকার মনোনয়ন পর্বের মিছিলের জেরে রাজ্য সড়ক সহ নিউটাউন রোডে যান চলাচলে সমস্যা হয়েছে।

এদিন মোট ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা করেছেন। চাকুলিয়া থেকে কংগ্রেসের আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর), ইসলামপুর থেকে গুড্ডি রিয়াজ, চোপড়া থেকে জাকির আবেদিন কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন। চোপড়া ও ইসলামপুরের সিপিএম প্রার্থী যথাক্রমে মকলেশ্বর রহমান ও সামি খান এবং গোয়ালপোখরের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা করেন। গোয়ালপোখর, চোপড়া এবং ইসলামপুর আসনে হুমায়ুন কবীরের দলের তিন প্রার্থীও এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বিএসপি-র দুই প্রার্থী ইসলামপুর এবং চাকুলিয়া থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বিজেপির চোপড়া, ইসলামপুর এবং চাকুলিয়ার প্রার্থীর পাশাপাশি এসইউসিআইয়ের একজন প্রার্থী চাকুলিয়া থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

শনিবার ইসলামপুরে মনোনয়নপত্র পেশ করতে চলেছেন কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি প্রার্থীরা।

এদিন তিস্তা মোড় থেকে বিজেপির মিছিল শুরু হয়। মিছিলে বর্ণাঢ্য ট্যাবলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেটা দেখতে সাধারণ মানুষ রাস্তার পাশে ভিড় করেছিলেন। বাম প্রার্থীরা হুডখোলা জিপে মিছিলে অংশ নেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের ইসলামপুরের প্রার্থী গুড্ডি রিয়াজ হেঁটে মিছিল নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান। এদিন দুপুরে লালপার্টি, গেরুয়া ও ঘাসফুল শিবিরের ঝান্ডায় রাজপথ রঙিন হয়ে উঠেছিল। বামেদের মিছিল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে কংগ্রেসের মিছিল এগিয়ে চলছিল। কংগ্রেসের মিছিলের ১৫০ মিটার পিছনে ছিল বিজেপির মিছিল। কিন্তু শান্তি কোথাও বিঘ্নিত হয়নি।

- ইসলামপুরে এদিন মোট ১৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন
- সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির মিছিল থেকে বিরূপ স্লোগান শোনা যায়নি
- পরে তাঁদের একসঙ্গে চায়ের টেবিলে আলোচনায় মেতে উঠতে দেখা গিয়েছে

ইসলামপুরের সিপিএম প্রার্থী সামি খান বলেন, 'বিজেপির তো অ্যাজেন্ডা বলে কিছু নেই। আর তৃণমূল তো রাজ্যটিকে শেষ করে দিয়েছে। মানুষের আবেগ বুঝে বলছি আমি জিতবই।' কংগ্রেস প্রার্থী গুড্ডি রিয়াজ বলেন, 'মহিলা প্রার্থী হিসেবে স্বাস্থ্য, শিক্ষার উন্নয়নে জান লড়িয়ে দেব। তৃণমূল সরকার রাজ্য ও বিজেপির সরকার কেন্দ্রের সর্বনাশ করে দিয়েছে। মানুষ এবার কংগ্রেসের উপরেই ভরসা রাখবে।'

অনুরাগ বলেছেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিয়ে গোটা রাজ্যকে দুর্নীতির আঁতুড়ে পরিণত করেছেন মমতা। মালদার মোথাবাড়ির ঘটনা যার অন্যতম দৃষ্টান্ত।' রাজনৈতিক লড়াই যতই থাকুক, শহরের পথে পথে এদিন কাস্তে হাতুড়ির ঝান্ডা, ঘাসফুলের ঝান্ডা, হাতের ঝান্ডা সহ পদ্মফুলের ঝান্ডা হাতে নিয়ে সব দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের একাংশের একসঙ্গে চা খেতে খেতে রাজনৈতিক চর্চায় মশগুল হয়ে ওঠাও রীতিমতো নজর কেড়েছে।

টক টু গৌতম কর্মসূচিতে তৃণমূল প্রার্থী। শনিবার শিলিগুড়িতে।

ফোনের পাশে গীতা নিয়ে চাপানউতোর

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : শনিবার 'টক টু গৌতম'-এর দ্বিতীয় পর্ব সারলেন গৌতম দেব। দলীয় কর্মীদের নিয়ে নিজের বাড়িতে বসে ফোনে সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনেন তিনি। এদিন তাঁর সামনে থাকা টেবিলে ফোনের পাশেই গীতা রাখা ছিল। বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ প্রচারে বেরিয়ে গীতা বিলি করছেন। শংকরকে টেক্কা দিতেই গৌতম টেবিলে গীতা রেখেছিলেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

গৌতম বলেন, 'আমার বাড়ি গীতাময়। একটি গীতা টেবিলে রাখা ছিল। থেকে গিয়েছে। এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ নেই।' শংকর তাঁর প্রতিপক্ষকে কটাক্ষ করে বলেন, 'এটাই গীতার শক্তি। যারা হাতে গীতা নিয়ে ঘোরে তাদের বিদ্রুপ না করে গীতাকে মনে স্থান দিন। গীতার দেখানো পথে নিশ্চয় মানসিক শান্তি খুঁজে পাবেন।'

'টক টু গৌতম'-এ এদিন ৩৫টি ফোন এসেছিল। কেউ ফোন করে জমি সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলেন কেউ আবার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। কেউ ফোন করে এলাকায় ড্রাগস বিক্রির অভিযোগও করেছেন। কেউ কেউ আবার ফোন করে গৌতমকে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য শুভেচ্ছাও জানান। এদিন শহরের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ৭টি ফোন এসেছিল। এই ওয়ার্ডের বাসিন্দা অভিজিৎ সেন ফোন করে জানান, এক সপ্তাহ আগে জলের পাইপলাইন ফেটে যাওয়ার বিষয়টি জানানো হলেও এখনও তার কোনও সুরাহা হয়নি। গৌতম ঠান্ডা মাথায় সব প্রশ্নের উত্তর দেন। ৮ এপ্রিল রাতে ওই ওয়ার্ডেই থাকবেন বলে জানিয়েছেন গৌতম।

জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লক থেকে এক ব্যক্তি ফোন করে দুয়ারে র‍্যাশন এবং বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর না পাওয়ার বিষয়ে অভিযোগ করেন। গৌতম বলেন, '৪ মে'র পর বিষয়টি দেখা হবে।' ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এত অভিযোগ আসা প্রসঙ্গে গৌতম বলেন, '৪৬ নম্বর ওয়ার্ড অনেক বড়, তাই কিছু সমস্যা আছে। মানুষকে নিয়ে কাজ করেছি। মানুষ সেই

টক টু গৌতম দ্বিতীয় পর্ব

ভালোবাসা ফিরিয়ে দিচ্ছে। হয়তো শিলিগুড়ি আমার জন্যই অপেক্ষা করছে।' এদিনের অনুষ্ঠানে এক নাগরিককে ফোনে রঞ্জন শীলশর্মাকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। তিনি শহরবাসীকে ৬ এপ্রিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন।

শংকর বলেন, 'তৃণমূলের তরফে আগে থেকেই কে ফোন করবে সেটা ঠিক করা ছিল। তবে আচমকা যে ফোনগুলো আসে তিনি সেগুলোর উত্তর ঠিকমতো দিতে পারেন না। এসব বুঝতে রাজনীতি করতে হয় না।'

কিশোরীর যৌন হেনস্তায় ধৃত বৃদ্ধ

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : কিশোরীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে শনিবার ৭১ বছর বয়সি এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি ব্যাংকের প্রাক্তন কর্মী। বিহারের বাসিন্দা হলেও গত কয়েক বছর মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকায় থাকেন।

কিশোরীর মা দুধ বিক্রি করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ওই কিশোরী বৃদ্ধকে দুধ দিতে যায়। তখন ওই বৃদ্ধ কিশোরীকে যৌন হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা বামেদের

কালো ব্যাজ পরে মনোনয়নপত্র পেশ কংগ্রেসের

তমালিকা দে ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : শনিবার কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট প্রার্থীরা শিলিগুড়িতে মনোনয়নপত্র জমা করলেন। বামেরা যেখানে শোভাযাত্রা সহকারে মনোনয়নপত্র পেশ করে, সেখানে কংগ্রেস কালা দিবস পালনের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র জমা করেছে। বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। এজন্য মনোনয়নপত্র জমার সময় কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা কালো ব্যাজ পরে হাজির ছিলেন।

শোভাযাত্রা থেকে বামেরা নিজেদের অবশিষ্ট শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করে। দুর্নীতি, বেকারদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, নারীদের নিরাপত্তা সহ আরও কয়েকটি সামাজিক ইস্যুতে আওয়াজ তোলে বামেরা। দুই দলের শিলিগুড়ি ও মাটিগাড়া-নকশাবাড়ির প্রার্থীরা শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা করেন। এদিন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই কারণে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে পুলিশের পাশাপাশি আধাসেনা মোতায়েন ছিল। কংগ্রেস ও বামেদের ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থীরা শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদে মনোনয়নপত্র জমা করেন। মনোনয়নপত্র জমাকে ঘিরে এদিনও শহরে যানজট হয়।

এদিন অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে মিছিল করে শিলিগুড়ির বাম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির প্রার্থী ঝরেন রায় মনোনয়নপত্র জমা করতে যান। কর্মীদের কেউ পরেছিলেন লাল টুপি, কারও হাতে ছিল লাল বেলুন। ঢাক, ঢোল, ধামসা, মাদলের তালে কোমর দুলিয়ে মহিলা কর্মীদের নাচতেও দেখা যায়।

তবে শিলিগুড়ি জংশনের আম্বেদকর মূর্তির নীচে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা জমা হন। এরপর অল্প কিছুটা হেঁটে মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছান। সেখানে নির্বাচনের আগে বৈধ ভোটারদের নাম কাটা নিয়ে কমিশনকে নিশানা করা হয়। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির প্রার্থী অমিতাভ সরকার বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের ওপর আমাদের আস্থা নেই। দীর্ঘ বছর ধরে যাঁরা আমাদের সঙ্গে ভোট দিয়ে আসছেন, তাঁদের অনেকে এবার ভোট দিতে পারবেন না। এসআইআর-এর নামে প্রহসন চলছে।' শিলিগুড়ির প্রার্থী অলোক ধাড়া বলছেন, 'সবাই চেয়েছিল এবার আমরা এককভাবে লড়াই করি। কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন মানুষ বামেদের হাত ছেড়ে একা লড়াই করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এতে আমাদের শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাবে।'

মনোনয়নপত্র জমা দিতে শিলিগুড়িতে সিপিএম ও কংগ্রেসের মিছিল। -সূত্রধর

ফাঁসিদেওয়ার প্রার্থী নবনীতা তিরকি মহকুমা পরিষদে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা করেন। হাসমি চক থেকে ছোট মিছিল করে দলের নেতা-কর্মীরা প্রার্থীকে নিয়ে মহকুমা পরিষদে যান।

এদিকে, ভোট বৈতরণি পার হতে বাম প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে জোর দিয়েছেন। শরদিন্দুর প্রচারে প্রথম দিন থেকে ময়দানে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মিছিলে অশোককে সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসে আমাদের সমর্থন জানাচ্ছেন, তাতে আমরা আশাবাদী শিলিগুড়ি মডেল ফেরাতে মানুষ শরদিন্দুকে ভোট দেবেন।'

শরদিন্দু বলছিলেন, 'কর্মীদের উচ্ছ্বাস ও পথচলতি মানুষের সাড়া থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ পরিবর্তন চাইছেন।' তিনি বলছেন, 'বাবা-মায়ের ছবিতে প্রণাম করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসেছি। সাধারণ মানুষ যেভাবে পাশে থেকে শক্তি জোগাচ্ছে তাতে শহরে বামেদের পুনরুত্থান হবে।' এদিনের শোভাযাত্রায় প্রার্থীদের পাশে ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। ফাঁসিদেওয়ার বাম প্রার্থী সুমন্তি এক্কা মহকুমা পরিষদে মনোনয়নপত্র জমা করেন। এদিন দার্জিলিং ও কার্সিয়াংয়েও কংগ্রেস প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

খুনের চেষ্টায় হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : প্রতিবেশী তরুণকে ভাঙা মদের বোতল দিয়ে আঘাত করে খুনের চেষ্টায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত টিলশংকর মুখিয়াকে শুক্রবার গভীর রাতে সূর্য সেন কলোনি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শুক্রবার বিকালে পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের শহিদ কলোনির বাসিন্দা বিদ্যুৎ দে-র বাড়িতে ঢুকে ভাঙা মদের বোতল দিয়ে বিদ্যুতের বুক, গলা ও হাতে আঘাত করেন টিল। মদের বোতলের আঘাতে বিদ্যুতের প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন বিদ্যুৎ। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর বুকের পাজরের একটি হাড় ভেঙে গিয়েছে।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে রাতেই অভিযোগ দায়ের করেন বিদ্যুতের পরিবারের সদস্যরা। তারপরেই টিলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগ, গ্রেপ্তার হওয়ার পরও বিদ্যুতের পরিবারকে আবারও দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন ধৃত। শনিবার বিদ্যুতের আত্মীয় শম্পা দে সূত্রধর বলেন, 'টিলশংকর পুলিশের সামনে আমাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। আগে ডাবগ্রাম এলাকায় এক ব্যক্তিকে মেরে কার্যত পঙ্গু করে দিয়েছে অভিযুক্ত। পাড়ায় টিলশংকরকে নিয়ে অনেকে আতঙ্কে আছে।'

ভোটমুখী শহরে নজরদারি নেই

ফের নম্বরহীন টোটোর দৌরাত্ম্য

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : ভোটমুখী শহরে ফের অবৈধ টোটোর দৌরাত্ম্যের জেরে যানজট সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অভিযোগ, নির্বাচনের আবহে ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি শিথিল হতেই নম্বরহীন টোটোর দৌরাত্ম্য বেড়েছে। ভোট পরিস্থিতিতে ব্যস্ত থাকা পুলিশ কতটা নজর দেবে অবৈধ টোটোয়, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়।

টোটোর দৌরাত্ম্যে রাশ টানতে একটা সময় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের তরফে একাধিক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল শহরের প্রধান চারটি সড়কে নম্বরহীন টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা। যদিও বিধিনিষেধগুলি এখন একপ্রকার শিকেয় উঠেছে। বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বর্তমান সময়ে নম্বরহীন টোটোর চালকদের শহরের প্রধান সড়কগুলিতে দাপিয়ে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোড ও বর্ধমান রোডে দিনের বিভিন্ন সময় এমন টোটোর দেখা মিলছে। নতুন করে যানজট হওয়ায়, পথচলতি সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। এমনই এক টোটোচালক মাধব রায়ের স্বীকারোক্তি, 'এখন খুব একটা কড়াকড়ি নেই। সব রাস্তাতেই টোটো নিয়ে যাওয়া যায়। পুলিশ কিছু বলে না।' বিধান রোডে টোটো নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন জয় সরকার। নম্বরের কথা বলতেই তাঁর জবাব, 'কয়েকদিনের মধ্যেই নম্বর প্লেট পেয়ে যাব। তবে এখন আর আগের মতো সমস্যা হয় না।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'এটা নিয়ে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। পুলিশ সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবশ্যই নেবে। কীভাবে সবাই এখানে আয় করতে পারেন এবং যাত্রীরা সঠিকভাবে তাঁদের নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন, সেদিকে নজর রেখেই সমস্ত কিছু করা হবে।'

শহর শিলিগুড়ির বাসিন্দা টোটোন শর্মা বলেন, 'এখন তো সব রাস্তাতেই নম্বরহীন টোটো নজরে আসে। তার জেরে যানজট সমস্যাও বেড়ে চলেছে। শীঘ্রই পুলিশের তরফে

> **দিন প্রতিদিন নম্বরহীন টোটোর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি চালানো প্রয়োজন।**
>
> **-রাকেশ পাল** *সভাপতি, বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়ন*

কঠোর পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।' শিলিগুড়ি বৃহত্তর ই-রিকশা ইউনিয়নের সভাপতি রাকেশ পাল বলেন, 'একটা সময় নিয়ম জারি হলেও বর্তমানে নজরদারির কিছুটা অভাব রয়েছে। নতুন করে টোটো বিক্রি চলছে। ফলে দিন প্রতিদিন নম্বরহীন টোটোর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি চালানো প্রয়োজন।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক ডিসিপি কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাদের তরফে অভিযান চলছে। এখন হয়তো নিয়মিত সম্ভব হচ্ছে না। তবে অবৈধ টোটোর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান জারি থাকবে।'

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : ভোটের আবহে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ ছোটু। তিনি ১ নম্বর ওয়ার্ডের রতনলাল বস্তির বাসিন্দা। তল্লাশি চালাতেই কোমর থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পকেট থেকে একটি কার্তুজও উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে শনিবার আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বাজেয়াপ্ত টাকা

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : শুক্রবার গভীর রাতে জলপাই মোড়ে স্ট্যাটিক সারভেলান্স টিমের নাকা তল্লাশি চলার সময় একটি গাড়ি থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পারায় ওই টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই গাড়িতে থাকা তরুণের বক্তব্য, 'টাকাটা পেট্রোল পাম্পের। নথি সংক্রান্ত কিছু সমস্যা থাকায় টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

নির্বাচনি সভা

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : শনিবার 'স্কুল বাঁচাও, প্রজন্ম বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও'- এই স্লোগাল তুলে বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনি প্রচার সভা করল এবিটিএ ও এবিপিটিএ-এর দার্জিলিং শাখা। সভায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তদের কঠোর শাস্তি, স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ সহ আরও তিন দফা দাবি তোলা হয়।

ধৃত ৩

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, হিমাচল কলোনি এলাকায় কয়েকজন তরুণ ধারালো অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। জেলা আদালতের বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

খেলার ছলে বিজ্ঞান শিখল পড়ুয়ারা

উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে পড়ুয়ারা।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : মজার পিছনে রয়েছে কঠিন বিজ্ঞান। তবে পড়ুয়াদের কাছে সহজ করতে মজার ছলে সেই বিজ্ঞান তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার বিজ্ঞানমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি ও পাহাড় থেকে পড়ুয়ারা ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

বিজ্ঞান মানেই জটিল কোনও ব্যাপার ভেবে অনেক সময় পড়ুয়ারা ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু মজার ছলে বিজ্ঞানের ম্যাজিক যদি পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে তাদের সেব্যাপারে ভয়ের পরিবর্তে আগ্রহ জন্মাবে। এই ভাবনা থেকেই এদিন ম্যাজিক বিজ্ঞান শো দেখানো হয়। সাদা কাগজে জল স্প্রে করলেই ফুটে উঠছে লেখা, বেলুনের ভেতরে সুচ ঢোকালেও তা ফাটছে না আবার চেয়ারে পেরেকের কুশনের উপর বসলেও ব্যথা লাগছে না, এগুলো ম্যাজিকের মতো পড়ুয়াদের কাছে তুলে ধরা হয়। যদিও এটা যে শুধু ম্যাজিক নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে বিজ্ঞানতত্ত্ব তা পড়ুয়াদের

- সাদা কাগজে জল স্প্রে করলেই ফুটে উঠছে লেখা
- বেলুনের ভেতরে সুচ ঢোকালেও তা ফাটছে না
- চেয়ারে পেরেকের কুশনে বসলেও ব্যথা লাগছে না
- এর পিছনের বিজ্ঞান বোঝানো হয় পড়ুয়াদের

কাছে তুলে ধরেন বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। তিনি বলেন, 'পড়ুয়াদের ভীতি কাটাতেই এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ম্যাজিকের মতো এগুলো তুলে ধরলে পড়ুয়াদের মধ্যে একদিকে যেমন আগ্রহ জন্মায় পাশাপাশি তারা সহজভাবে বিজ্ঞান বোঝে।'

এদিন দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুল, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুল, ভারতী হিন্দি বিদ্যাপীঠ, মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুল সহ আরও কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞান শো দেখতে এসে রাজেন্দ্রপ্রসাদ গার্লসের ছাত্রী ইয়াসমিন পারভিন বলেন, 'বিজ্ঞানের পেছনে যে এতটা মজা রয়েছে তা এখানে এসেই বুঝতে পারলাম।' অন্যদিকে, শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র অনিকেত ঝা বলে, 'শুধু ম্যাজিক নয়, এর পিছনে কী বিজ্ঞান রয়েছে তা বিস্তারিত বোঝানো হয়েছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

বিষাক্ত গ্যাসে রুশ প্রতিরোধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৫ সালে পোল্যান্ডের ওসোউইক দুর্গে এক হাড় হিম করা ঘটনা ঘটে। জার্মানরা দুর্গ দখল করতে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস ছোড়ে। রুশ সেনাদের কাছে কোনও গ্যাস মাস্ক ছিল না। জার্মানরা ভেবেছিল সবাই মারা গিয়েছে। তারা যখন নিশ্চিন্তে দুর্গের দিকে এগোচ্ছে, তখন ধোঁয়ার ভেতর থেকে রুশ সেনারা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্লোরিন গ্যাসের কারণে তাদের ত্বক পুড়ে গিয়েছিল, চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল এবং কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছিল। এই জ্যান্ত লাশদের রক্তমাখা বীভৎস চেহারা দেখে জার্মান সেনারা এতটাই ভয় পেয়ে যায় যে তারা পিঠটান দেয়। ইতিহাসের পাতায় এই ঘটনা অ্যাটাক অফ দ্য ডেড মেন নামে পরিচিত।

স্নায়ুযুদ্ধের এক গোপন প্ল্যান

স্নায়ুযুদ্ধের সময় রাশিয়া যখন স্পুটনিক পাঠিয়ে মহাকাশ গবেষণায় এগিয়ে যায়, তখন আমেরিকা মরিয়া হয়ে ওঠে। নিজেদের সামরিক জোর দেখাতে আমেরিকার বিমানবাহিনী এক চরম পাগলামির ছক কষে। তাদের গোপন প্রোজেক্ট এ-ওয়ান-ওয়ান-নাইন'এর উদ্দেশ্য ছিল চাঁদের বুকে একটি পরমাণু বোমা ফাটানো। এর ফলে চাঁদে যে বিশাল ধুলোর মেঘ তৈরি হত, তা পৃথিবী থেকে খালি চোখেই দেখা যেত। তারা ভেবেছিল এতে সারা বিশ্ব আমেরিকার শক্তি দেখে ভয় পাবে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কার্ল সেগানও এই প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সৌভাগ্যবশত, এই আত্মঘাতী পরিকল্পনা পরে বাতিল করা হয়, কারণ বিজ্ঞানীরা বোঝেন এতে মহাকাশ চিরকালের মতো দূষিত হয়ে যাবে।

পৃথিবী ধ্বংসের চরম গুজব

১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে যাবে শুনে সারা বিশ্বে এক ভয়ংকর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। একদল বিজ্ঞানী দাবি করেন, ধূমকেতুর লেজে বিষাক্ত সায়ানাইড গ্যাস আছে এবং পৃথিবী সেই লেজের ভেতর দিয়ে গেলে সব মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। এই গুজবে মানুষ বাজার থেকে অ্যান্টি কোমেট পিল বা ধূমকেতু রোধী বড়ি আর গ্যাস মাস্ক কিনতে শুরু করে। অনেকে আবার শেষ দিনের কথা ভেবে ঘরের জানলা, দরজা টেপ দিয়ে আটকে দেন। নির্দিষ্ট দিনে ধূমকেতুটি আকাশে বিশাল আলোর ঝলকানি দিয়ে চলে যায়, কিন্তু পৃথিবীর কোনও ক্ষতিই হয়নি। মানুষের গুজব আর ভয় যে কতটা হাস্যকর পর্যায়ে যেতে পারে, এটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ডিএনএ নিয়ে অদ্ভুত খেলা

রাতের অন্ধকারে জোনাকি জ্বলে, কিন্তু যদি একটা আস্ত শুয়োর অন্ধকারে নিয়ন আলোর মতো জ্বলজ্বল করে। ২০০৬ সালে তাইওয়ানের বিজ্ঞানীরা ঠিক এই অসাধ্য সাধন করেন। তাঁরা জেলিফিশের শরীর থেকে সবুজ আলো ছড়ানোর প্রোটিন নিয়ে শুয়োরের ভ্রূণের ডিএনএ-তে ঢুকিয়ে দেন। এর ফলে জন্ম নেওয়া শুয়োরগুলো বাইরে থেকে সাধারণ মনে হলেও, অন্ধকারে বা অতিবেগুনি রশ্মির নীচে এদের পুরো শরীর সবুজ আলোয় জ্বলে ওঠে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই শুয়োরগুলোর ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সবুজ। মূলত বিভিন্ন জিনগত রোগ কীভাবে শরীরে ছড়ায়, তা চোখের সামনে দেখার জন্যই এই অদ্ভুত গবেষণা করা হয়েছিল।

মালতীপুরে সভায় দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে মমতা

‘ভোট না দিলে সম্পর্ক নেই’

শেখ পান্না

রতুয়া, ৪ এপ্রিল : তৃণমূলকে ভোট না দিলে আর কোনও সম্পর্কই রাখবেন না! শনিবার মালদার মালতীপুরের নির্বাচনি জনসভা থেকে ঠিক এই ভাষাতেই ভোটারদের মন গলানোর চেষ্টা করলেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে যে রাজনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক তৈরি হতে পারে, তা একজন পোড়খাওয়া রাজনীতিক হিসেবে তিনি বিলক্ষণ জানেন। আর সেই কারণেই হয়তো বিতর্কের আঁচ পেয়ে আগেভাগেই তিনি জুড়ে দিয়েছেন যে, ‘সরকারে থাকলে উন্নয়ন চলবেই। কিন্তু আমি খুব সেন্টিমেন্টাল। তাই তৃণমূলকে ভোট না দিলে অসম্মানিত বোধ করব।’

মালতীপুরে সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যরা। শনিবার।

বিরোধীদের একাংশের অবশ্য স্পষ্ট অভিযোগ, মমতা অত্যন্ত সুকৌশলে আবেগী কথা বলে ভোটারদের প্রভাবিত করতে চাইছেন। এদিন দিনভর এই মন্তব্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও বিস্তর চর্চা চলেছে। শনিবার সামসী কলেজ মাঠে রতুয়া, মালতীপুর ও হরিশ্চন্দ্রপুরের তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভা থেকে মমতা কংগ্রেস এবং সিপিএমকে ভোট না দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে জোরালো আবেদন জানান। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘ওই দলগুলিকে ভোট দিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ একটি বা দুটি আসন পেয়ে তারা কখনওই সরকার গড়তে পারবে না।’ তবে এদিনের সভায় সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে সদ্য তৃণমূল ছেড়ে নিজের পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরে যাওয়া মৌসম বেনজির নুরের প্রতি মমতার তীব্র আক্রমণ। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মৌসমের এই দলবদল মালদা জেলার রাজনীতিতে বড়সড়ো প্রভাব ফেলেছিল এবং এর ফলে কংগ্রেস নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছিল। এতদিন এই বিষয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো নীরব থাকলেও, এদিন মালতীপুরের হাইভোল্টেজ সভায় দাঁড়িয়ে অবশেষে তিনি মুখ খুললেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মালতীপুর বিধানসভায় মৌসম এখন বড় ফ্যাক্টর। নাম না করে মৌসমের উদ্দেশে মমতা বলেন, ‘মালদায় তৃণমূলের কোনও জনপ্রতিনিধি ছিল না বলেই তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছিল। একজন মা তাঁর সন্তানকে যতটা দিতে পারেন, দল তাঁকে সবটাই দিয়েছিল। কিন্তু ভোটের ঠিক আগেই তিনি দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন।’ দলত্যাগীদের প্রতি কড়া বার্তা দিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ‘যাঁরা তৃণমূল থেকে সব সুযোগসুবিধা নিয়ে চলে গিয়েছেন, তাঁদের যেন একটিও ভোট দেওয়া না হয়।’ যুদ্ধের সময় যাঁরা ময়দান ছেড়ে পালান, তাঁদের কোনওভাবেই ক্ষমা করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মালতীপুরে তৃণমূলের প্রার্থী তথা জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী এবং কংগ্রেসের প্রার্থী মৌসমের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দলের কাছেই এই কেন্দ্রটি এখন সম্মান রক্ষার লড়াই। এই আসনে মৌসমের পরাজয় হলে কংগ্রেস যেমন বড় ধাক্কা খাবে, তেমনই আব্দুর রহিম বক্সী হারলে গোটা মালদা জেলায় শাসকদলের ভাবমূর্তি ধাক্কা হবে।

মমতা এখনও পর্যন্ত যতগুলি নির্বাচনি সভা করছেন, তার প্রত্যেকটিতেই মূল নিশানায় ছিল বিজেপি। কিন্তু মালতীপুরে মমতার তির কংগ্রেসের দিকে ঘুরে যাওয়ায় চর্চা চলছে জেলার রাজনীতিতে। এদিন উপস্থিত জনতাকে আসন্ন নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে মমতা বলেন, ‘নববর্ষে মালদাবাসীর কাছ থেকে আম এবং আমসত্ত্বের উপহার যেন এবার তৃণমূলই পায়।’ অর্থাৎ, ভোটের বাক্সেই সেই উপহার চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

সবশেষে মঞ্চের উপরেই স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে গানের তালে তালে পা মেলাতে দেখা যায় তৃণমূল নেত্রীকে।

গোরু পাচারে সালিশি

সিতাই, ৪ এপ্রিল : গোরু পাচারকারী দুই গোষ্ঠীর বিবাদ মেটাতে সালিশি সভা তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের! তাতে বকলমে নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানের স্বামী রাজেশ কালোয়ার। কিন্তু, সভায় মীমাংসা না হওয়ায় চলল দেদার বোমাবাজি। শুক্রবার রাতে গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোরামপয়স্তিতে ছড়াল উত্তেজনা। পুলিশি অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন দুজন। যাঁর মধ্যে একজন প্রধানের ঘনিষ্ঠ বলেই খবর। তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান কেন পাচারকারীদের নিয়ে সালিশি ডাকলেন, সেই প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনাম কালোয়ার। তাঁর বক্তব্য, ‘তিনি ওই সালিশি সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তবে সভা হওয়ার কথা ছিল।’ বিজেপির অভিযোগ, পঞ্চায়েত প্রধান গোরু পাচারে যুক্তদের থেকে নিয়মিত ভাগ পেতেন বলে সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

জবাবে প্রধান বলেন, সভা শেষে মূল অভিযুক্ত গিতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বহু মানুষ নিয়ে এলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর ঘনিষ্ঠ জাহানুর হককে বাড়ি থেকে খাবার আনতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। প্রধান স্বীকার করেন, এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। মূল অভিযুক্ত মিনাজুল হকের নামও তিনি উল্লেখ করেন।

শুক্রবার বিকেলে ভোরাম গ্রামের বাসিন্দা মিনাজুল হক ও আসাদুল হকের মধ্যে তীব্র বচসা ও মারামারি হয়। দুজন এলাকায় গোরু চোরাকারবারি হিসেবে পরিচিত। বিষয়টি মিটিয়ে নিতে সালিশি সভা বসে। গ্রামবাসীদের দাবি, সেই সভায় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা চললেও সমাধান না হওয়ায় দু'পক্ষই নিজেদের সমর্থকদের জড়ো করতে শুরু করে। এরপরই তা সংঘর্ষের রূপ নেয়। বোমাবাজি হলে আতঙ্ক ছড়ায়।

রাঁধেন যিনি

প্রথম পাতার পর

ও নিজের সমস্ত কাজ করে নিতে পারে। এই গুণ তাকে অনেকের চেয়ে আলাদা করে।’ স্ত্রী বাইরে গেলে ছেলের দেখভালে ত্রুটি রাখেন না শংকর। শ্রেয়াশও নাকি বাবাকে দেখে নিজের কাজ নিজে করে নিতে শিখছে। ছাত্রজীবনে রেঁধে বন্ধুদের খাওয়াতে ভালোবাসতেন। সেই থেকে রন্ধনশিল্পে হাত পাকানো শুরু। যদিও, নিজের রুচি সাধারণ। ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ আর মাছ ভাজা- এই মেনুতে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পান। খাওয়াদাওয়া নিয়ে যথেষ্ট সাবধানি।

ছাত্র নেতা থাকাকালীন বিরোধী পক্ষের লোকজনদের শিলিগুড়ি কলেজের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিতেন না- এমন বদনাম রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ডিওয়াইএফআইয়ের সক্রিয় সদস্য হিসেবে দলীয় কর্মসূচিতে সামনের সারিতে দেখা যেত। ‘ফ্রন্টে’ থাকেন আজও, শুধু রং বদলেছে। লাল খুলে গেরুয়া চাদর মুড়েছেন গায়ে।

একসময় বাম মতাদর্শে অগাধ বিশ্বাস ছিল। অশোক ভট্টাচার্যের শিষ্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এখন বামপন্থীদের ‘ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব’ তাঁর ভালো লাগে না। বরং সব ধর্মকেই সম্মান দিতে পছন্দ করেন। হাতে চে গেভারার ট্যাটু নিয়ে কম চর্চা চলে না। প্রতিপক্ষ গৌতম দেব সুযোগ পেলেই খোঁটা দেন। শংকরের দাবি, বিতর্কিত উক্তি নিয়ে অস্বস্তিবোধ নেই মোটে। যুক্তি দিলেন, ‘এটা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাকে কখনও কোনওরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি।’

প্রচারে রোজ সকালে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। উঠে পড়ছেন ভোরে। বেশিরভাগ দিনই অভ্যেসমতো চিয়া সিডস ভেজানো জল খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। রাতের খাবারে রুটি-সবজি মাস্ট। দুপুরে সঙ্গে প্রিয় মাছ কিংবা মাংস থাকলেও ভাতের পরিমাণ মাপা। বাইরের খাবার অপছন্দ।

অবসর সময় কাটে বই পড়ে, গান শুনে। একসময় গিটার খুব ভালো বাজাতেন শংকর, বলছিলেন তাঁর স্ত্রী। এখন ঘরের কোনায় গিটারটি পড়ে রয়েছে। ছেলে টুংটাং শব্দ তোলে মাঝেমধ্যে। বিধায়ক বলছিলেন, ‘রাজনীতিবিদ হওয়ার পাশাপাশি আমি একজন শিক্ষকও। জীবনে যা চেয়েছি, তাই করেছি। না পাওয়ার হতাশা আমার নেই।’

থেমে গেলেন কথাটি বলে। পাশে বসে থাকা ছেলের হাতের ওপর হাত রেখে তাকালেন খোলা জানলা দিয়ে।

কী ভাবছিলেন? ভোট, নাকি... প্রশ্নটি করা হয়ে উঠল না আর।

স্কুল থেকে ফেরার পথে। কোচবিহার শহর সংলগ্ন টাকাগাছ এলাকায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

৩টি ওয়ান ট্রিপ ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ৪ এপ্রিল : কলকাতা অবধি তিনটি স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন সেই ট্রেন হাওড়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছে। সেই একই ট্রেন রবিবার রাত দশটা নাগাদ হাওড়া থেকে আলিপুরদুয়ার জংশনের উদ্দেশে রওনা দেবে। দ্বিতীয় স্পেশাল ট্রেনটি আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে রবিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ যাত্রা করবে। ফের সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দেবে। তৃতীয় ট্রেনটি রাঙ্গাপাড়া নর্থ থেকে রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ যাত্রা করে হাওড়া পৌঁছাবে এবং পরের দিন রাত দশটা নাগাদ কলকাতা থেকে রওনা দেবে। সবগুলি ওয়ান ট্রিপ স্পেশাল ট্রেন। নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর থাকাকালীন এই তিনটি ট্রেন চালানো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে রেলকর্তারা সেকথায় গুরুত্ব দিতে নারাজ। রেক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে গেলে অনেক সময় এমন ওয়ান ট্রিপ ট্রেন চালানো হয় বলে রেলকর্তাদের দাবি।

তরুণের মৃত্যুতে পথ অবরোধ

কিশনগঞ্জ, ৪ এপ্রিল : পুলিশের হেপাজতে থাকাকালীন অস্বাভাবিক মৃত্যু হল ধৃত তরুণের। শুক্রবার রাতে বিহারের কাটিহার জেলার ফলকা থানায় পুলিশের হেপাজতে অস্বাভাবিকভাবে কেইলু যাদব ওরফে রাকেশ যাদবের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের আত্মীয়দের সঙ্গে স্থানীয়রা শনিবার সকাল থেকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট থানা ঘেরাও করে রাখেন এবং পুলিশকে মারধর করার অভিযোগও ওঠে। কাটিহারের পুলিশ সুপার এই মর্মে শনিবার প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানান, বিভিন্ন ধরনের মাদক কেনাবেচার অভিযোগে পুলিশ ওই তরুণকে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করে। ধৃত লক আপে নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ঘটনার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট থানার আইসি ও তদন্তকারী সাব-ইনস্পেক্টরকে শনিবার সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। পুলিশ সুপার শিখর চৌধুরী বলেন, ‘তদন্তের জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।’

আগে নাম তোলান

প্রথম পাতার পর

আদিবাসীদের নাম বাদ দিয়েছে। চাপ সহ্য করতে না পেরে আমাদের রাজ্যে ২৫০ জন মানুষ মারা গেছেন। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনার জন্য জোড়াফুলে ভোট দিন।’

তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগ, এমনকি তাঁর নির্বাচনি কেন্দ্র ভবানীপুরের দেড়খানা ওয়ার্ডে ভোট কেটে দিয়েছে চল্লিশ হাজার। এরপরই তিনি সভায় উপস্থিত তৃণমূলের নেতা-কর্মী, প্রার্থীদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন অন্য সব কাজ ফেলে। প্রায় একই সুরে এনায়েতপুর ও গাজোলের সভায় তিনি বলেন, ‘পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে, প্রয়োজনে পার্টি অফিস থেকে ট্রাইবিউনালে নাম তোলার ব্যবস্থা করুন।’

দুটি সভাতেই নাম বাদ পড়া প্রচুর মানুষের হাত তোলার ছবি ও ভিডিও তুলে রাখতে দলের কর্মীদের নির্দেশ দেন। মানিকচকে তিনি বলেন, ‘তাহলে ভোট দেবেন কে! ভোটাধিকার কেড়ে নেবে সব মানুষের! এটা কী হচ্ছে!’ তাঁর কথায়, ‘বিজেপি দলটা হাম্পি-ডাম্পি শয়তানের দল, অত্যাচারী সরকার, লাইনে দাঁড় করানোর সরকার, নাম কাটার সরকার, গণতন্ত্র কেড়ে নেওয়ার সরকার, দাঙ্গা লাগানোর সরকার।’

দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বারবার বলেন, ‘এখন মিটিং-মিছিল করতে হবে না। মানুষ এমনিতেই তৃণমূলকে ভোট দেবেন। এখন মিটিং-মিছিলের বদলে এঁদের পাশে দাঁড়ান।’ মোথাবাড়ির ঘটনার পর মালদা জেলাজুড়ে ভোটের চর্চা কার্যত বন্ধ। বরং সর্বত্র আলোচনা চলছে এসআইআর ও এত এত মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নিয়ে।

মানুষের সেই মুড আঁচ করে সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রী প্রচারের অভিমুখ পালটে দিলেন মালদা জেলায়। তাঁর অনুমান যে মিথ্যা নয়, তা সাধারণ মানুষের কথায় ধরা পড়েছে। এনায়েতপুরের জনসভায় হাজির মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোচাহী বুথের ব্যবসায়ী মির সানাউল বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী কী বলেন, শুনতেই এসেছিলাম। আমাদের বাড়িতে আমার বাবা-মা, বোন সকলের নাম উঠেছে। প্রয়োজনীয় সব নথি দেওয়া সত্ত্বেও শুধু আমার ও আমার ভাই মির মহিমের নাম কেন নেই, জানতে পারলাম না।’

এই দুই ভাইয়ের মতো বাতিল ভোটারদের আশ্বস্ত করে মমতা বললেন, ‘আমরা পাশে আছি। সমস্ত আইনি সহায়তা আমরা দেব। ইতিমধ্যে মালদার কয়েকজন আইনজীবীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তাঁরা আপনাদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার বিষয়ে সমস্ত রকম সাহায্য করবেন।’

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর তৃণমূলের মানিকচক ব্লক সভাপতি মহাফিজুর রহমান মুন্না বলেন, ‘আমরা আগামীকাল থেকে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ট্রাইবিউনালে নাম তোলার জন্য সাহায্য করব।’ গাজোলেও তাঁর ভাষণের আগাগোড়া ছিল এসআইআর ও ট্রাইবিউনাল। তাঁর কথায়, ‘বিজেপি এবার নির্বাচন কমিশনকে হাত করে বাংলা দখলের চক্রান্ত করছে। কিন্তু এসব করে কিছু হবে না। আজ ৪ এপ্রিল। ৪ মে ভোটগণনা। এই এক মাসের মধ্যে বিজেপির সব খেলা শেষ করে দেব আমরা।’

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কৌশিকও

প্রতীক দিয়ে ডালিমের পাশে বিজেপি

অভিরূপ দে ও অনীক চৌধুরী

ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল : শুক্রবার নিজেদের পূর্ব ঘোষণামতো ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে কৌশিক রায় এবং ডালিম রায় দুজনেই মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র দাখিল করার সময় ডালিম দলের প্রতীক দিতে পারলেও, কৌশিক পারেননি। তাঁর দাবি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রতীক জমা দেবেন। বিকেলে জলপাইগুড়িতে ডালিম রায়কে নিয়ে র‍্যালি করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘ময়নাগুড়িতে ভারতীয় জনতা পার্টির ঘোষিত প্রার্থী ডালিম রায়। দলের তরফে তাঁকে পদ্মফুল প্রতীক দেওয়া হয়েছে। এখন ভারতীয় জনতা পার্টির ময়নাগুড়ির প্রার্থী নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রইল না।’ সঙ্গে সুকান্তর সংযোজন, ‘পদ্মফুল যার সাথে, সে নেতা, সে হিরো। পদ্মফুল না থাকলে সব ব্যাটাই জিরো।’

এদিন কার্যত সবাইকে অবাক করে দিয়েই নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে কৌশিক ও ডালিম আলাদাভাবে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে চলে আসেন। প্রথমে কৌশিক মনোনয়নপত্র জমা দেন। দুপুর বারোটা নাগাদ তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কৌশিকের প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাবক ছিলেন ময়নাগুড়ির বিজেপি কর্মী মৃত্যুঞ্জয় রায়। কৌশিক বলেন, ‘ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে নমিনেশন পেপার জমা করলাম। এখন জোরদার প্রচার চলবে। বাকি সব পরে দেখতে পাবেন।’ বাকি প্রশ্নের উত্তর ‘হর হর মহাদেব’ বলে এড়িয়ে যান কৌশিক। তবে কৌশিকের প্রার্থীপদের প্রস্তাবক মৃত্যুঞ্জয় জানিয়েছেন, মনোনয়নপত্র জমা করলেও এখনও প্রতীক জমা করা হয়নি। এখনও সময় রয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি সবকিছু স্পষ্ট হবে।

কৌশিকের পর দুপুর দেড়টা নাগাদ মনোনয়নপত্র জমা করে বের হন ডালিম। তাঁর প্রার্থীপদের প্রস্তাবক ছিলেন সঞ্জীব বর্ধন নামে এক দলীয় কর্মী। মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডালিম। সেখানে তিনি দলের তরফে পাওয়া প্রতীক চিহ্নের ফর্ম দেখান। ডালিম বলেন, ‘বিজেপির হয়ে মনোনয়নপত্র জমা করেছি। দলের তরফে দেওয়া প্রতীক জমা দেওয়া হয়েছে।’ নাম না করে কৌশিকের উদ্দেশে ডালিম বলেন, ‘কে, কোথায়, কী জমা দিয়েছেন, সেটা তাঁর ব্যাপার। একজন কেন, পাঁচজনও দাবি করতে পারেন প্রার্থী বলে। তবে একটি দলে একজনই প্রার্থী হন।’

এদিকে, কৌশিকের কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা শনিবার থেকে অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। এদিন তিনি মনোনয়নপত্র জমা করতে আসার সময় তাঁর সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের সংখ্যা ছিল ১০। এতদিন কৌশিকের নিরাপত্তায় চারজন সিআইএসএফ জওয়ান ছিলেন। যদিও, বিষয়টি নিয়ে কৌশিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মন পেতে রাত্রিযাপন

প্রথম পাতার পর

সেই নিয়ে সন্দেহ আছে।

প্রশাসনিক সূত্রে পাওয়া প্রাথমিক হিসেব বলছে, ১ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা প্রায় ১০১০০, ২ নম্বরে ৯০০০, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৮৭০০, ৪৫ নম্বরে ৫১০০, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে ২৫০০০ এবং ৪৭-এ ৬৫০০ ভোটার রয়েছেন। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক নিবেদিতা রোডের এক তৃণমূল নেতার কথায়, ‘৪৬ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে বেশি ভয়। ছ'টি ওয়ার্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার ওখানেই রয়েছেন। দিলীপ বর্মন যদি প্রার্থীর বিপক্ষে গিয়ে কাজ করেন, তাহলে বাকিগুলি থেকে সামান্য ব্যবধানে লিড পেয়েও লাভ হবে না।’

এদিকে, অবাঙালি মহল্লা মানেই বিজেপির একচেটিয়া ভোটব্যাংক। মহানন্দাপারের ওয়ার্ডগুলোতে তাঁরা ফ্যাক্টর। তৃণমূল প্রার্থী অবশ্য দাবি করছেন, এবার সেই মিথ ভাঙবে। তবুও যে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, সেই জল্পনায় কার্যত সিলমোহর দিল এদিন গৌতমের ঘোষণা। একরাত কাটালে মন পাবেন তো শাসকদলের প্রার্থী? উত্তর খুঁজে পাওয়া বড্ড কঠিন।

বঙ্গে সক্রিয় অফিসার-রাজ

প্রথম পাতার পর

বাস্তবের পরিহাস হল, নিজেরা দায়িত্ব দিলেও ওই অফিসারদের আর বিশ্বাস করতে পারছে না কমিশন। মোথাবাড়িতে ৭ বিচারককে দিনভর আটকে রাখায় মালদার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে খোদ রাজ্যের মুখ্যসচিব ও পুলিশের ডিজি-কে পর্যন্ত ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে শুধু বদলি বা সাসপেন্ড নয়, চাকরি নিয়ে টানাটানি করার সতর্কবার্তাও শুনিয়ে রেখেছেন।

অনেক আগে থেকে বিজেপি দাবি করছিল, প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষপদের কর্তাদের রেখে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করানো অসম্ভব। কমিশন দায়িত্ব নিয়েই ঝাড়াই-বাছাই শুরু করেছিল। প্রথমে প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষপদে। তারপর ডিআইজি, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার স্তরে। শুভেন্দু অধিকারী নাছোড় ছিলেন, এতেও হবে না। বিডিও, এমনকি থানার আইসি-ওসিদের বদলে না দিলে চলবে না। সেই কাজটাও করে ফেলেছে কমিশন।

কিন্তু বিজেপি কিছুতেই খুশি হচ্ছে না। সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা কলকাতার নবনিযুক্ত পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দর ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, অজয়কে দিয়ে হচ্ছে না। তিনি সামলাতে পারছেন না। সেটা যেন কমিশন দেখে। কার্যত একই ভাষায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে ভর্ৎসনা করে জ্ঞানেশ কুমার প্রশ্ন তুললেন, আইপিএস অফিসার হয়ে তিনি কেন কলকাতা সামলাতে পারছেন না? আবার হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পালের অভিযোগ, রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়াল তাঁকে মোবাইল নম্বর পর্যন্ত দেননি।

প্রশাসনের ওপর কমিশনের এই অবিশ্বাসের কারণে দায় ঝেরে ফেলার সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বোঝাতে চাইছেন, প্রশাসনের এখনকার কর্তাদের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই। মুখ্যসচিব নাকি তাঁকে সরকারি কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুই জানান না। মোথাবাড়িতে অশান্তি মোকাবিলায় ব্যর্থতার দায় কমিশনের ঘাড়ে চাপিয়ে তিনি সাফাই দিচ্ছেন, ‘আমার সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।’ সমস্যায় এখন তাই নির্বাচন কমিশন।

সমস্যা তো হবে- একথা জানাই ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, যতই বদলাও, যাঁদের দায়িত্ব দিচ্ছে, তাঁরা আমাদেরই লোক। কথাটা মিথ্যা নয়। বিজেপির চাপ যতই থাক, লোম (দক্ষ অফিসার) বাছতে কমিশনের এখন কম্বল উজাড় হওয়ার দশা! সাধারণ পর্যবেক্ষক, পুলিশ পর্যবেক্ষক, মাইক্রো অবজার্ভার ইত্যাদি নামে ভিনরাজ্যের অফিসার এনে বাংলা ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছে বটে। কিন্তু দৈনন্দিন প্রশাসন ও পুলিশের কাজ পরিচালনা তো রাজ্যের অফিসারদের হাতেই।

কোনও না কোনওভাবে যাঁরা নিজেদের রাজ্য সরকারের ইশারায় কাজ করেছেন, তাঁদের একাংশ পোস্টিং, ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদিতে শাসক শিবিরের বিশেষ নজরে থেকেছে। কেউ কিছুটা দূরে দূরে ছিলেন। কাউকে টপকে অন্যকে বড় পদে বসানো হয়েছে বা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। কিন্তু যে যেমন অবস্থানেই থাকুন না কেনও, দুই ধরনের এই আধিকারিকরা প্রায় সবাই নানাভাবে সরকারি ক্ষীর খেতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। কিংবা সরকারি পদ কাজে লাগিয়ে বেসরকারি ক্ষীর খাওয়াকে নিয়মে পরিণত করে ফেলেছেন।

সেই সুবাদে সরকারের প্রতি তাঁদের কম-বেশি ‘দায়িত্ব, কর্তব্য’ তৈরি হয়েছে যাতে সরকার, বকলমে শাসকদল অস্বস্তিতে না পড়ে। এই আধিকারিকদের অনেক কিছুতে চোখ বন্ধ রাখা কিংবা অনৈতিক কাজের সুযোগ বা মদত দেওয়া নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাম জমানায় সরকারি কর্মচারীরা ছিলেন সরকারের প্রাণভোমরা। তৃণমূল সরকার সেই কাজটা অফিসারদের দিয়ে করিয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের নেতা-কর্মীদের চেয়ে এই অফিসারদের ওপর বেশি আস্থা। তাঁদের মাধ্যমে সংগঠনের খোঁজখবর নিয়েছেন। কোনও কোনও আধিকারিক দল পরিচালনায় ভূমিকাতেও ছিলেন। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার পদমর্যাদার পোস্টিংয়ে বড় মাপকাঠি ছিল, তৃণমূলের ভোট ম্যানেজারের কাজ করতে কার দক্ষতা বেশি। সেই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল জমানায় অফিসার-রাজ তৈরি হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন হয়তো একজন বদলে রাজ্যেরই আরেকজনকে দায়িত্ব দেবে, কিন্তু অফিসার-রাজ ভাঙা কঠিন। সামনে কমিশনকে জো হুজুর বললেও এই অফিসার-রাজ নত আসলে এক জায়গাতেই। না হলে কি আর বিকাল থেকে মোথাবাড়িতে ৭ জন বিচারক আটকে থাকার খবর পেয়েও প্রশাসন ও পুলিশের আধিকারিকরা হাত গুটিয়ে বসে থাকেন! আদালতের ধমক না খেলে বিচারকদের কপালে সেদিন কী ভোগান্তি ছিল কে জানে!

সদ্য সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়া উত্তরপ্রদেশের আইএএস অফিসার রিঙ্কু সিং রাহির উপলব্ধি হল- প্রশাসনের সিস্টেমটা এমনভাবে তৈরি করে রাখা হয়েছে যে, সরকারি পদে থেকে তাকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। অগ্রাহ্য করতে হলে ওই প্রতিবাদী আইএএস-এর মতো ইস্তফা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেই সাহস সবার থাকে না। ফলে এমনকি সৎ অফিসারদেরও ভবিতব্য হয়ে ওঠে বিনা বাক্যব্যয়ে সিস্টেম মেনে চলা।

সিস্টেম-রাজ তৈরি হয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গেও। অফিসার-রাজের গোপন রহস্য সেখানেই। ধাক্কা দিতে দিতে সরকারি অফিসারদের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতাকে তলানিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার ওপর আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতর্কবাণী- ভোটের পর প্রশাসন ফের সরকারের হাতে। আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা জলাঞ্জলি দেওয়া কোন অফিসার আর জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে চাইবেন! ফলে নির্বাচন কমিশন যতই বাগাড়ম্বর করুক, বাংলায় অফিসার-রাজের জগদ্দল পাথরটা ভাঙা সত্যিই কঠিন।

পরিকল্পনা করে ঘেরাও

প্রথম পাতার পর

কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তাঁর কথায় কান দেননি।’ তাঁর দাবি, সেদিন এলাকায় বেশ কিছু অচেনা মুখ দেখা গিয়েছিল। তাঁরা কারা, কোথা থেকে এসেছিলেন, বলতে পারছেন না স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

আর রইল বাকি ব্লক অফিসের কথা। সেখানকার এক কর্মীর কথায়, ‘এলাকার প্রায় সকলেই জানেন এখানে বিচারকরা এসআইআর-এর কাজ করছেন। আন্দোলনের দিন সন্ধে ৭টা নাগাদ ব্লক অফিসে আসেন পুলিশ আধিকারিক। সেই সময় বিক্ষোভকারীরা দাবি করেছিলেন, তাঁরা সরাসরি বিচারকদের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের দুর্দশার কথা বলবেন। কিন্তু বিচারকরা সেই প্রস্তাবে রাজি হননি।’

ঘটনার দিন প্রথমে কয়েকজন মহিলা ব্লক অফিস চত্বরের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি বুঝে তখন মেইন গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওই মহিলারা ফাঁকা জায়গায় বসেছিলেন। প্রায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ওই মহিলাদের বাইরে থেকে খাবার, পানীয় জল সরবরাহ করা হয়েছিল। পাঁচটার পরও ওই মহিলাদের বাইরে বের করে মেইন গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভেতরে কী হচ্ছে, সেসব কথা সেই মহিলারা বাইরে আন্দোলনকারীদের জানিয়ে দিচ্ছিলেন।

স্থানীয় এক দোকানদারের কথায়, ‘রাত ৮টা নাগাদ আমাকে বলা হয়, ব্লক অফিসে আটকে থাকা কারও মাথাব্যথা করছে। কোনও একটা দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে আসা হয়। এরপরেই বিক্ষোভকারীদের ধারণা হয়, কেউ বা কারা বাইরে থেকে আটকে থাকা কর্মী ও বিচারকদের খাবার পৌঁছে দিচ্ছে। তাঁরা তখন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ভয়ে বাধ্য হয়ে আমি দোকান বন্ধ করে চলে যাই।’

এদিকে, শুক্রবারের পর শনিবারও সকাল থেকে ঘটনার তদন্তে নেমে পড়ে এনআইএ। এদিন একাধিক দলে ভাগ হয়ে কাজ শুরু করেন তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। একদল আধিকারিক ঘটনার দিন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলতে মালদা সদরে চলে যান। আরেক দল আধিকারিক এলাকায় ঘুরে ঘুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। কোনও আধিকারিককে আবার ঠান্ডা পানীয় কিনতে গিয়ে বিক্রেতাদের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা গিয়েছে এদিন।

অন্তরে অর্ণব

প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মাঝেও কেউ কেউ হয়ে ওঠেন এক একটি মহীরুহ। যাঁর বিস্তৃত ছায়ায় আশ্রয় নেয় অসংখ্য মানুষ—সে আশ্রয় কেবল কায়িক নয়, বরং এক গভীর মানসিক আশ্রয়। অর্ণব সেন ছিলেন তেমনই এক ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত শিক্ষক বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন ঠিক তাই। পড়ুয়াদের দিশা দেখানোর পাশাপাশি তিনি সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্যকেও। তাঁর অমূল্য সৃষ্টিগুলির মধ্য দিয়ে তিনি নিজের ছটায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন আজীবন।

যিনি মহাভারত উপহার দিয়েছিলেন

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্ণব সেনকে বলা যায়, জন্মে-কর্মে-মর্মে জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স বা উত্তরবঙ্গপ্রেমী একজন শিক্ষক ও লেখক। আজ থেকে ৫ বছর আগে, গত ২০২১-এর ৭ ফেব্রুয়ারি আমরা শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কামাখ্যাগুড়িবাসী স্যারের কতিপয় প্রাক্তন ছাত্র ও গুণগ্রাহীরা মিলে আলিপুরদুয়ারের বাড়িতে ওঁনার ৮৪তম জন্মদিন অনাড়ম্বরে উদযাপন করছিলাম। শিলিগুড়ির চিত্রশিল্পী সুদীপ্ত রায় স্যারের চমৎকার একটা স্কেচ করে দিয়েছিলেন। 'অর্ণব সেন ৮৪' নামে একটা ফোল্ডারও বানিয়েছিলাম। লুচি, পায়েস, কবিতাপাঠ, গানবাজনা, আলোচনা চলছিল। কিন্তু জন্মদিনের আবহের মধ্যেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল একটি বিশেষ মুহূর্ত! স্যার তাঁর সংগ্রহ থেকে আমাকে ১২২ বছরের প্রাচীন সংস্করণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত একেবারে অরিজিনাল মহাভারতের দুটি পর্ব উপহার দিলেন। দিয়ে উপস্থিত সবাইকে বললেন, এটা আমার পিতৃদত্ত গ্রন্থ, অনেকদিন আমার কাছে ছিল। এটা এখন থেকে কৃষ্ণপ্রিয়র কাছেই থাকবে। আমার বিশ্বাস ওর কাছেই এটা যত্ন পাবে, ভালো থাকবে।

মুহূর্তটি আরও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল যখন উনি এর সঙ্গে ধর্মগ্রন্থ রাখার 'এক্স' আকৃতির কাঠের ফোল্ডিং বুকরেস্ট, 'রেহালটা'ও সঙ্গে দিলেন। আরবি ঐতিহ্যের 'রেহাল' ও 'সংস্কৃত মহাভারতের' আদি বাংলায় গদ্যে অনূদিত আদিপর্ব থেকে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত অষ্টাদশ পর্বের এই মহার্ঘ কালীপ্রসন্নীয় মহাভারত হাতে পেয়ে আমি তো যারপরনাই আহ্লাদিত ও বলা ভালো সম্মানিত! স্যার এ কী বহুমূল্য উপহার দিলেন আমাকে! আজ তো স্যারকে আমাদের উপহার দেওয়ার দিন! এ তো একজন ছাত্রের কল্পনারও বাইরে! স্যার বললেন, মহাভারতের এই সচিত্র গদ্যানুবাদ ওঁনাকে ওঁর বাবা দিয়েছিলেন! হঠাৎ এই গুরুসম্পত্তি প্রাপ্তি যেন আমার সামান্য জীবনে আশীর্বাদ হয়ে উঠল। অর্ণব সেনের কাছ থেকে এই দুর্লভ উপহার পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আজ এই সুযোগে কথাটা বলেই ফেললাম! অন্য মহাভারত থাকলেও ১৬০ বছর আগে অনূদিত আদি বাংলা গদ্যে বিরচিত এই বিখ্যাত মহাভারত আমার সংগ্রহে ছিল না। ৮ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে বাঙালির 'হুতোম প্যাঁচা' এই গদ্যানুবাদ করেছিলেন।

শকাব্দ ১৭৮৮-তে এই বাংলা মহাভারত মহাগ্রন্থটি কালীপ্রসন্ন মহারানি ভিক্টোরিয়াকে উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'ভারতেশ্বরী!... আপনার শাসনকালে(ও) হিন্দুস্থান শত শত সংস্কৃতসাহিত্যদীপের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়া লোকের মোহান্ধকার নিরাকৃত ও এই বিশ্বরূপ বাসগৃহ আলোকিত করুন, ইতি। কালীপ্রসন্ন সিংহ।'

এরপর ষোলোর পাতায়

স্যার তাঁর সংগ্রহ থেকে আমাকে ১২২ বছরের প্রাচীন সংস্করণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত একেবারে অরিজিনাল মহাভারতের দুটি পর্ব উপহার দিলেন। দিয়ে উপস্থিত সবাইকে বললেন, এটা আমার পিতৃদত্ত গ্রন্থ, অনেকদিন আমার কাছে ছিল।

শোকে নয়, রয়ে যাবেন স্মরণে

শুভময় সরকার

শোনো, ডুয়ার্সের রাস্তাঘাট, হাইওয়ে বেশ বিপজ্জনক এই সময়। ঝড়-বৃষ্টিতে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। দেরি কোরো না, সাবধানে যেও...!

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় কপালে দুশ্চিন্তার রেখা নিয়ে অভিভাবকের স্বরে সেই অননুকরণীয় ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন তিনি। তিনি মানে অধ্যাপক ডঃ অর্ণব সেন। সেটা ২০২৪ সাল। ঘন বর্ষাকাল চলছে, বেশ কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি, সঙ্গে দমকা হাওয়ার দাপট। 'মল্লার'-এর সম্মাননা-স্মারক হাতে তুলে দিতে শিলিগুড়ি থেকে আমরা কয়েকজন তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যাই। দুপুরের দিকে বৃষ্টি থেমেছিল, খুব হালকা নরম রোদও উঠেছিল। আমরা ঘরের ভেতর আড্ডায় মশগুল। উপস্থিত স্যারের স্ত্রীও। জোর আড্ডায় আমরা শুনে নিচ্ছি পুরোনো দিনের কত গল্প, স্মৃতির কত ঢেউ উঠছে সে গল্পে। ঘরের দেওয়ালজুড়ে পুরোনো ছবি। গল্প শেষে এবার ফেরার পালা। ফিরতে হবে শিলিগুড়ি, বাইরে গাড়ি দাঁড়ানো আমাদের। বাইরে বেরোতেই দেখলাম আকাশ ফের কালো। হাওয়াও দিচ্ছে। এদিকে বিকেলও প্রায় ফুরিয়ে এল। গেট অবধি এগিয়ে দিতে এসে কথাগুলো বলেছিলেন অধ্যাপক অর্ণব সেন, আমাদের প্রিয় 'স্যার'...! স্যারের কথাগুলো নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণীর মতো মিলেও গিয়েছিল সেদিন। শিলিগুড়ি ফিরতে বহু রাত...! রাস্তায় গাছ পড়ে সে এক কাণ্ড। নেহাতই প্রসঙ্গক্রমে এল সেদিনের স্মৃতি। গত ৩০ মার্চ চলে গেলেন সাহিত্যিক, অধ্যাপক অর্ণব সেন, যিনি আমার সরাসরি শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক না হয়েও গুরুত্বপূর্ণ এক শিক্ষক, যাঁর কাছে শিখেছি বিস্তর। জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার

নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয় আজ। উত্তরের সাহিত্যচর্চা এবং এসি কলেজকেন্দ্রিক আলোচনায় যে কয়েকটি নাম প্রায়শই উঠে আসত, অর্ণব সেন অন্যতম। এভাবেই আমি পরিচিত হলাম সাহিত্যিক অর্ণব সেন নামটির সঙ্গে।

মৃত্যুকে দেখেছিলেন 'নিজস্বতম সম্ভাবনা' হিসেবে। তিনি বিশ্বাস করতেন মৃত্যুচেতনা মানুষকে প্রকৃতভাবে বাঁচতে শেখায় কারণ সেই চেতনায় মানুষ অনুভব করে সীমিত সময়ের জীবন। হাইডেগারের মৃত্যুচেতনার এই অংশটিকে ধরে নিয়ে বলা যায় এই সীমিত সময়েই কিছু মানুষ হয়ে ওঠেন সীমাহীন। সদ্য প্রয়াত হয়েছেন এক মহীরুহ-সম মানুষ, আলিপুরদুয়ার কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক অর্ণব সেন। সীমিত জীবন, সেই অনিবার্য 'মরটালিটি'-কে মেনে নিয়েই আমরা বেঁচেবর্তে থাকি, তবু এই প্রাত্যহিক বেঁচেবর্তে থাকার মাঝেও কেউ কেউ হয়ে ওঠেন মহীরুহ, সবাই নয়, কেউ কেউ। সেই মহীরুহ ডালপালা মেলে, বিস্তৃত ছায়ায় আশ্রয় নেয় কত মানুষ। কায়িক আশ্রয় নয়, মানসিক আশ্রয়।

প্রসঙ্গক্রমে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি ফিরে আসছে। সে আমার কৈশোরকালের দিন, বাবার অধ্যাপনার সূত্রে গুয়াহাটি শহরে আমার স্কুলবেলা। আমাদের সেই ছোট আড়াই কামরার ফ্ল্যাটবাড়িতে বাবার বন্ধুদের আড্ডা জমে উঠত আর সেই আড্ডার প্রায় সবাই সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত –কেউ কবি, কেউ সম্পাদক, কেউবা গদ্যকার। সে আড্ডার অনেকেই ছিলেন জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী আনন্দ চন্দ্র কলেজের প্রাক্তনী। তো স্বাভাবিকভাবেই সেইসব আড্ডায় এসি কলেজ, জলপাইগুড়ি শহর এবং উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গ চলে আসত অনিবার্যভাবেই। আমি চুপচাপ ঘরের এক কোনায় বসে আড্ডার কথাগুলো গোগ্রাসে গিলতাম। আজ অনুভব করি সেইসব সমৃদ্ধ আড্ডায় শোনা কথাগুলো থেকে শিখেছি অনেক কিছু।

এরপর ষোলোর পাতায়

সেই মহীরুহ নাই, ছায়াও নাই

মধুমিতা চক্রবর্তী

প্রবল পরাক্রমশালী এক কঠোর কুঠারে উপড়ে গেল এক মহীরুহ। আমরা ছায়াহীন নিরাশ্রিতের মতো যার কাছে বারবার ছুটে যাচ্ছি ফেলে আসা স্মৃতির দরজায়। অধ্যাপক সাহিত্যিক অর্ণব সেনের চিরবিদায়ের প্রকাশে অনুভূতি আজ স্তব্ধ, বাকহীন। বিদায় চিরদিনই ব্যথা বয়ে আনে, আর এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে নিরাময়হীন।

আরও অনেকের মতো আমিও তাঁর অগণিত ছাত্রসমাজের মধ্যে একটি অকিঞ্চিৎকর নুড়িপাথর ছিলাম। আলিপুরদুয়ার কলেজ ছিল তখন, এখন বিশ্ববিদ্যালয়। স্যারের সঙ্গে প্রথম দেখা। প্রথম বর্ষের সিলেবাসের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য পাঠের আলোচনা, পর্যালোচনা দিয়ে সেই শুরু। ধীরে ধীরে তাঁর অসীম প্রজ্ঞায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়া। সময় বয়ে গিয়েছে কালজানির স্রোতধারায়, সাহিত্য অনুরাগী হয়ে দু'চার কলম কবিতা লিখতে শুরু করেছি, সেই সুবাদে এক নিবিড় শিক্ষার্থীর মতো বারবার ছুটে গিয়েছি স্যারের বাড়ি। ভুলত্রুটি সংশোধন ছাড়াও সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও তাঁর কোনও ক্লান্তি ছিল না। উন্নাসিকতা ছিল না। একজন আনাড়িকে গড়েপিটে নেওয়াতে ছিলেন ক্লান্তিহীন। বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটির উজ্জ্বলতা কোথায় না ছিল! কবিতায় অনুবাদে, প্রবন্ধে কত অনায়াস সাবলীল। বিশ্বসাহিত্য আঙিনায় সাবলীল চলন, অফুরন্ত জ্ঞানের আকর তিনি। মোপাসাঁ থেকে শুরু করে অসংখ্য উর্দু, নেপালি, বিভিন্ন ভাষাভাষীর অনুবাদে তিনি ছিলেন অনন্য।

একটা কথা তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রী, জ্ঞানপিপাসু মানুষদের বলতেন, লেখার কোনও শেষ নাই। বলতেন, লিখতে যখন শুরু করেছ, লেখার আগে একজন নিবিড় পাঠক হয়ে ওঠো। বটতলা থেকে বিশ্বসাহিত্য কিছুই বাদ রেখো না। শিরোধার্য করেই আমাদের পথ চলা, এই উপদেশ, আশীর্বাদ মুক্তোর মতোই মনে গেঁথে থাকবে আজীবন। কষ্ট তো হচ্ছেই, অনুপস্থিতির কষ্ট, নয়নসমুখে না থাকার এক অভাবিত যন্ত্রণাবোধ প্রতিনিয়তই কুরে-কুরে খাবে। একটি শীতল ছায়া অন্তর্হিত হলে কেবল অবশিষ্ট থাকে প্রখর তাপ, আর যন্ত্রণা।

সাহিত্যিক অর্ণব সেন, তাঁর অসংখ্য অনুবাদ, লোকায়ত রচনা, কবিতা, প্রবন্ধ, বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পাদনা এককথায় দু'হাত ভরে দিয়ে গেলেন আমাদের মনন ভাণ্ডারে। সমৃদ্ধ করে রেখে গেলেন সাহিত্যজগতের আনাচকানাচ। এদিক নিয়ে তাঁর ছাত্রছাত্রী, গবেষক, সাহিত্যসজ্জনেরা আরও বিশদে লিখবেন। নানানভাবেই এই অনন্য প্রতিভার বিচ্ছুরিত আলোকসম প্রজ্ঞা নিয়ে লেখা হবে। লেখা হোক।

বিশ্বসাহিত্য আঙিনায় সাবলীল চলন, অফুরন্ত জ্ঞানের আকর তিনি। মোপাসাঁ থেকে শুরু করে অসংখ্য উর্দু, নেপালি, বিভিন্ন ভাষাভাষীর অনুবাদে তিনি ছিলেন অনন্য।

আমরা একই শহরের বাসিন্দা বলে তাঁকে নানাভাবে পেয়েছি, ঘরোয়াভাবে, সাহিত্যসভায়, বক্তৃতা মঞ্চে। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। পঁচিশ/তিরিশ বছরের কোনও বিষয়, কোনও ঘটনা, সে যত বৃহৎ বা তুচ্ছই হোক, অনায়াসে বলে যেতেন। আশাবাদী একজন মানুষ, ভুলত্রুটি যেমন শুধরে দিতেন, উৎসাহিত করতেন আরও দ্বিগুণ। তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে শুরু করলে কিছু ব্যক্তিগত কথাও এসে যায়। কেবল সাহিত্য সংক্রান্ত কথা ছাড়াও এমন একজন মানুষ তিনি যে পরিমিতজনদের প্রায় সকলেরই ব্যক্তি সমস্যার বিষয়েও ওয়াকিবহাল থাকতেন। আমার এক পারিবারিক বিপর্যয়ের পর নিজে এসে বলেছিলেন, শক্তভাবে হাল ধরে এগিয়ে চলো, ভেঙে পড়বে না। আমরা সবাই পাশে আছি। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভেবেছিলাম, এভাবে অন্যদের বিষয়েও তিনি এতটাই খেয়াল রাখেন!

বিয়ন্ড হরাইজন প্রকাশনা সংস্থা থেকে শহরের উদ্যমী তরুণদের অসামান্য উদ্যোগে আমার একটি কবিতার বই প্রকাশকালে প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার সুরজিৎ বণিককে জানিয়েছিলেন, বইটির মলাট উন্মোচন নিজেই করবেন। এর চাইতে পরমপ্রাপ্তি হয়তো আমার কাছে আর কিছুই নেই। কিছুটা অসুস্থতাকে সঙ্গী করেই সারাটাক্ষণ তাঁর সুগম্ভীর উপস্থিতি ওই অনুষ্ঠানকে আলোকময় করে তোলে।

এরপর ষোলোর পাতায়

ধারাবিবরণী

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

নাকের ঠিক নীচে আর ঠোঁটের ওপরে, যে অংশটাকে ইংরেজিতে ফিলট্রাম বলে, আর বাংলায় বলে ইয়ে মানে যেখানে হিটলারের ওই বিখ্যাত গোঁফটা ছিল আর কী, সেখানে যে কবে থেকে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছিল, আমার কাছে তার খবর ছিল না।

ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজনে পাসপোর্ট সাইজ ছবি তোলাতে হল। সেই ছবিতে দেখি, ও বাবা! ইনি কে? আমারই একখান শাড়ি পরে, আমারই চুলে বিনুনি বেঁধে যে ব্যক্তি আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন, তাঁর নাকের নীচে একজোড়া খাসা গোঁফ।

বেজায় খাপ্পা হলাম ছবিতোলা লোকগুলোর ওপর... এই অতিরিক্ত গোঁফজোড়া কোত্থেকে আমদানি করলেন মশাই?

ছবিওয়ালা আমার মেজাজ দেখে খানিকক্ষণ গুম। তারপর মোলাম কণ্ঠে বললেন, 'ছবিতে চাপদাড়ি দিলে অতিরিক্ত বলতে পারতেন, কিন্তু গোঁফ তো আপনার নিজেরই দিদিমণি...স্টুডিওতে দেওয়াল জোড়া আয়না, নিজেই দেখে নিন না...আর যদি বলেন গোঁফ বাদ দিয়ে ছবি করতে, তাহলে পয়সা কিছু বেশি লাগবে, নাপিতের খরচটা ধরতে হবে কিনা...'

খুব অভিমান হল জানেন... আমার এক পরমাত্মীয় দোলের ছুটিতে এসেছিলেন আমাদের বাড়ি; চলে যাওয়ার সময় ওঁর শেভিং ফোমটা ফেলে গিয়েছেন। সেই ফেলে যাওয়া তবে ভুলবশত নয়... ইচ্ছাকৃত এবং ইঙ্গিতপূর্ণ! ছি ছি ছি...

বোনকে ফোন করে বললাম ব্যাপারটা বিশদে। খুব পজিটিভ চিন্তাভাবনা ওর। বলল, এ তো খুব ভালো হল রে...দু' চার দানা চিঁড়ে মুড়ি ভাত, চিনি মাখা দুধের সর, এসব এখন গোঁফে করেই ইস্কুলে নিয়ে যেতে পারবি। টিফিন বক্স বইবার ঝঞ্ঝাট নেই, হাতে করে খাওয়ার পরিশ্রম নেই...গ্রেট নিউজ দিদিভাই, কনগ্র্যাটস...

যে টিডিএইচ কেষ্টঠাকুরের প্রেমে পড়েছি, তাঁর ষোলোহাজার সখীর দলে আমিও একজন, এই ভেবে বেশ গর্ব অনুভব করি। সেদিন ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে আদর ক'রে আমায় তাহলে গোপিনী বলেননি? গোঁফিনী বলেছিলেন?

বছরের পর বছর 'মহেশ' গল্প পড়াচ্ছি ক্লাসে। মহেশ-গফুর-আমিনা...কী অদ্ভুত সম্পর্ক। এতবার পড়া ও পড়ানো, তবু কষ্ট হয় প্রতিবার। অথচ ছলছলে চোখের বদলে ছাত্রীদের সকলেরই দেখি ঠোঁটের কোণে ঝিলমিলে হাসি। প্রথমে বুঝিনি, বুঝলাম পরের দিন। বোর্ডে দেখি চকখড়িতে লেখা, 'আপনি গোঁফুর, আমি না'...

নাজেহাল হয়ে এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে গেছিলাম। গুরু!! অট্টহাস্য করল ব্যাটাচ্ছেলে। বাড়িটাকে তাহলে বৃদ্ধগুম্ফা বানিয়ে ছাড়লি। নয়া ট্যুরিস্ট স্পট...ভেরি গুড...

রসরঙ্গ

যাব একদিন...মাখন দেওয়া চা আর মোমো খাওয়াবি তো মোমোতামোই?

অসহ্য!

অ্যাদ্দিন ভাবতাম, আমাকে টিকিধারী গোলগাল নধরকান্তি পণ্ডিতদের মতো দেখতে। নইলে জনতা আমাকেই কেন পাকড়াও করে তাদের নবজাতক/জাতিকাদের নামকরণের জন্য? অকৃতজ্ঞের দল, নামকরণের পর অন্নপ্রাশন বলেও একটা ব্যাপার থাকে, কই তখন তো তোদের আমার কথা মনে পড়ে না! নামকরণ বিষয়ে হিমানীশ গোস্বামীর রীতিমতো গবেষণাপত্র আছে, 'হেডিং লেখা সহজ নয়'...তা ওঁকে গিয়ে ধর না, মানে, ওঁর কাছেই ধর্না দে কিংবা গুরুদেবকে প্ল্যানচেট করে ডেকে আন...

সুধী পাঠক, ভাববেন না যে আমি অকারণে এত অভিযোগ করছি। এসবের পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ (বারি না মেশানো) আছে...

আমার মাসতুতো বোন মালবিকা গাঙ্গুলির (আমরা লিলি বলে ডাকি) খোকা হয়েছে। গোঁফ নিয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়ার নানা বিড়ম্বনা। তবু মায়ের

> ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজনে পাসপোর্ট সাইজ ছবি তোলাতে হল। সেই ছবিতে দেখি, ও বাবা! ইনি কে? আমারই একখান শাড়ি পরে, আমারই চুলে বিনুনি বেঁধে যে ব্যক্তি আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন, তাঁর নাকের নীচে একজোড়া খাসা গোঁফ।

ঠেলা খেয়ে যেতেই হয়। না না, খোকা আমায় দেখে মাসির বদলে মামা বলে কেঁদে উঠেছে, তেমন মেলোড্রামা কিছু হয়নি। আমি যেতেই লিলি ঘ্যানঘেনে সুরে বলল, 'আমার ছেলেটার একটা গালভরা নাম দে না দিদিভাই' ...

অবাক হই লিলির আবদারে, লিলির খোকা লিলিপুট, এই তো জানি। তার আবার গালভরা নাম? গালিভারের মতো? একটু বেশি বাড়াবাড়ি নয়?

লিলি অসন্তুষ্ট হয়। 'আমি চাই অ কিংবা ম দিয়ে নাম শুরু হোক। হয় অপরেশের অ কিংবা আমার মালবিকার ম'।

হুমম...আমি চিন্তিত মুখে বলি...তাহলে অপোগণ্ড রাখতে পারিস, কিংবা মালবিকার ছেলে মাল-পো। খুবই সার্থক নাম।

'তোর শুধু খাইখাই বাই দিভাই। ছেলে দেখতে এসেই তুই পো-লাও বলেছিস, মালপোর চেয়ে আর কী ভালো নাম দিতে পারতিস তুই?' লিলি ঠোঁট ফোলায়।

যা বাব্বাঃ, অপোগণ্ড আবার কোন খাবার? রাগিস কেন খামোখা? তাহলে অঙ্গুরিমাল রাখ। অ দিয়ে শুরু, মাল দিয়ে শেষ। আর এখন তোর খোকাকে তো কেঁচোর মতোই দেখাচ্ছে। তবে চিন্তা করিস না, বড় হতে দে, কেউটে বা কেউকেটা কিছু একটা হবেই।

বিক্ষুব্ধ লিলি দুর্বল শরীরে একলা আমার সঙ্গে এঁটে ওঠে না। সমর্থনের আশায় 'অপ—রে—শ, অপ—রে—শ' বলে চেঁচিয়ে ডাকে। ভদ্রলোক আসেন, প্রস্তাবগুলি শোনেন, তারপর তাঁর অধ্যাপকোচিত সুললিত কণ্ঠে রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট থেকে 'ও বি সাম আদার নেম! হোয়াট'স ইন আ নেম'-আবৃত্তি করতে থাকেন।

কী জ্বালা ভাবুন দেখি! তোরা তোদের খোকার আদার নেম নিয়ে ভাব বাপু, আমি আদার ব্যাপারী, ইংরেজি শুনেই ততক্ষণে সারা গায়ে লাল লাল চাকা চাকা কী সব বেরুতে শুরু করেছে। লোক জানাজানি হলে তো কেলেঙ্কারি। রেওয়াজি দক্ষতায় লিলির চুলে বিলি কেটে দিয়ে, লিলিপুটকে চুমু বিলিয়ে, অপরেশকে বিলিতি কায়দায় বিদায় জানিয়ে মানে মানে রান্নাঘরের দিকে সরে পড়ি। প্রচুর মিষ্টির স্টক সেখানে। মনোরম পরিবেশ।

মিষ্টি বললেই মনটা কেমন রাবড়ির জন্য উচাটন হয় না? তৃষিত বক্ষ (নাকি জিহ্বা?) বলে রাখি বেঁধে...সত্যি এমন সেকুলার, গণতান্ত্রিক খাবার, ...রাম আর বাবরির এইরকম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর কোত্থাও দেখেছেন ভূভারতে?

বাবরির কথায় সেই দুঃসাহসী ছেলেটিকে মনে পড়ল...ওর কথা বলেছি কি আপনাদের? ক্লাস ফাইভের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় (আমি এই সেদিনও জানতাম যে কথাটা হ্যাপি-আর্লি, আমার এক ছাত্র কিছুদিন হল সংশোধন করে দিয়েছে)...যাই হোক যা বলছিলাম... সেই ছাত্রটি হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় বাবরের বাবার নাম লিখেছিল বাচ্চু মিয়াঁ, ব্র্যাকেটে ডাকনাম...বিপুলা এ পৃথিবীর কোন প্রান্তে বসে কোন গবেষক এই তথ্য আবিষ্কার করেছেন বা করেননি, তা কে বলতে পারে!

কী মুশকিল! ঢিল ছুড়ছেন কেন? ধারাবিবরণীর শেষ দেখতে পাচ্ছেন না বলে? স্থিতধী পাঠককুল, ...যাচ্ছি রে বাবা যাচ্ছি... আমি কি জানি না যে আপনাদের সময়ের দাম গলদা চিংড়ির চেয়েও বেশি?

এই দ্যাখো, ঘুরেফিরে সেই মাছের কথায়...আসলে আমি যে মীন মাইন্ডেড, আই মিন, মীন মানে মাছ একটু বেশিই...

আরে, আবার ঢিল কেন? 'সময় যদি ফুরিয়ে থাকে হেসে বিদায় করো তাকে'... সত্যি রবীন্দ্রনাথকে এত তুচ্ছ করেন আপনারা...

যিনি মহাভারত উপহার দিয়েছিলেন

মধ্যমণি।। এক সাহিত্যসভায়।

পনেরোর পাতার পর

২০২১ থেকে যখনই প্রয়োজন হয় তখনই আমি এই মহাভারতের পাতা উলটে এই বিশ্ববন্দিত মহাকাব্যের গদ্যরূপ পড়ি আর বিস্মিত হই। সত্যি বলতে কি আমার শিলিগুড়ির বাড়ির সামান্য গ্রন্থাগারের এখন এটা শুধু একটি প্রাচীনতম হেরিটেজ গ্রন্থই নয়, এটাকে বলা যায় আমার মতো ক্ষুদ্রতম মানুষের কাছে এ এক সুবর্ণ পাথরবাটি! কতদিন রাখতে পারব জানি না, কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে আমি এই মহার্ঘ বই দুটি আগলে রেখেছি। এতদিন এই জোড়াগ্রন্থ থেকে ভেসে আসত পিতামহ ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বৈশম্পায়ন, যাজ্ঞসেনী বা মার্কণ্ডেয়, অশ্বত্থামা ও অর্জুনের টংকার, এখন এই মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠাসমূহ থেকে আমার সামনে উঠে আসবেন আমাদের চিরপ্রণম্য বটবৃক্ষসম স্যর, অর্ণব (সমুদ্র) সেন। এভাবে আদি মহাভারতের মতোই আমার মননে-চিন্তনে জড়িয়ে থেকে যাবেন অকৃত্রিম ও অনন্তসুধার মতোন অর্ণব সেন।

অর্ণব সেনকে যাঁরা চেনেন, জানেন তাঁদের অনেকের স্মৃতিতে থাকতে পারে, 'দাবী' সাপ্তাহিক পত্রিকার পর আলিপুরদুয়ারের একদা জনপ্রিয় 'পরমাণু' সংবাদ-সাপ্তাহিক পত্রিকারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। আজ থেকে ৫১ বছর আগে আলিপুরদুয়ার কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক শক্তিপদ ঘোষের সঙ্গে অর্ণববাবু পরমাণু সম্পাদনা করতেন। ২০ পয়সা দাম ছিল। আমি তখন কামাখ্যাগুড়িতে থাকতাম। ১৯৭৫-এ কামাখ্যাগুড়ি টু আলিপুরদুয়ার ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে আলিপুরদুয়ার কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটি পড়ি। ইংরেজির শক্তিবাবু এসপিজি আর বাংলার অর্ণববাবু একেএস নামে কলেজে পরিচিত ছিলেন। একদিন ক্লাসের ফাঁকে তিনতলার ই-৫ রুমের বারান্দায় কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে ওঁরা পরমাণু পত্রিকা প্রকাশের খবর ঘোষণা করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আগ্রহী হও, তবে ২০ পয়সা দামের এই সাপ্তাহিক পত্রিকার 'সেলসম্যান' হতে পার। ৫০ শতাংশ কমিশন। আলিপুরদুয়ারে নিউটাউনে কলকাকলি স্কুলপাড়ায় পরমাণু দপ্তর থেকে প্রতি শুক্রবার পত্রিকা নিয়ে যেতে হবে এবং পরের শুক্রবারে কমিশন কেটে বিক্রির টাকা জমা দিয়ে, আনসোল্ড কপি ফেরত দিয়ে পরের শুক্রবারে আবার পত্রিকা নিতে হবে। কামাখ্যাগুড়িবাসী আমি এই শর্তে আকৃষ্ট হয়ে পরমাণুর সেলসম্যান হয়ে গেলাম। তখন আমার বয়স বড়জোর ১৬/১৭ হবে। সপ্তাহে গোটা ডুয়ার্সের বাজারঘাট, শহর-গ্রাম, সাপ্তাহিক হাট, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, অফিস ঘুরে ঘুরে আমি ১৫০০ কপি পরমাণু বিক্রি করতাম। সপ্তাহে প্রায় ১৫০ টাকা আমার রোজগার হত। পরমাণু বিক্রি করতে করতেই আমি সাংবাদিক হয়েছিলাম। কিছুদিন হইহই করে চলার পর পরমাণু বন্ধ হয়ে যায়। আমি পরে ১৯৮০-তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার কামাখ্যাগুড়ির রিপোর্টার হয়েছিলাম। এরপর ১৯৮৬-৯৭ সময়কালে নিজে 'তিস্তাপক্ষ' পত্রিকা করেছিলাম, আজকাল, দ্য টেলিগ্রাফ, বঙ্গলোক ও বিবিসি রেডিও-র ডুয়ার্সের সংবাদ প্রতিনিধি ছিলাম।

এইসব অতীত জীবন নিয়ে লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জীবনের এই পর্বের মূলে ছিলেন অর্ণববাবু ও শক্তিবাবু। অর্ণববাবু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এসব খণ্ডগল্প না বলে পারলাম না। স্যারের সঙ্গে আমার ৫১ বছরের সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। এসব গল্পে ছাত্রবৎসল, হারকিউলিস সাইকেল আরোহী অথচ কোটেড বুটেড মাস্টারমশাই অর্ণব সেনকে খুঁজে পাওয়া যায়। উনি নিজে সাংঘাতিক বড় লেখক বা সাহিত্যিক না হলেও বহু তরুণ, তরুণীকে এমনকি লেখক হতে আকাঙ্ক্ষী বয়স্ককেও লেখালেখিতে সাহস জুগিয়েছিলেন। আলিপুরদুয়ার কেন গোটা উত্তরবঙ্গেই এহেন লেখালেখির বটবৃক্ষ আর রইল না।

আমি যখন কলেজের পাট চুকিয়ে আলিপুরদুয়ারে জনজাতি উন্নয়নের সরকারি কাজ করি এবং কামাখ্যাগুড়ি ছেড়ে আলিপুরদুয়ারে থাকি, স্যর তখন ৪৫/৪৬-এর তরুণ। প্রায়শই সরকারি কাজে বা সাংবাদিকতার কাজে বা আকাশবাণীর প্রোগ্রাম করতে আলিপুরদুয়ার থেকে খুব সকালের বাসে শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি আসতে হত। বহুদিন সাইকেলে করে এসে খুব সকালে আমাদের লেবুবাগানের বাড়িতে এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে যেতেন। স্মরণ করিয়ে দিতেন 'তোমার বাসের সময় হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে রেডি হয়ে ট্রান্সপোর্ট স্ট্যান্ডে চলে যাও। না হলে বাস মিস হয়ে যাবে!' এই বলে মুহূর্ত কালক্ষেপ না করে উনি আবার কোথাও চলে যেতেন। সম্ভবত বাড়িতে গিয়ে পড়া-লেখায় বসবেন। উত্তরবঙ্গের এমন কোনও পত্রপত্রিকা নেই যেখানে ওঁর লেখা নেই।

আলিপুরদুয়ারে কোথায় কী পাওয়া যায়, সেসব খবর স্যারের নখদর্পণে ছিল। কোনও দুষ্প্রাপ্য ওষুধই হোক বা গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত সামগ্রীই হোক, উনি সঠিক দোকানের ঠিকানা বলে দিতেন। আমরা বন্ধুরা প্রায় সকলেই ওঁনার ছাত্র ছিলাম। আলিপুরদুয়ার শহরে রাস্তায় কোনও গভীর মধ্যাহ্নে আমরা হয়তো রাস্তার পাশে কোথাও দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছি। কোত্থেকে না কোত্থেকে সাইকেলে করে অর্ণববাবু এসে সাইকেল থেকে নামলেন। কোনও ভূমিকা না করে সকলকে কোনও না কোনও সুনির্দিষ্ট মিষ্টি বা পুরি-ঘুগনির দোকানে নিয়ে যেতেন। বলতেন, তোমাদের এই দুপুরবেলায় এখনও লাঞ্চ হয়নি, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আমাদের মতামত বা সম্মতির তোয়াক্কা না করেই সরাসরি দোকানদারকে খাবারের অর্ডার দিয়ে, দাম মিটিয়ে দিয়ে চলে যেতেন।

অর্ণব স্যারের এরকম 'খাদ্যশ্রী' বা 'স্নেহশ্রী' প্রকল্পের বেনিফিশিয়ারি আমরা আজকের দিনের 'লায়েক' হওয়া 'কেষ্টবিষ্টুদের' অনেকেই। দু'-একটা নাম বলি, জমে যাবে! আমি তো আছিই, আমাদের বন্ধু গ্যাং-এর অনেকের নাম বলা যায়। যেমন, আজকের দিনের বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌতম সরকার, আলিপুরদুয়ারের মেধাবী সমাজকর্মী অভিজিৎ রায়, প্রয়াত কবি কমলেশ রাহারায়, ত্রিদিব চক্রবর্তী, দিবাকর ভট্টাচার্য প্রমুখ। আমরা কে ঝাল খাই না, কে ডিমের ওমলেট খাই না, কে বিড়ি খায়, সিগারেট খায়, কে সুযোগ পেলে বোহেমিয়ান কবি হিসেবে কিঞ্চিৎ বাংলা বা গঞ্জিকা খায়, সেটাও উনি জানতেন। এমনকি আমাদের বন্ধু, স্যারের ছাত্র, হাংরি জেনারেশন বা শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার, জংশনের দিবাকর যে মশুরি ডালের সঙ্গে আঁতলামি করে বিস্কুট খায় এবং জনসমক্ষে স্যরকে 'স্যর' সম্বোধন না করে 'অর্ণবদা' ডাকতে চায়, সেটাও উনি বুঝতেন এবং শহরময় প্রচার করতেন। অনেক পরে ৬০ বছর বয়সেও আমি যে শিলিগুড়ি থেকে আমার সুজুকি ফিয়েরো বাইক নিয়ে শিলিগুড়ি টু কামাখ্যাগুড়ি করতাম, সেটাও অর্ণববাবুর দৌলতেই রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। লোককে বলতেন, 'কৃষ্ণপ্রিয় তো কথাই শোনে না, এখনও একদিনে ৩৫০ কিলোমিটার বাইক চালায়!'

এসব আরও অজস্র ব্যক্তিগত গল্প আর অর্ণব সেন সমার্থক।

আমরা যারা একটু-আধটু লেখালেখি করি, স্যর আমাদের প্রত্যেকের জীবনযাপন ও কাজকর্মের একরকম ভাষ্যকার হয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গেই প্রায় অর্ধশতাব্দী রইলেন। আমাদের লেখা কোনও বই আমাদের কাছে উপলব্ধ না থাকলেও অর্ণববাবুর কাছে পাওয়া যেত। এই কিছুদিন আগে বর্তমানে আলিপুরদুয়ারবাসী একজন কবি ও সম্পাদক আমাকে বললেন, 'আমরা আমাদের লিটল ম্যাগাজিনে এবার অর্ণব সেনকে নিয়ে একটা সংখ্যা করব। আপনি তাড়াতাড়ি আপনার লেখা দেবেন।' এটা জানতে পেরে অর্ণববাবু আমাকে একদিন ফোন করে বললেন, 'তুমি কিন্তু আমাদের সেই আলিপুরদুয়ার টু সোনাপুর ভায়া চাঁপাতলি, নিমতিঝোরা ও চিলাপাতা, সেই সারাদিনের সাইকেল ট্যুরটার কথা অবশ্যই লিখবে...।' একবার প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আমি স্যরকে জিজ্ঞেস করেছি, 'স্যর, আপনি এই রৌদ্রতপ্ত দুপুরে কোথায় ভাটিবাড়ি, কোথায় কোন গণ্ডগ্রাম, সেখানে নতুন নতুন ছেলেমেয়ে, কবিদের ডাকে বাস-রিকশা করে ওদের সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন, ব্যাপারটা কী?' স্যরের অকপট জবাব ছিল, 'আমি যদি না যাই, তাহলে ওদের সাহিত্যসভাটাই বাতিল হয়ে যাবে। ওরা সব দুপুরে গ্রামের ভিডিও হলে আলতু-ফালতু সিনেমা দেখতে চলে যাবে! তাই আমি যাই।'

অর্ণব সেন প্রণীত বিশেষ করে পাঁচটি বই আমার খুব প্রিয়। 'ছোটগল্পের ভাষা সময়ের ভাষা' (২০০৩), 'আধুনিকতার নানা স্বর'(২০০৬), 'শৈলীভাবনায় কথাসাহিত্যের কয়েকজন' (২০১৪), 'বিদেশি কবির আলো অন্ধকারে' (২০১৫), ও 'কবিতার রহস্য অরণ্যে' (২০১৭)। ওঁনার লেখাপত্র নিয়ে অন্য কোনওদিন লেখার ইচ্ছে রইল। স্যরকে প্রণাম!

শোকে নয়, রয়ে যাবেন স্মরণে

পনেরোর পাতার পর

নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয় আজ। উত্তরের সাহিত্যচর্চা এবং এসি কলেজকেন্দ্রিক আলোচনায় যে কয়েকটি নাম প্রায়শই উঠে আসত, অর্ণব সেন অন্যতম। এভাবেই আমি পরিচিত হলাম সাহিত্যিক অর্ণব সেন নামটির সঙ্গে। এরপর দীর্ঘ সময় কেটেছে, ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বয়ে গিয়েছে বিস্তর জলস্রোত। স্কুলপর্ব পেরিয়ে সেই আমি চলে এলাম তিস্তাপাড়ের শহর জলপাইগুড়িতে। এসি কলেজে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হলাম। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আমিও অজান্তেই নতুনভাবে জড়িয়ে গেলাম অর্ণব সেন নামটির সঙ্গে। কলেজের বিখ্যাত 'মাখনের ক্যান্টিন'-এ সাহিত্য কিংবা রাজনীতির চূড়ান্ত তর্কাতর্কি, মারামারি আর গলাগলির মধ্যেই অনুভব করছিলাম –আমিও সেই উত্তরসূরিদের একজন। এরপর তিস্তা দিয়েও বয়ে গেল বিস্তর জলস্রোত, অনেকটা পরে যোগাযোগ হল 'স্যর'-এর সঙ্গে, অর্থাৎ অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক অর্ণব সেনের সঙ্গে। নিবিড় হল সম্পর্ক, পিতৃবান্ধব তিনি। আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল গভীর শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ। ফোনে কথা চলত, তাঁর সেই বিশেষ বাচনভঙ্গি, একের পর এক কথার পরত খোলার নিজস্ব স্টাইল, মজলিশি মেজাজ আমার আকর্ষণ বাড়াচ্ছিল। কোনও বিষয় নিয়ে জানতে চাইলে তিনি ফোনের ওপার থেকে ধীরে ধীরে বলা শুরু করতেন, আমি বলতাম – একটু ধরুন স্যর, আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসি, লিখে নিই। তারপর উনি বলে যেতেন, আমি শুনতাম চুপ করে আর নোট নিতাম। নিখুঁতভাবে বলে যেতেন সন, তারিখ, বইয়ের নাম এবং আরও নানান খুঁটিনাটি। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এই বয়সে এত মনে রাখেন কীভাবে...! স্মৃতি এতটাই প্রখর...!

অর্ণব সেনের লেখালেখির সঙ্গে পরিচিতি বাড়ল ধীরে ধীরে। কবিতা লেখা থেকে গল্পের দিকে পা বাড়িয়েছি বহুদিন। নতুন গল্প, গল্পসংক্রান্ত আলোচনা পেলেই পড়ে ফেলি। এরকমভাবেই হঠাৎ একটা প্রবন্ধ চোখে পড়ল। লেখক অর্ণব সেন। পড়তে গিয়ে দেখলাম অনেকের গল্পের সঙ্গে আমার গল্প নিয়েও আলোচনা করেছেন। আমি তো আনন্দে আত্মহারা। বারবার পড়ছিলাম সেই নির্দিষ্ট অংশটি। প্রাথমিক আনন্দ সামলে এটুকু বুঝলাম নিবিড় পাঠ ছাড়া এতজন গল্পকারকে নিয়ে এমন বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আমার লেখা নিয়ে বা অন্যদের লেখা নিয়ে কী লিখেছিলেন তিনি, সে প্রসঙ্গে গিয়ে এ লেখা ভারাক্রান্ত করব না, সেটা এখানে প্রাসঙ্গিকও নয়। কেবল আমার গল্প প্রসঙ্গে একটি লাইন উল্লেখ করি মাত্র, যেখানে তিনি লিখেছিলেন – 'গল্পে কেন শুধু গল্প বলা হয় না...'! ছোট এই বাক্যবন্ধে আধুনিক গল্পের মূল সুরকে তিনি বেঁধে দিয়েছেন। বিমল করের হাত ধরে পাঁচের দশকে গল্প থেকে গল্পহীনতার যে যাত্রাপথ শুরু সেটাই ছিল পরবর্তী সময়ের বাংলা গল্পের দিকনির্দেশ। গল্প নিয়ে আলোচনায় অর্ণব সেন অন্য একজনের গল্প প্রসঙ্গে লিখছেন– 'এভাবেই পুরোনো প্লট নির্ভরতার বদলে নতুন কালের আধুনিকতা মাত্রা পায় শৈলী প্রয়োগের ইঙ্গিতময় দক্ষতায়।' এভাবেই তো ভেবেছেন প্রিয় কথাকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও। প্লট নির্ভরতা ছেড়ে আধুনিক সাহিত্য যে অনেক বেশি এক্সপেরিমেন্টাল

> প্রতিনিয়ত কত 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ' লেখা পড়ে মাথা ভোঁভোঁ করতে থাকে, সিম্পলি 'ট্যান' খেয়ে যাই আর ভাবি স্যর, আমাদের প্রিয় অর্ণব সেন কত সহজেই কেমন বলে ফেলতেন কঠিন কথাগুলো। সেই 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'র তত্ত্বকে তিনি জয় করেছিলেন সহজেই।

সোনালি স্মৃতি।। সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের সঙ্গে।

এটা অর্ণব সেন অনুভব করতে পেরেছিলেন তাঁর আধুনিক মনস্কতার জন্যই। নেহাতই অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ তিনি লেখেননি, তার বিস্তার অনেকটাই বেশি। লেখার পরিধিতেও তিনি অনেক বিস্তৃত কারণ তাঁর ভাবনার পরিধিও অনেক বড়। প্রসঙ্গক্রমেই উল্লেখ করি অর্ণব সেনের একটি প্রবন্ধ, শিরোনাম – 'বাংলা ছোটগল্প : কালের মাত্রা ও শৈলীভাবনা'। প্রবন্ধটিতে তিনি তিনটি পর্বে বাংলা ছোটগল্পের শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। নানান সময়ের বিভিন্ন গল্পকে আলোচনায় এনে নিজের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অসীম রায় কিংবা রতন ভট্টাচার্যের মতো লেখক, যাঁরা বড় অংশের পাঠকের পাঠতালিকার বাইরে, সেইসব লেখককে নিয়ে নিবিড় বিশ্লেষণে গিয়েছেন। অসীম রায়ের 'পদযাত্রা' ব্যক্তিগতভাবে আমার খুবই প্রিয় একটি গল্প। এ গল্প নিয়ে সমালোচকদের তেমন আলোচনাও চোখে পড়েনি। গল্পটি নিয়ে অর্ণব সেন লিখছেন এবং সঠিকভাবেই লিখছেন – 'একটা গণ্ডগ্রামে ধূলিধূসর পথে হঠাৎ এক রাজনৈতিক রাজকুমারের আগমন এবং তার সঙ্গীদের লম্ফঝম্প চিনিয়ে দেবে তখনকার পটভূমি এবং এদের চরিত্র'। ন্যূনতম শব্দে এত নিখুঁতভাবে সঠিক জায়গাটা ছুঁয়ে ফেলতে পারতেন তিনি, আমাদের প্রিয় 'স্যর'...! এ গল্পের প্রসঙ্গেই বলা জরুরি যে এই গল্পটির সময় হল ভারতবর্ষের জরুরি অবস্থা। ইতিহাসের দিকে একটু পিছু ফিরে তাকালেই সহজেই বোঝা যায় গল্পের সেই 'এক রাজনৈতিক রাজকুমার'টি কে...! প্রায় অনালোচিত গল্পকার রতন ভট্টাচার্যের 'রাজার এঁটো' নিয়ে আলোচনায় যোগসূত্রে বেঁধেছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শোকমিছিল' গল্পটিকে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রোহিতাশ্বের নামে' কিংবা সমীর রক্ষিতের 'র‍্যাগিং' নিয়ে অর্ণব সেনের লেখাই শুধু পড়েছি তা নয়, তাঁর সঙ্গে ফোনে কিংবা মুখোমুখি কথাও হয়েছে আর স্যরের আলোচনা শুনতে শুনতে নিজের দৈন্যকে অনুভব করেছি।

প্রতিনিয়ত কত 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ' লেখা পড়ে মাথা ভোঁভোঁ করতে থাকে, সিম্পলি 'ট্যান' খেয়ে যাই আর ভাবি স্যর, আমাদের প্রিয় অর্ণব সেন কত সহজেই কেমন বলে ফেলতেন কঠিন কথাগুলো। সেই 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'র তত্ত্বকে তিনি জয় করেছিলেন সহজেই। সাবলীলভাবেই ছুঁয়ে ফেলতেন মালার্মে থেকে 'আত্ম-আবিষ্কারের কবি' বিষ্ণু দে-কে। 'কবিতার রহস্য অরণ্যে' স্বচ্ছন্দ চলাফেরায় তাঁর কলমে উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ থেকে অমিয় চক্রবর্তী কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব বসুর ব্যাখ্যায় শার্ল বোদলেয়ারকে নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। জগদীশ গুপ্ত থেকে নবারুণ ভট্টাচার্য কিংবা আরও পরবর্তী সময়ের লেখকদের নিয়েও রয়েছে তাঁর নিখুঁত বিশ্লেষণ।

এমন সহজ, সুন্দর মানুষটি চলে গেলেন জীবনের নিয়মে। আশ্রয়হীন হলাম আমরা অনেকেই। আমার বিনম্র প্রণাম।

সেই মহীরুহ নাই, ছায়াও নাই

পনেরোর পাতার পর

এসব কিছুর বাইরেও আমরা তাঁকে একজন প্রকৃত সংগঠক হিসেবেও পেয়েছি। দীর্ঘদিন অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘের পুরোধা ছিলেন। নিপুণ সাংগঠনিক ক্ষমতায় তিনি যাবতীয় কাজকর্ম সামলেছেন। আলিপুরদুয়ার শহরে জেলাভিত্তিক বইমেলা শুরু হবার বহু পূর্ব থেকেই মূলত স্যরের উদ্যোগ ও পরামর্শে সাফল্যের সঙ্গে এই শহরের গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অর্ণব সেনের পৈতৃক নিবাস দক্ষিণবঙ্গে হলেও তাঁর জন্মস্থান জলপাইগুড়ি। আজীবন উত্তরের পাহাড়, নদী, ঝোরা, ঝরনায় অবগাহন। ফলশ্রুতিতে তাঁর মননশীল লেখনীতে আমরা পেয়েছি উত্তরের অসংখ্য লোকায়ত জীবনের কথা। চা বাগিচা শ্রমিকদের যাপন কথা। অধ্যাপনা তো ছিলই, তারপরেও ছিল তাঁর অনন্তসাধন। সার্থক সরস্বতীর বরপুত্রের মতো বাকি সময় তিনি থাকতেন সারস্বত সাধনায়। অসংখ্য সম্মানে সংবর্ধিত, বহু পুরস্কারে ভূষিত তাঁর খ্যাতি তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা দিয়ে গঙ্গায় বহমান।

অর্ণব সেনের প্রয়াণে আমাদের দিগন্তজুড়ে কেবল মহীরুহ পতনের নিঃশব্দ আওয়াজ। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁর শারীরিক অসুস্থতা, ডাক্তার, নার্সিংহোম, ব্যস্ততায় অন্তরে প্রবল এক আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠছিল। সেই ঝড় একদিন আছড়ে পড়ল। সমূলে উৎপাটিত করল আমাদের নিরাপদ এক আশ্রয়স্থল। নিরাশ্রিতের একমাত্র অবলম্বনের মতো আর কোনওদিনই ছুটে যাব না, শরৎ সরণির বাড়ির উঠোনে।

এক সব্যসাচী সাহিত্যিক আজ মহাশূন্য থেকে তারার মতো আলো জ্বেলে পথ দেখিয়ে যাবেন। আমাদের সবার গন্তব্যই একদিন মিলে যাবে, একপথে। একসঙ্গে।

নন্দিত প্রজাপতি

ছোটগল্প

অতনু বিশ্বাস

-এআই

তথাগত দেওয়ানের প্রায়ই মনে হত, জন্ম থেকেই সে যেন আগে থেকে লেখা একটা গল্পের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। যেখানে তার ভূমিকা কেবলই ফুটনোটের।

বাবা আনন্দ দেওয়ান কিংবদন্তি লেখক। তাঁর বই দেদার বিকোয়। পাঠকেরা তাঁকে নিয়ে অন্ধ আবেগে আপ্লুত। সমালোচকরা 'চিরকালীন কণ্ঠস্বর' বা 'নীরব বজ্রপাত'-এর মতো ভারী শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন, যার আসল অর্থ হয়তো কেউই জানে না। তাঁর উপন্যাস চোদ্দোটি ভাষায় অনূদিত, বলিউডে সিনেমাও হয়েছে। দেশ-বিদেশের তাবড় পুরস্কার থেকে শুরু করে পদ্ম সম্মান- সবই তাঁর ড্রয়িংরুমের শোভাবর্ধন করছে। এক অতি-সফল জীবনের নিখুঁত ক্যানভাস।

আর তথাগত? সে যেন সেই তীব্র আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থাকা গাঢ় ছায়া। দুর্ভাগ্যবশত সে-ও লিখত। কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে সে বাবার প্রতিভার বদলে পেয়েছিল কেবল নামের বিশাল ভার।

ছাত্রজীবনে তথাগতর মেধার ঝলক দেখা গিয়েছিল পদার্থবিজ্ঞানে। সূত্র আর সমীকরণগুলো তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার ছিল। অধ্যাপকরা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন।

ডাকসাইটে প্রফেসর ব্যানার্জি একদিন বলেছিলেন, 'তুমি কিন্তু লেখক না হওয়ার কথা ভাবতে পারো।'

তথাগত হেসেছিল, 'সমস্যা তো ওখানেই স্যর। আমি অঙ্কের নিখুঁত উত্তরের বদলে বিভ্রান্তি চাই, দ্ব্যর্থতা চাই।'

প্রফেসর গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, 'বোঝা গেল, তুমি সাহিত্যই চাও।'

পদার্থবিজ্ঞান তাঁকে আপন করতে পারলেও, সে পথে তথাগতর মন টেকেনি। জিন-বাহিত কোনও এক তীব্র তাড়না তথাগতকে অন্য দিকে টানছিল।

সায়েন্স কলেজের সামনের চায়ের দোকানে বসে একদিন সে সহপাঠিনী বিদিশাকে বলেছিল, 'আমি মহাবিশ্ব ব্যাখ্যা করতে চাই না, নতুন একটা মহাবিশ্ব তৈরি করতে চাই।' বিদিশা তখন স্ত্রী হয়নি। সে হেসেছিল- অর্ধেক মুগ্ধতায়, অর্ধেক দুশ্চিন্তায়।

'তুমি তো এখনই একটা মহাবিশ্বের বাসিন্দা।' বিদিশা নরম স্বরে বলেছিল, 'তোমার বাবার তৈরি করা ইউনিভার্স।'

সময় গড়ায়। তথাগত নিরলসভাবে লিখে চলে। দু'-চারটে গল্প অচেনা পত্রিকায় ছাপাও হয়। প্রতিটা শব্দ সে পাথর খোদাই করার মতো যত্ন নিয়ে লেখে। পারফেকশনের প্রতি এই মোহটা সে বাবার থেকেই পেয়েছে।

কিন্তু প্রকাশকরা তার লেখা পড়ে, অথবা পড়ে না। রিজেকশন লেটারগুলোর ভাষা মোটামুটি একই- 'সম্ভাবনাময়, কিন্তু বাজারের উপযোগী নয়।' কিংবা 'ভাষা শক্তিশালী, কিন্তু নিজস্ব স্বর নেই। ভবিষ্যতে আপনার লেখা বিবেচনা করতে আমরা আগ্রহী।'

সবসময় সেই অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ।

বিদিশা পাশে ছিল নীরব ধ্রুবকের মতো- তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পাঠক, সমালোচক আর থেরাপিস্ট। প্রতিটি খসড়া সে খুঁটিয়ে পড়ত, তর্ক করত, প্রয়োজনে ধমকও দিত।

ছাত্রজীবনের সেই 'প্রতিশ্রুতিবান লেখক' তকমাটা এত বছর পরেও কনস্ট্যান্ট থেকে গেল। একদিন তথাগত হাসতে হাসতে বলল, 'আমি নতুন একটা ঘরানা আবিষ্কার করেছি জানো? অপ্রকাশযোগ্য সাহিত্য। যেখানে পাঠক নেই, প্রকাশক নেই- আছে শুধু খাঁটি স্বাধীনতা।'

বিদিশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'তুমি এতটাই চেষ্টা করছ যাতে তোমার লেখা বাবার মতো না হয়, যে শেষমেশ তা কারও মতোই শোনাচ্ছে না।'

'ছায়া হয়ে বাঁচার চেয়ে সেটাও বোধহয় ভালো।' তথাগতর কণ্ঠে তিক্ততা। কিন্তু ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান যে তাঁকে ভেতর-ভেতর কুরে খাচ্ছে, সেটা বিদিশার চোখ এড়ায় না।

****

আনন্দ দেওয়ানের মৃত্যুর পর পত্রপত্রিকাগুলো থেকে তথাগতর কাছে অনুরোধ আসতে থাকে- 'বাবাকে যেমন দেখেছি' লেখার জন্য। তথাগতর অনীহা দেখে বিদিশাই পরিস্থিতি সামলে 'আমার শ্বশুরমশাই যেমন ছিলেন' লিখে দেয়। প্রকাশকরা ফোন করে একটাই প্রশ্ন করে- আনন্দবাবুর অপ্রকাশিত কিছু লেখা আছে?

একদিন বাবার পুরোনো ল্যাপটপ ঘাঁটতে গিয়ে তথাগত সত্যিই একটা সোনার খনি পেয়ে যায়। সম্পূর্ণ একটা অপ্রকাশিত উপন্যাস। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে সে। শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে তার হাত কাঁপছিল। এ এক অসাধারণ, নিবিড় সৃষ্টি! বাবার স্বভাবসিদ্ধ নিখুঁত বুনন, নিঃসন্দেহে তাঁর অন্যতম সেরা কাজ।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর একটা বিপজ্জনক চিন্তা তার মাথায় আসে। ফাইলটা খুলে সে সামান্য কিছু শব্দ আর বাক্য বদলে দেয়- যাতে লেখার উৎসটা একটু ঝাপসা হয়ে যায়। বিদিশা ব্যাপারটা পুরোপুরি সমর্থন করতে না পারলেও, বাধা দেয় না।

বিদিশা পাশে ছিল নীরব ধ্রুবকের মতো- তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত পাঠক, সমালোচক আর থেরাপিস্ট। প্রতিটি খসড়া সে খুঁটিয়ে পড়ত, তর্ক করত, প্রয়োজনে ধমকও দিত। ছাত্রজীবনের সেই 'প্রতিশ্রুতিবান লেখক' তকমাটা এত বছর পরেও কনস্ট্যান্ট থেকে গেল। একদিন তথাগত হাসতে হাসতে বলল, 'আমি নতুন একটা ঘরানা আবিষ্কার করেছি জানো? অপ্রকাশযোগ্য সাহিত্য। যেখানে পাঠক নেই, প্রকাশক নেই- আছে শুধু খাঁটি স্বাধীনতা।'

চূড়ান্ত অস্বস্তি নিয়েই তথাগত বাবার সেই উপন্যাসটা নিজের নামে এক প্রকাশককে পাঠিয়ে দেয়। নিজেকে বোঝায়, দৈত্যপুরীর সিংদরজা ভাঙতে সে শুধু একবারই এই সোনার কাঠির সাহায্য নিচ্ছে।

প্রতিক্রিয়া আসে এবং আগের চেয়েও হতাশাজনক। 'সুন্দর লেখা, কিন্তু বিপণনযোগ্য নয়।' অন্য এক প্রকাশকের জবাব এল, 'লেখাটা বেশ পুরোনো স্টাইলের। আরও আধুনিক কিছু আশা করছিলাম।'

গভীর অবিশ্বাসে তাকিয়ে থাকে তথাগত। বাবার এমন অসাধারণ লেখাও প্রত্যাখ্যাত! সে ব্যঙ্গের হাসি হাসে, 'এটাও ওরা ফেরাল?'

আসল মজা অন্য জায়গায়। প্রায় প্রতিটি রিজেকশন ই-মেলের শেষে একটা বাঁধা লাইন ছিল- আপনার বাবার কোনও অপ্রকাশিত লেখা থাকলে জানাবেন, আমরা ছাপতে অত্যন্ত আগ্রহী।

সেদিন রাতে বিদিশাকে তথাগত বলে, 'আমার বড্ড রাগ হচ্ছে। ওদের ওপর, বাবার ওপর, নিজের ওপরও! না, বাবার ওপর নয়, বাবার ওই বিশাল ছায়াটার ওপর, যার নীচে আমি চাপা পড়ে গেছি।'

বিদিশা জিজ্ঞেস করে, 'এখন কী করবে ভাবছ?'

তথাগত হাসে, 'আমি বুঝে গেছি- কেউ লেখা পড়ে না, খ্যাতি পড়ে। আমি একটা সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট করব এবার। উলটো পথে হাঁটব।'

****

শীর্ষ প্রকাশনা সংস্থার প্রধান রিয়া সেন। স্মার্ট, হিসেবি, সাহিত্য বোঝেন- অবশ্যই সেটা যদি বিক্রিযোগ্য হয়।

তথাগত তাঁকে ফোন করে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, 'বাবার ল্যাপটপে একটা সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত উপন্যাস পেয়েছি।'

ব্যস্ত রিয়া সেনের গলায় মুহূর্তেই উত্তেজনা ছড়াল, 'আপনি বুঝতে পারছেন এর গুরুত্ব? প্লিজ অন্য কাউকে দেবেন না, আমরা সেরা ডিল দেব।'

তথাগত মৃদু হাসল।

সেই সন্ধ্যায় নিজের ল্যাপটপ খুলে বহু আগে লেখা নিজের সবচেয়ে প্রিয় উপন্যাস 'নন্দিত প্রজাপতি' বের করল সে। লেখকের জায়গায় নিজের নাম মুছে লিখে দিল- আনন্দ দেওয়ান। বাবার স্টাইলের সঙ্গে মেলাতে সামান্য কিছু সম্পাদনাও করল।

বিদিশা বলল, 'এটা কিন্তু প্রতারণা।'

'না, এটা সমাজবিজ্ঞান।' তথাগত মরিয়া হয়ে জবাব দিল, 'ওরা তো আমার লেখা ছাপতে চায়নি। দেখি, এবার চায় কি না।'

প্রতিক্রিয়া এল বিদ্যুতের গতিতে। রিয়ার উচ্ছ্বসিত ফোন, 'অসাধারণ লেখা! আমাদের এটা চাই-ই।'

বিশাল অঙ্কের চুক্তি হল, শুরু হল জমকালো প্রচার। সাহিত্যের দুনিয়ায় তথাগত গুরুত্ব পেল- তবে লেখক হিসেবে নয়, উত্তরাধিকারী হিসেবে।

বই বেরোতেই সাড়া ফেলে দিল। সমালোচকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ- 'আনন্দ দেওয়ানের সেরা কাজ!' তথাগত নীরবে সেসব পড়ে। এই প্রশংসার প্রতিটি শব্দে তাঁর জয়ের গল্প লুকিয়ে থাকলেও, কোথায় যেন একটা অপরাধবোধ খচখচ করে।

এক সন্ধ্যায় সামনে খোলা বইটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল তথাগত। বিদিশা বলল, 'পাঠকরা কিন্তু গল্পটা দারুণ পছন্দ করেছে। তোমার লেখা।'

'না।' তথাগত মাথা নাড়ল, 'ওরা লেখকের নামটাকে ভালোবেসেছে। এটা আমার ভূতের লেখা।'

-তাতে কী যায় আসে?

তথাগত দৃঢ় স্বরে বলল, 'যায় আসে। তাই এটাই এই গল্পের শেষ নয়।'

****

কয়েক মাস পর কলকাতা লিটেরারি মিটে আনন্দ দেওয়ানের লেগ্যাসি নিয়ে বলতে ওঠে তথাগত। সামনের সারিতে বসে রিয়া সেন।

মাইক হাতে নিয়ে তথাগত বলতে শুরু করে, 'বাবা বিশ্বাস করতেন, লেখকের নাম আড়ালে থাকা উচিত। কিন্তু আমরা কি তা হতে দিই? আমরা নাম পড়ি আগে, লেখা পরে। আজ একটা সত্যি কথা স্বীকার করছি- সম্প্রতি বাবার নামে যে উপন্যাসটি বেরিয়েছে, সেটা আসলে আমার লেখা।'

গোটা হলঘর নিস্তব্ধ।

'উপন্যাসটা আমি আট বছর আগে লিখেছিলাম। ছ'জন প্রকাশককে পাঠিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। অথচ আজ সেই বই বাবার নামে ছাপা হওয়ার পর কেউ ধরতে পারলেন না! কারণ, সে সময় পাণ্ডুলিপিটা কেউ পড়েই দেখেননি। না পড়েই আমাকে বাতিল করেছিলেন।'

সভাঘরজুড়ে চাপা গুঞ্জন। রিয়া সেন চোখ বড় করে মনে করার চেষ্টা করলেন, আট বছর আগে তিনিও এই পাণ্ডুলিপিটা রিজেক্ট করেছিলেন কি না!

'নিজের গল্প বাবার খ্যাতির আগুনে সেঁকে নেওয়াটা হয়তো আমার অন্যায়। কিন্তু আমি এটাকে হুইসল ব্লোয়ারের কাজ হিসেবেই দেখছি। আমি শুধু জানতে চাই- আমরা কাকে মূল্য দিই? গল্পকে, না নামকে?'

স্টেজ থেকে নেমে রিয়া সেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তথাগত হাসল, 'বাবার লেখা একটা আসল অপ্রকাশিত উপন্যাস সত্যিই আমার কাছে আছে। আপনি চাইলে দিতে পারি।'

ফেরার পথে বিদিশা শক্ত করে তার হাত ধরল, 'এটা কি তোমার প্রতিশোধ ছিল?'

'না, এটাকে একটা নতুন অধ্যায়ের শুরু বলতে পারো।' তথাগতর দৃষ্টি আজ বহুদিন পর অদ্ভুত শান্ত, দৃপ্ত- 'আমি এবার লিখব। সম্পূর্ণ নিজের নামে।'

সেদিন রাতে বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদল তথাগত। এমন কান্না সে ছেলেবেলার পর আর কাঁদেনি। বিদিশা তাকে থামাতে গেল না। তার শুধু মনে হল, দীর্ঘদিনের জমে থাকা খোলস ছেড়ে আজ সত্যিই একটা আনন্দিত প্রজাপতি ডানা মেলল।

উত্তরের কবিমুখ

সন্দীপন দত্ত

শিলিগুড়ি শহরে বসবাস। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস থেকে স্নাতকোত্তর। পেশা গৃহশিক্ষকতা। ২০১৪ সাল থেকে নিয়মিত লেখালেখি— মূলত কবিতা ও ব্যক্তিগত গদ্য। প্রথম প্রকাশ 'উত্তরের কবিমন' পত্রিকায়। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের একাধিক লিটল ম্যাগাজিন, প্রকাশনী ও সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। একমাত্র কবিতার বই 'কবি মানস' থেকে ২০২১ সালে প্রকাশিত 'রান্নাঘরের লেখা'। ২০২৩ সালে 'উত্তরের কবিমন' পত্রিকা কর্তৃক প্রদত্ত 'পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত স্মৃতি সম্মাননা' প্রাপক।

প্রবোধ

ছোটমাছ খাওয়া শিখছি ধীরে ধীরে—
বয়স বাড়লে থিতু হয় বিক্ষোভ;
ক্রোধ করুণ ভাসে মায়াজীর্ণ—
চোখের জ্যোতি কীসে বাড়ে খুঁজি।
চারদিক থেকে বর্ণ ভাঙে, ধরতে অপারগ—
লিখতে পারলে কিছুটা অব্যর্থ হয়ে থাকি।
যে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে নিজের ময়ূর,
মেঘ তাকে কতটুকু রমণ দেবে?

অণুগল্প

নেমেসিস

অমিতকুমার বর্মন

গাছটার ওই মাথার উঁচু ডালে নিঃশব্দে বসে বাজপাখিটা। এদিকে রাতের একলা অন্ধকারে যে যার মতো কাজমুখর। প্রহর গুনছে সেইসব রাতশিকারি। অন্যদিকে, রাত কখন তার রাতের মায়া সরিয়ে একটু আলো হবে, তাকিয়ে প্রতীক্ষারত ভোর।

রাতের ওই গভীর ব্যস্ততার পাশে দুই ডানার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে চায় বাজপাখিটার ফুটফুটে ছানাগুলো। বোধহয় খিদে পেয়েছে তাদের। কিন্তু বাজপাখিটা কড়া শাসনে আবার তাদের পালকে জড়িয়ে নেয়। গোটা রাত ধরে এভাবেই সে সয়ে যায় মা হওয়ার ব্যথা।

ভোরের ইশারায় ছানাগুলোর ঘুম না ভাঙিয়ে নিঃশব্দে সে ডানা মেলে পাড়ি দেয়।

সকাল পেরিয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে আরও একটা দীর্ঘ অপেক্ষা। ছানাগুলো হাঁ করে চেয়ে থাকে। ওদের কচি পেটে জ্বলে ওঠে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া নির্মম সত্য। কিন্তু মা বাজপাখি তবু ফিরে আসে না।

আচমকা ছানাগুলো খুশিতে টগবগ করে। ভাবে, এই বুঝি মা এল। কিন্তু তারা দেখে অন্য কিছু। তাদের সামনে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে একটা কেউটে সাপ। সাপটা তার ক্ষুধার্ত সন্তানদের গর্তে রেখে সকাল থেকে খুঁজে মরছিল একটু খাবার। সাপটা বাজপাখির একটা বাচ্চাকে অর্ধেকটা মুখে নিয়ে যেই চলে যাবে, ঠিক এমন সময় বাজপাখিটা ওই সাপটারই একটা বাচ্চাকে ঠোঁটে নিয়ে হাজির।

জীবন ও খিদের ঊর্ধ্বে তখন বাজপাখি ও সাপটা মা শব্দের কাছে স্তব্ধ হয়ে থাকে...

অভিমান

পার্থসারথি চক্রবর্তী

রোজের মতো নদীর পাড়ে এসে বসল রবি। তবে একটাই পার্থক্য যে, সে আজ একটু বেশি ক্লান্ত। সকালে মাছ পেতে অনেক বেশি সময় লেগেছে। ফলে পরিশ্রমও বেশি হয়েছে। পাহাড়ে বৃষ্টি যত বাড়ছে, তোর্ষার জলও তত বাড়ছে। ফলে নদীয়ালি মাছগুলো আর তেমন জালে পড়ছে না। বিশেষ করে পুঁটি, বোরোলি,

তিনকাঁটা কিছুই আসছে না। তবে আজ কিছুটা বোরোলি পেয়েছে। ফলে মাছ ধরতে সময় ও শ্রম- দুটোই বেশি লাগলেও বিক্রি করতে বেগ পেতে হয়নি। বোরোলি খুব সহজেই বিক্রি হয়ে যায়। আমদানি বেশ ভালোই হল।

তোর্ষায় রবির বাবা মাছ ধরত। রবিও ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে তোর্ষায় মাছ ধরে। নদীটির প্রতিটি কোণ চেনা। কত নতুন ঢেউ আসে। নতুন জলের মতো প্রতিবছর নবযৌবন আসে। তবে এবছর নদীর গতিপ্রকৃতি আলাদা। ঘোলা জল প্রতি বর্ষায় আসে, কিন্তু এবার জলের রংটা একটু আলাদা। পাহাড়ের গাছ ভেঙে প্রতিবার আসে, তবে এবার তোর্ষার অনেক বেশি পাড় ভাঙছে। যেন কাছে চলে আসতে চায়।

শহরকে ঘিরে নদীর যে বাঁধটা নতুন হয়েছে, তার পাশে অনেক বাড়ি হয়েছে। বসতি বাড়ছে দিন-দিন। এভাবে কি নদীকে চটিয়ে দিচ্ছে মানুষ! রবি তো নদীকে কাছ থেকে চেনে। নদীও ওর কথা শোনে, বোঝে। নদীরও যেন কেমন মুখ ভার! রবি একান্তে বসে তোর্ষার পাশে। শান্ত করতে চায় তোর্ষাকে। তোর্ষা যে ওর খুব প্রিয়।

অভিমান ঠিকরে বেরিয়ে আসতে থাকে গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে।

(১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com)

কবিতা

অক্ষরের ঘ্রাণ

দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপন্নতা জ্বলে ওঠে
তাপে ম্লান প্রেরণা প্রোৎসাহ
রোমাঞ্চে আতুর অন্তরের গূঢ় লালা রস

উঠোনে লড়াই করে শালিকগুচ্ছ,
খুঁটে খুঁটে খাওয়ার কথা ফসলের কণা,
সম্পর্ক পালটে ফেলে দেয় রাস্তার ধুলায়,
দেখে ফিরে যাই সংগুপ্ত হৃদয়ে।

নদীতে ডুব দিয়ে প্রফুল্লতা নিয়ে আসি,
আকাশ থেকে রোদ্দুর
উতল আকাঙ্ক্ষা মেলি বারান্দায়;
কালের নৌকায় উঠে মনে পড়ে
ডানা ঝাপটানো প্রাচীন উড়ান
এ পৃথিবী ঘুরে ঘুরে নানা দৃশ্য বুনে
তারও আছে ঝলমলে দিন, রাত্রির অন্ধকার-
গাছে গাছে সবুজের মহিমা
পাহাড়ের নততলে সৌন্দর্যের ঢেউ
সমুদ্রের নীলের গভীর...

এইসব উচ্ছল পার্থিবতা ধুয়ে দেয় মন,
সম্মোহিত করে কোমল ব্যঞ্জনার মায়ায়,
সহসা যন্ত্রণায় ভিজে জেগে ওঠে
হৃদয়ের পুবকোণে আলোর উদ্ভাস,
ফিরে আসে আদরের শস্যের ইশারা
ফিরে আসে লিপিমালা অক্ষরের ঘ্রাণ...

ধ্যান মন্ত্রে...

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

১
সাবধানি গান নয়, জীবনের নতুন আলো
বাঁধে দু'হাতে, যত্ন করে, মশারি দেয় তোলে
জানলায় দোলে মানি প্ল্যান্ট
ছুঁতে পারি না আর। স্থবির ধ্যানে নিবিড়...
২
নিমীলিত চোখের আড়াল থেকে
দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে নামে ধুলোয়...
হাসিমুখ নামে না। স্থির হয়ে থাকে দূরের পাহাড়ে
বুদ্ধ, তুমি কি জানতে আমি একান্ত শরণাগত
কথা আর শব্দের ফুলঝুরি থেকে জ্যোৎস্না
নামে রাতের মায়ায়, ফিরে যাই মরণের পার
হয়ে জন্মের আড়ালে। ধারণ করে আছি
সিসিফাসের জীবন। 'সাধারণ' অতি 'সাধারণ'
শব্দ হয়ে নামে আমার নদীর
আকণ্ঠ জলপানে...

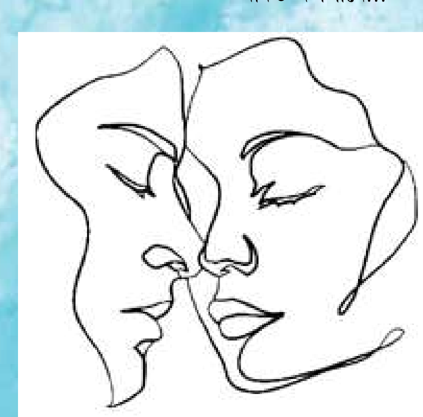

রক্তশপথ

জীবনকুমার সরকার

কত লাশ পেলে খুশি হবে হে সময়?
তোমাদের যত খুশি ইচ্ছে
সাজাও কারাগার।
আমাদের লড়াই চলবে আমরণ—

কাঁটাতারে আটকে আছে আমাদের স্বপ্ন
দেশভাগের ঘোর অমানিশা পকেটে নিয়ে
ঘুরে বেড়ান বৃদ্ধ মাস্টারমশাই
আর এদেশে খোঁজেন
নাগরিকত্বের সব আস্বাদ

আইনের ছলে মানুষে-মানুষে মনুর বিভেদ

আমাদেরও রক্তশপথ
মনুর বংশধরদের কাছে
মেরুদণ্ড নোয়াবো না।

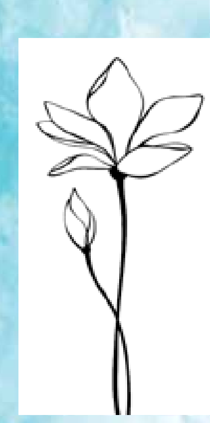

ভগ্ন পুঁথি

মৌ চট্টোপাধ্যায়

ভগ্ন পুঁথির পাশে উত্থিত যন্ত্র সংগীত
রাগ দরবারির সাথে আলাপ জুড়েছে।
এ নিশীথ দশা অমাবস্যা দেখেনি,
দেখেনি কোনও এক ফালি চাঁদের মায়া।
ভাতের গন্ধ আর সেমাইয়ের পায়েস
লেগে আছে জাফরানি হৃদয়ের কোণে।
ছন্দ-অলংকারের পরিপাটি করা কাগজের
ভাঁজে লুকিয়ে আছে আমার পরিচয়।
যা হাজার বছর ভারতবর্ষের
মাটি সিঞ্চন করে ফসলের গান লিখেছিল।
এখন একটা অনুচ্ছেদ নদী সভ্যতার
বিলীন বিন্দুতে দাঁড়িয়ে---

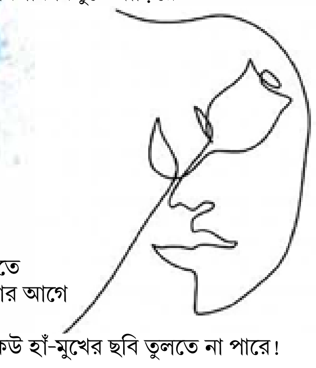

খোয়াইশ

দেবায়ন চৌধুরী

মৃত্যুর ঠিক আগে কী ভাবে মানুষ? মরে যাচ্ছি! এই শালা মরে যাচ্ছি...!
শ্বাস না নিতে পারার ব্যাকুলতার মধ্যে সন্তানের মুখ দেখার প্রিয়তম ইচ্ছে।
শরীর এলিয়ে গেলে চিন্তাও যে এলোপাতাড়ি পথ হাঁটে। টলমল পায়ে চোরাবালিতে
ডুবে যেতে যেতে কী মনে হয় তার? কিছুই না হয়তো। চোখের পাতা নেমে আসার আগে
যেভাবে মানুষ বুঝতে পারে না ঘুমের ভেতর ঘুমের মশারি!
'যেভাবে মৃত্যু চাই' শীর্ষক প্রতিবেদন লিখে রাখলে বেশ হয়। মৃত্যুর পর যাতে কেউ হাঁ-মুখের ছবি তুলতে না পারে!

১২ বছর কাটল, ইতালি বিশ্বকাপ খেলেনি

চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি ২০১৮, ২০২২-এর পর ২০২৬ বিশ্বকাপেও যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ। কিন্তু কেন এই পতন একসময়ের ফুটবলের রাজাদের? কোথায় ভুল হচ্ছে ইতালির? কারণ খোঁজার চেষ্টা করলেন **শুভাগত রায়**

সালটা ১৯৫৮, তখনও নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে যাননি, বিশ্বকাপের মঞ্চে পেলের অভিষেক হয়নি, ব্রাজিল বিশ্বকাপ জেতেনি, মারাদোনার জন্মই হয়নি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তৈরি হয়নি, শুরু হয়নি জনপ্রিয় ব্যান্ড বিটলস-এর পথ চলাও। ২০১৮-র আগে শেষবার সেবছরই ইতালি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। কাট টু ২০২৬, পরপর তিনটি বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শেষবার যখন তারা বিশ্বকাপ খেলেছিল তখন আইফোনের সাম্প্রতিক মডেল ৫ এস, এম্বাপের বয়স ১৫, লামিনে ইয়ামালের বয়স ছয়, মেসির ব্যালন ডি'অর-এর সংখ্যা চার, গেম অফ থ্রন্সের চতুর্থ সিজন কেবলমাত্র মুক্তি পেয়েছে এবং সর্বোপরি ইউপিআই আর ইন্সটাগ্রাম রিলসের জন্মই হয়নি। সুতরাং, যাদের ফুটবল ঐতিহ্য একসময় বিশ্বকে শাসন করেছে, আজ তারা ইতিহাসের এক অস্বস্তিকর অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে। ইতালির শেষবার বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম প্রধান কারিগর জেনারো গাত্তুসো ১৫ জুন ২০২৫ সালে ইতালির কোচের দায়িত্ব নেন। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে গ্রুপ পর্বে ইতালির শুরুটা ভালো হলেও একই গ্রুপে থাকা হাল্যান্ডের নরওয়ের কাছে ৪-১ গোলে পরাজিত হতে হয় ঘরের মাঠে। এরপরের সমীকরণ ছিল, তাদের প্লে-অফ খেলে যোগ্যতা অর্জন করতে হত। সেই লক্ষ্যে ২৭ মার্চ নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে প্লে-অফের ফাইনালে পৌঁছোয় তাঁরা। এরপর বিশ্বকাপ আর ইতালির মাঝে শুধু ছিল বসনিয়া। যাদের বাঁধা পেরোলেই মিলত ২০১৪-র পর ফের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ।

ম্যাচের ১৫ মিনিটের মাথায় ময়সে কিনের বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে খানিক প্রত্যাশিতভাবেই ১-০ গোলে এগিয়ে যায় ইতালি। কিন্তু গোলকিপার ডোনারুমা ৪১ মিনিটের মাথায় গোলকিক নেওয়ার জন্য ডিফেন্সকে ওপরে পাঠালেও, তাঁর গোলকিক হাফ লাইনও অতিক্রম করে না এবং সরাসরি বসনিয়া খেলোয়াড়ের মাথায় গিয়ে পড়ে। তিনি একটি কন্ট্রোল্ড হেডের পর সুন্দর একটি পাসে ফরোয়ার্ড মেমিচের উদ্দেশ্যে বলটি বাড়িয়ে দেন। ইতালির স্টপার বাস্তোনি মরিয়া ট্যাকেল করলেও বলের দখল নিতে ব্যর্থ হন এবং সরাসরি মেমিচের পায়ে আঘাত করে বসেন। ফলস্বরূপ বাস্তোনিকে লাল কার্ড দেখতে হয়। এরপর বসনিয়া মুহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনে এবং ৭৯ মিনিটে তাবাকোভিচের গোলে সমতায় ফেরে তাঁরা। তবে পরিসংখ্যান বলছে বসনিয়া ম্যাচের একেবারে প্রথম থেকেই ইতালিকে সব বিভাগেই কার্যত টেক্কা দিয়েছে। বসনিয়ার উইং-প্লের কোনও জবাব ইতালির কাছে ছিল না। বসনিয়া ম্যাচে ৩০টি শট নিয়েছে সেখানে ইতালির ৯টি, বসনিয়া পাস খেলেছে ৭১৮টি, সেখানে ইতালি ৪১৯টি। শেষমেশ পেনাল্টি শুট আউটে ৪-১ গোলে হারার মধ্য দিয়ে ইতালির কফিনে শেষ পেরেকটি পরে যায়।

এই ধারাবাহিক ব্যর্থতা শুধু একটি দলের পতন নয়, বরং একটি দেশের ফুটবল কাঠামোর গভীর সংকটের প্রতিফলন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-কেন এই পতন? কোথায় ভুল হচ্ছে ইতালির? এই ব্যর্থতাকে শুধুমাত্র একটি ম্যাচের ফলাফল হিসাবে দেখলে ভুল হবে। বরং এর পেছনে রয়েছে বহুস্তরীয় সমস্যা-ট্যাকটিক্যাল, টেকনিক্যাল, ডেমোগ্রাফিক, যুব উন্নয়ন, পরিকাঠামো, প্রশাসনিক এবং মূলত নিজস্ব সত্ত্বা ধরে রাখতে না পারা।

ইতালির ঐতিহ্যগত শক্তি ছিল তাদের সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ফিজিক্যাল ডিফেন্স। আমরা ইতালির রক্ষণে মালদিনি, নেস্তা, কিয়েলিনি, ক্যানাভারোর মতো ডিফেন্ডারদের দেখেছি। যারা নিজেদের প্রাণ বাজি রেখে রক্ষণ সামলাতেন। এরিয়াল ডুয়েলে তাদের জুড়ি মেলা ভার ছিল, কিন্তু আধুনিক ফুটবলের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হয়তো ইতালি তাদের এই সত্ত্বাকেই হারিয়ে ফেলেছে। ক্যালকিয়োরি, বাস্তোনি, ম্যানচিনিদের ডিফেন্স বেশিরভাগ এরিয়াল ডুয়েলই জিততে ব্যর্থ। একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে তাঁরা এতটাই দুর্বল, যে বসনিয়া আরও গোল পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকতো না।

ইতালির মিডফিল্ড একসময় সমৃদ্ধ করতেন পির্লো, গাত্তুসো, টট্টির মতো খেলোয়াড়রা। কিন্তু এই ইতালির মিডফিল্ডে টোনালি, লোকাতেলি, বারেল্লারা না কোনও প্রতিরোধ গড়তে পারলেন মাঝমাঠে, না ভাঙতে পারলেন বসনিয়ার ডিফেন্স। এককথায় এই মাঝমাঠে কোনও ধার ছিল না, ছিল না কোনও প্রকৃত অর্থের লিডার। বর্তমান আন্তর্জাতিক ফুটবলে যেখানে হাই প্রেসিং, ট্রানজিশন, স্পিড এবং ডায়নামিক মিডফিল্ড অপরিহার্য, সেখানে ইতালির মিডফিল্ড মন্থর গতির, অনেকটাই পুরোনো ধারার মধ্যে আটকে আছে। বেশিরভাগ দল আজ দ্রুত রোটেশন, স্পেস তৈরি করে আক্রমণে বৈচিত্র্য আনে। সেখানে ইতালি অনেক সময়ই ধীর, অনুমেয় এবং সৃজনশীলতার অভাবে ভুগছে। মিডফিল্ডে প্লে-মেকারের অভাব সুস্পষ্ট, উইং থেকে ধারালো আক্রমণের অভাব এবং ডিফেন্স থেকে দ্রুত বিল্ড আপের ঘাটতি ইতালিকে বারবার সমস্যায় ফেলেছে। ফলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে গোল হজম করা তাদের জন্য সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইতালির আরেকটি বড় সমস্যা হল একটি স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি কোচিং দর্শনের অভাব। বিভিন্ন কোচ বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু তাদের ফুটবল দর্শন আলাদা হওয়ায় দল একটি নির্দিষ্ট ফুটবল আইডেন্টিটি তৈরি করতে পারেনি। জাতীয় দলের সঙ্গে ক্লাব ফুটবলের দর্শনেরও মিল নেই যা খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সে প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া ইতালির জনসংখ্যার গড় বয়স (৪১) ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ৫০ শতাংশ পরিবারে মাত্র একটি করে সন্তান, তারমধ্যে বেশিরভাগ তরুণেরা নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ভবিষ্যতের দিকে ঝুঁকছে। এই ডেমোগ্রাফিক বাস্তবতা ফুটবলকেও প্রভাবিত করছে।

জাতীয় দলে অনেকসময়ই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দেখা গিয়েছে, ফলস্বরূপ ইতালির দল অনেক সময়ই ফিটনেস, স্পিড এবং ইনটেনসিটির দিক থেকে প্রতিপক্ষের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। একসময় ইতালিয়ান ফুটবল লিগ (সিরি-আ) ছিল বিশ্বের সেরা লিগগুলির একটি, কিন্তু এখন সেই লিগ অর্থনৈতিক এবং প্রতিযোগিতামূলক দিক থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। এছাড়া ইতালির ক্লাবগুলো ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় স্পেন, ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের ক্লাবগুলোর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। ২০১০ সালে ইন্টার মিলান শেষ ইতালিয়ান ক্লাব হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল।

ক্লাবগুলি তাদের যুব দল থেকে উঠে আসা ফুটবলারদের তরুণ বয়সে সুযোগ দিতে অক্ষম। তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ছোট ক্লাবে খেলতে, সেখান থেকে পরিণত হয়ে আসার পরে সুযোগ আসে বড় ক্লাবে কিন্তু ততদিনে তাদের অনেকটাই সময় পেরিয়ে যায়। এর বিপরীতটাই এখন দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স বা জার্মানির বড় ক্লাবগুলিতে। যেখানে তারা তাদের যুব দল থেকে উঠে আসা ১৮, ১৯ বছর বয়সি ছেলেদের সুযোগ দিচ্ছে প্রথম দলের হয়ে খেলার। যার ফলস্বরূপ ওই দেশগুলিতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে লামিনে ইয়ামাল, পেদ্রি, এম্বাপে বা জুড বেলিংহামদের।

ইতালির ফুটবল পরিকাঠামোর দীর্ঘদিন ধরে আধুনিকীকরণ হয়নি। অনেক স্টেডিয়াম পুরোনো, প্রশিক্ষণের সুবিধা উন্নত নয়। ইউরোপের অন্য দেশগুলি যেখানে আধুনিক স্টেডিয়াম ও ট্রেনিং সেন্টারে বিনিয়োগ করছে, সেখানে ইতালি সেই দৌড়ে পিছিয়ে পড়ছে। শেষ ২০-২৫ বছরে প্রায় ১৫টি ইতালীয় সিরি-আ ক্লাব নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে, যার ফলে তাদের অবনমিত হতে হয়েছে। এখন ক্লাবগুলি শুধুই টিভি রাইটসের টাকার ওপরে নির্ভরশীল, স্পনসরশিপ খুবই কম আসছে, বড় ক্লাবগুলি ঋণে জর্জরিত, ছোট ক্লাবগুলি টাকার অভাবে ধুঁকছে।

২০১০ সালের বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর ইতালীয় ফুটবল সংস্থা রবার্তো বাজ্জিওকে টেকনিক্যাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করে। তিনি একটি ৯০০ পাতার রিপোর্ট তৈরি করেন ও ইয়ুথ ফুটবলে নিবেশের পরিকল্পনা দেন। প্রপার স্কাউটিং, ১০০টি নতুন ট্রেনিং সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ২০১৩ সালে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন না হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। ইতালির ফুটবল ফেডারেশনকে দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পনার অভাব, নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। সুতরাং, ইতালির টানা তিনবার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থতা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সমস্যার ফল। ইতালি একসময় ফুটবলের রাজা ছিল, এখন প্রশ্ন তারা কি আবার সেই সিংহাসনে ফিরতে পারবে, নাকি এই পতনই তাদের নতুন বাস্তবতা হয়ে থাকবে? উত্তর দেবে সময়।

চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ক্রমশ সরছে বাগান

গোল পেলেও মোহনবাগানকে জয় এনে দিতে পারলেন না লিস্টন কোলাসো।

জামশেদপুর এফসি-১ (ঋতিক)
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (লিস্টন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

জামশেদপুর, ৪ এপ্রিল : ম্যাচ শেষ হতেই জলের বোতলে লাথি মারতে দেখা গেল দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে। যা দেখে এক সমর্থকের খেদোক্তি, 'এই লাথিটা ঠিকঠাক বলে মারলে তো তিন পয়েন্ট ঘরে আসত।'

তাঁদের হতাশা স্বাভাবিক। টানা তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট খুইয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে অনেকটাই পিছিয়ে গেল সের্জিও লোবেরার দল। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এক নম্বরে থাকলেও মুম্বই সিটি এফসি এক ম্যাচ কম খেলায় তাদেরই অ্যাডভান্টেজ। প্রচণ্ড গরমে শেষদিকে দম ধরে রাখতে না পারা, কোচের ভুল স্ট্র্যাটেজি ও ভুল পরিবর্ত নামানো, মোহনবাগান ফুটবলারদের খানিকটা আত্মতুষ্ট মনোভাব ছাড়াও ম্যাচের শুরুতেই ঘাস নিয়ে অভিযোগ করে দল না নামানোর হুমকি দিয়ে সম্ভবত তখনই ফোকাস নড়িয়ে ফেলেন লোবেরা। তবে এই সবের মাঝে এদিন ঋতিক দাস নামের এক বঙ্গতনয় ফুল হয়ে ফুটলেন। তিনি ফের একবার মুখের গ্রাস (জয়) কেড়ে নিলেন মোহনবাগানের। ম্যাচ শেষ হতে মাত্র ৩০ সেকেন্ড বাকি থাকতে ঋতিকের গোলে ম্যাচ ১-১। মোহনবাগানের গোলটা লিস্টন কোলাসোর। আর এই গোলটা ছাড়া মোহনবাগানের পক্ষে বলার বিশেষ কিছু নেই। ম্যাচের পর কোচের মুখে আফসোস, 'আমরা যদি দ্বিতীয় গোলটা করতে পারতাম তাহলে এই ৩০ সেকেন্ড বাকি থাকতে গোল খেয়ে ২ পয়েন্ট খোয়াতে হয় না।' কিন্তু তাঁর দল এদিন জেতার মতো খেলেনি, এটাই সত্যি।

জেআরডি টাটা স্টেডিয়ামের মাঠ বেশ ছোট। ওয়েন কোয়েল ভিড় বাড়িয়ে খেলার স্ট্র্যাটেজির ফাঁদে পড়ে গেলেন বাগান ফুটবলাররা। এমনিতেই এখানে বিকেল পাঁচটায় ৪০ ডিগ্রি গরম এবং তেমনি রোদের তেজ। ফলে লোবেরার দ্রুতগতিতে আক্রমণে ওঠার পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়া কঠিন ছিল। তাছাড়া মোহনবাগানের খেলায় হঠাৎই কেন যেন পড়ন্ত বিকেলের ছায়া। তারই মধ্যে লিস্টনের গোলটা সম্ভবত শুক্রবারের সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর 'স্বার্থপরতা' নিয়ে প্রশ্নের জবাব। তাঁকে বলটা ঠেলে দেন রবসন রোবিনহো। বক্সের বাইরে থেকে লিস্টনের নেওয়া জোরালো শট পোস্টের কোণায় ধাক্কা খেয়ে গোলে ঢোকে ১৪ মিনিটে। ম্যাচ শেষে তিনি সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে 'ধন্যবাদ'ও দিয়ে গেলেন। এই গোলের দুই মিনিট আগেই জেমি ম্যাকলারেন দলকে এগিয়ে দিতে পারতেন। মনবীর সিং থেকে অভিষেক সিং টেকচাম হয়ে আসা বলটা তিনি অবিশ্বাস্যভাবে বাইরে মারেন। হঠাৎই কেন তাঁর গোল খরা, তা নিয়ে এবার চিন্তাভাবনার সময় এসেছে। আর রবসন-দিমি-জেসন কামিন্সের কথা তো যত কম বলা যায় ততই ভালো।

এদিন লোবেরা উইংয়ে মনবীর ও লিস্টন এবং ডিফেন্সে আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে টম অ্যালড্রেড। প্রথম একাদশে রাখেননি দিমিকে। পরে নেমে ৮৫ মিনিটে তাঁর শট নিখিল বারলা গোললাইন সেভ না করলে এদিন স্কোরলাইনে নাম তুলতে পারতেন। তবুও বলতে হবে, দিমি এবং কামিন্স এবং দীপক টাংরিকে যে সময়ে নামালেন, সেই সিদ্ধান্ত ভুল। ম্যাচের শেষদিকে মহম্মদ সানানের প্রায় গোল করে ফেলা, লালহ্রৎপুইয়ার শট কোনওক্রমে বিশাল কেইথের বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়াই হয়তো হৃৎকম্প ধরায় মোহনবাগান ফুটবলারদের। যার ফল ম্যাচের শেষমুহূর্তে গোল খাওয়া।

মাথা ফাটল সবুজ-মেরুন সমর্থকের

জামশেদপুরে ম্যাচ দেখতে গিয়ে মার খেলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। ম্যাচের পর স্টেডিয়ামের বাইরে প্রতিপক্ষ সমর্থকদের ঢিল ছোঁড়ার ফলে মাথা ফেটে যায় রাজীব রায় নামে এক বাগান সমর্থকের।

মোহনবাগান : বিশাল, অভিষেক, অ্যালড্রেড, আলবার্তো, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ, লিস্টন (টাংরি), রবসন (দিমি) ও ম্যাকলারেন (কামিন্স)।

সিএসকে শিবিরে কাঁপুনি, কাঠগড়ায় রুতুরাজ

চেন্নাই, ৪ এপ্রিল : চেন্নাই সুপার কিংসের অন্দরমহলে এখন শুধুই হতাশা আর হাজারো প্রশ্নের ভিড়। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ২১০ রানের বিশাল পাহাড় গড়েও শেষরক্ষা হয়নি, ৮ বল বাকি থাকতেই অনায়াসে ম্যাচ পকেটে পুরেছে পাঞ্জাব। টানা জোড়া হারে টুর্নামেন্টের শুরুতেই রীতিমতো ব্যাকফুটে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। একদিকে বোলারদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা, অন্যদিকে দলের অন্দরেই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় বনাম সঞ্জু স্যামসনের অদৃশ্য স্নায়ুযুদ্ধ! সব মিলিয়ে সিএসকে শিবিরে এখন রীতিমতো ভূমিকম্প।

বোলিং লাইন-আপের কঙ্কালসার চেহারাটা শুরুতেই প্রকট। নিলামে বোলার বাছাই নিয়ে কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং যতই সাফাই দিন না কেন, পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে। এখনও পর্যন্ত মাত্র ৩০.৫ ওভারে ৩৩৮ রান হজম করে বসে আছে চেন্নাই বোলিং! লুঙ্গি এনগিডি, জেসন হোল্ডার বা বেন ডোয়ারশুইসের মতো পেসারদের নিলামে না নেওয়ার চড়া খেসারত দিতে হচ্ছে দলকে। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে নামা রাহুল চাহার বা নুর আহমদরাও স্পিনের ভেলকি দেখাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন। খোদ অধিনায়ক রুতুরাজ মানছেন, মাঝের ওভারগুলোতে মোমেন্টাম ধরে রাখতে না পারাতেই ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে। তবে ফ্লেমিংয়ের অকাট্য যুক্তি, 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়মের জেরে টি২০ ক্রিকেটের ব্যাকরণই বদলে গিয়েছে। তাঁর স্পষ্ট দাবি, এখন আর ক্রিকেটে ফিনিশার বলে কোনও শব্দ নেই। প্রথম বল থেকেই ব্যাটাররা খুনে মেজাজে চালিয়ে খেলছেন, আর তাতেই বোলারদের নাভিশ্বাস উঠছে।

মাঠের ভেতরের এই দুর্দশার পাশাপাশি মাঠের বাইরের চাপটাও রুতুরাজের জন্য মারাত্মক। গত মরশুম থেকে এখনও পর্যন্ত ২১টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে ১৩টিতেই হেরেছেন তিনি। এই জঘন্য পরিসংখ্যানই তাঁর অধিনায়কত্ব নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এর ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে দলে সঞ্জু স্যামসনের হাইপ্রোফাইল উপস্থিতি। ১৮ কোটি টাকার বিনিময়ে রাজস্থান রয়্যালস থেকে ট্রেড হয়ে চেন্নাইয়ে আসা সঞ্জুকে ইতিমধ্যেই মহেন্দ্র সিং ধোনির যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

মাইকেল ভন এবং সাইমন ডুলের মতো প্রাক্তন তারকারা মনে করছেন, সঞ্জুর উপস্থিতিই রুতুরাজের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। একজন কিপার-অধিনায়ক হিসেবে ধোনি চেন্নাইয়ে যে মিথ তৈরি করেছিলেন, সঞ্জুর মধ্যে সেই ছায়াই খুঁজছে ম্যানেজমেন্ট। সদ্যসমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে দুরন্ত পারফর্ম করা সঞ্জু যে রুতুরাজের সিংহাসনের সবচেয়ে বড় কাঁটা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বোলারদের ফর্মহীনতা এবং নেতৃত্বের এই প্রবল মানসিক চাপ দ্রুত সামলাতে না পারলে, এবারও আইপিএলে চেন্নাইয়ের কপালে চরম শনির দশা লেখা আছে।

মাঝের ওভারে চেন্নাইয়ের ব্যর্থতায় রুতুরাজ গায়কোয়াড় দুষছেন নুর আহমদকেও।

মালিঙ্গাকে ছাপিয়ে যাওয়ার পথে বুমরাহ : ম্যাকগ্রাথ

মুম্বই, ৪ এপ্রিল : আইপিএলের ইতিহাসে সেরা দুই পেসার কে কে? প্রাক্তন অজি পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, জেসন গিলেসপি এবং ড্যামিয়েন ফ্লেমিংয়ের পডকাস্টে এই বিষয়ে একমত হলেন তিন কিংবদন্তি। তাঁদের মতে, লাসিথ মালিঙ্গা এবং জসপ্রীত বুমরাহ হলেন আইপিএলের অবিসংবাদিত সেরা দুই বোলার। মালিঙ্গাকে এক নম্বর এবং বুমরাহকে দুই নম্বরে রাখলেও, অজি পেসারদের মতে, কেরিয়ার শেষে মালিঙ্গাকে অনায়াসে টপকে যাবেন বুমরাহ।

কেরিয়ারের পুরোটাই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলা শ্রীলঙ্কান পেসার মালিঙ্গা ১২২ ম্যাচে ১৭০টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁরই ছত্রছায়ায় তৈরি হওয়া বুমরাহ এখনও পর্যন্ত ১৪৬ ম্যাচে ১৮৩টি উইকেট ঝুলিতে পুরেছেন। এই প্রসঙ্গে ম্যাকগ্রাথ বলেছেন, 'সেরা দুই পেসার বাছতে খুব একটা ভাবতে হয়নি। বুমরাহ এখনও খেলছে বলেই আমার তালিকায় ও দুই নম্বরে আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কেরিয়ার শেষ করার আগে ও অনায়াসে মালিঙ্গাকে টপকে যাবে।' মালিঙ্গার নিখুঁত ইয়র্কারের প্রশংসাও শোনা যায় তাঁর মুখে।

ফ্লেমিংয়ের কাছে বুমরাহ আবার একেবারে অদ্ভুত প্রতিভার অধিকারী। তাঁর মন্তব্য, 'মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বিপক্ষ দল মনে করে তাদের কাছে খেলার জন্য মাত্র ১৬ ওভার আছে! এটা ভাবলেই অবাক লাগে।' অন্যদিকে, গিলেসপি এক মজার ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি যখন পাঞ্জাব দলের সঙ্গে ছিলেন, তখন দেখতেন অনুশীলনে মালিঙ্গা মিডল স্টাম্পে জুতো রেখে শুধু নিখুঁত ইয়র্কার মারার প্র্যাকটিস করছেন।

বোলিং তালিকা নিয়ে আলোচনায় কিউয়ি পেসার ট্রেন্ট বোল্টের নামও উঠে আসে। ডোয়েন ব্রাভোকে ফ্লেমিং এবং গিলেসপি পেসারের মর্যাদা দিলেও, ম্যাকগ্রাথ তাঁকে নিছক একজন অলরাউন্ডার হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন।

আরও এগোল পিএসজি

প্যারিস, ৪ এপ্রিল : লিভারপুলের বিরুদ্ধে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হাইভোল্টেজ ম্যাচ আগামী বুধবার। তার আগে প্যারিস সাঁ জাঁ শিবিরে স্বস্তির নাম ছন্দে থাকা ওসমানে ডেম্বেলে। শুক্রবার তাঁরই করা জোড়া গোলের সুবাদে লিগ ওয়ানের ম্যাচে তুলুজকে ৩-১ গোলে হারাল পিএসজি।

ম্যাচের ২৩ মিনিটেই ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে পিএসজি-কে এগিয়ে দেন ডেম্বেলে। চার মিনিটের মধ্যে ম্যাচে সমতা ফেরায় তুলুজ। তা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩৩ মিনিটে ফের গোল করেন ডেম্বেলে। শেষবেলায় ব্যবধান ৩-১ করেন গঞ্জালো র‍্যামোস। এই জয়ের সুবাদে লিগ ওয়ান পয়েন্ট টেবিলে দুই নম্বরে থাকা দলের চেয়ে চার পয়েন্টে এগিয়ে গেল প্যারিসের ক্লাবটি।

অর্জুনকে নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ যুবির

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল : বাবা যোগরাজ সিংয়ের 'মতপার্থক্য' ফের প্রকাশ্যে।

কয়েকদিন আগে বাবার বিভিন্ন মন্তব্যের জন্য মহেন্দ্র সিং ধোনি ও কপিল দেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন যুবরাজ সিং। এবার অর্জুন তেন্ডুলকারকে নিয়ে দুই মেরুতে পিতা-পুত্র। যোগরাজের দাবি অর্জুন আদপে ব্যাটার। কিছুদিন সময় পেলে শচীন-পুত্রকে অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে তৈরি করে দেবেন। যদিও যুবরাজের দাবি, অর্জুন আদপে একজন বোলার, যে ব্যাটও করতে পারে।

> আমি এখনও মনে করি, অর্জুন আদপে একজন বোলার, যে ব্যাটটাও করতে পারে। আমি যেমন ব্যাটার ছিলাম, যে বল করতে পারত। অর্জুন ঠিক উলটো।
>
> -যুবরাজ সিং

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছেড়ে অর্জুন বর্তমানে লখনউ সুপার জায়েন্টস শিবিরে। মাঝে কিছুদিন যুবির তত্ত্বাবধানে অনুশীলনও করেছেন। যুবরাজের কথায়, একসময় নিজের 'আইডল' শচীন তেন্ডুলকারের থেকে যা শিখেছিলেন, সেটাই অর্জুনকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এরপর আরও বলেছেন, 'আমি এখনও মনে করি, অর্জুন আদপে একজন বোলার, যে ব্যাটটাও করতে পারে। আমি যেমন ব্যাটার ছিলাম, যে বল করতে পারত। অর্জুন ঠিক উলটো।'

ক্রিকেটার হিসেবে নিজের পায়ের নীচের জমিটা শক্ত করতে না পারলেও অর্জুনের পরিশ্রমের প্রশংসায় যুবরাজ। বলেছেন, 'অবাক করা বিষয় হল, মানসিক, শারীরিক যুদ্ধ থেকে টেকনিক্যাল টক্কর-প্রায় সবকিছু শিখেছিলাম অর্জুনের বাবার থেকে। সেটাই এখন ওকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। দারুণ অনুভূতি। ওর মাথাটা পরিষ্কার। দ্রুত শেখার ক্ষমতা রাখে। অসম্ভব পরিশ্রমীও। সবকিছু ছাপিয়ে খেলাটাকে অসম্ভব ভালোবাসে।'

ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন মুখ বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়েও মজেছেন। একাধিক বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক যুবরাজের কথা, তাঁর চেয়ে ভালো বৈভব! এক প্রশ্নের জবাবে যুবরাজ বলেছেন, 'চোখ ধাঁধানো ব্যাট স্পিড। আমার থেকেও ভালো। হাতে গোনা কয়েকজনকেই দেখেছি ওর মতো ব্যাটিং স্পিড আছে। ভারতীয় ক্রিকেটে বর্তমানে যে কয়েকজন নতুন মুখ উঠে এসেছে, তাদের মধ্যে বৈভব সূর্যবংশী সবচেয়ে সফল।'

বৈভবের ব্যাটিং দক্ষতা, স্কিল নিয়েও সমান উৎসাহী যুবরাজ। দাবি করেন, 'বয়সের তুলনায় ওর হাতে স্কিলের অভাব নেই। যত বেশি ম্যাচ খেলবে সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতার স্বাদ পাবে এবং অনেক পরিণত ক্রিকেটার হয়ে উঠবে। আইপিএল এদিক থেকে তরুণ প্রজন্মের জন্য দুর্দান্ত মঞ্চ। ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে সরাসরি আইপিএলে পা রাখছে এবং কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলে সফলও হচ্ছে। পরবর্তী কেরিয়ারে যা ওদের এগিয়ে দিচ্ছে।'

এনজোর নির্বাসন

লন্ডন, ৪ এপ্রিল : নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করায় চেলসির আর্জেন্টিনীয় মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্ডেজকে জোড়া ম্যাচে নির্বাসিত করেছে ক্লাব। আর এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন তাঁর এজেন্ট জেভিয়ার পাস্তোরে। পাস্তোরের দাবি, 'এই শাস্তি সম্পূর্ণ অন্যায্য। এনজো অন্য কোনও ক্লাবের নাম বা চেলসি ছাড়ার কথা বলেনি। তাই সে নিজেই এই শাস্তির কারণ বুঝতে পারছে না।'

জোড়া গোল রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৪ এপ্রিল : চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেই ফের জোড়া গোলে চেনা ছন্দে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! প্রায় এক মাসের বিরতির পর শুক্রবার রাতে সৌদি প্রো লিগে আল নাজমার বিরুদ্ধে আল নাসেরের ৫-২ গোলের দাপুটে জয়ে সিআর সেভেন মূল ভূমিকা নিলেন। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে সমতা থাকার পর ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রোনাল্ডো। এরপর ৭৩ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটিও করেন তিনি। এই জয়ে লিগের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল আল নাসের।

হায়দরাবাদ-লখনউ টক্করে নজরে গোয়েঙ্কাও!

হ্যাটট্রিকের আশঙ্কা নিয়ে বিরাটদের সামনে চেন্নাই

বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদ, ৪ এপ্রিল : ব্যর্থ হোক। ব্যর্থতা থেকেই শিখবে তাঁর তরুণ ব্রিগেড!

প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর দল নিয়ে ভেঙে পড়ার বদলে আগামীর বিশ্বাস ঝরে পড়ছিল চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের কথার মধ্যে। বিশ্বাস, ভরসা রাখলে ঠিক সুফল মিলবে। আগামীকাল যে বিশ্বাস নিয়ে চলতি লিগে তৃতীয় ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি সুপার কিংস।

আরসিবি চ্যাম্পিয়ন মেজাজে অভিযান শুরু করেছে। ২৮ মার্চ লিগে উদ্বোধনী ম্যাচে ঘরের মাঠে বিরাট কোহলিদের দুরন্ত পারফরমেন্সের সামনে দাঁড়াতে পারেনি দক্ষিণ ভারতের আরেক দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। রবিবার চেন্নাই-আরসিবি 'দক্ষিণের ডার্বি' আগে বিন্দাস মেজাজে রজত পাতিদার ব্রিগেড। ঘরের মাঠে কালকের রাতের ম্যাচে ফের বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর টিম বেঙ্গালুরু।

অনুশীলনের ফাঁকে লখনউ সুপার জায়েন্টসের কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সঙ্গে পরামর্শে মহম্মদ সামি। হায়দরাবাদে শনিবার।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস
সময় : বিকেল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
বনাম
চেন্নাই সুপার কিংস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ধারেভারে, খাতায়কলমে চেন্নাইয়ের চেয়ে কিছুটা হলেও এই মুহূর্তে এগিয়ে আরসিবি। প্রথম ম্যাচে যার ঝলক মিলেছে। সেখানে চেন্নাই ব্যাটিং, বোলিং কিছুটা নড়বড়ে দেখিয়েছে প্রথম দুই ম্যাচে। ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, আয়ুষ মাত্রে, উর্ভিল প্যাটেল, কার্তিক শর্মা, প্রশান্ত বীর, নুর আহমদরা প্রতিভাবান। কিন্তু অনভিজ্ঞ। সময় দিতে হবে। সুপার কিংস শিবিরে সেই কথার প্রতিধ্বনি। যদিও সাফল্যের চেয়ে বড় 'ওষুধ' কিছু নেই।

রবিবাসরীয় এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে হারের হ্যাটট্রিক আটকে প্রথম জয়ের ছটফটানি স্বাভাবিক। লক্ষ্যপূরণে রুতুরাজের পাশাপাশি সঞ্জু স্যামসনকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। হলুদ জার্সিতে প্রথম দুই ম্যাচ ভালো কাটেনি। রান পাননি কেরলের উইকেটকিপার-ব্যাটার। কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং বিশ্বাস রাখলেও, তার মর্যাদা রাখার দায়িত্ব সঞ্জুর ওপর। সঞ্জু সফল হলে, অনেক অস্বস্তি কেটে যাবে চেন্নাই শিবিরে।

আরসিবি-কে সেখানে অনেক সংঘবদ্ধ দেখাচ্ছে। ব্যাটিংয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিরাট। ফিল সল্টের সঙ্গে তিন নম্বরে দেবদত্ত পাড়িক্কাল 'রেড-হট' ফর্মে রয়েছেন। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে করেছিলেন ২৬ বলে ৬১। জ্যাকব বেথেল, রোমারিও শেফার্ডরাও আছেন। বোলিংয়ে সেখানে জোশ হ্যাজেলউডের (চোটের জন্য নেই) পরিবর্ত জ্যাকব ডাফিও ভরসা জুগিয়েছেন। ভুবনেশ্বর কুমারের সঙ্গে ক্রুণাল পান্ডিয়াও বোলিংকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আগামীকাল মহেন্দ্র সিং ধোনিহীন সিএসকে তা থামাতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

অপরদিকে, রবিবার দুপুরের ম্যাচে ঘরের মাঠ রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মুখোমুখি হচ্ছে সানরাইজার্স। হার দিয়ে অভিযান শুরু করলেও শেষ ম্যাচে ঈশান কিষানের দল ইডেন দ্বৈরথে হারিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। আগামীকাল অগোছালো, দলীয় কোন্দলে জেরবার প্রতিপক্ষ লখনউয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জয় তুলে নেওয়ার চোখ সানরাইজার্সের।

বিস্ফোরক ব্যাটিং ইউনিট ফের তুরুপের তাস অরেঞ্জ ব্রিগেডের। কেকেআর ম্যাচে ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা বিস্ফোরক শুরু করেছিলেন। অভিষেকের রানে ফেরা স্বস্তি দিচ্ছে। শেষে হেনরিখ ক্লাসেন, নীতিশকুমার রেড্ডির ফিনিশারের ভূমিকাও দুই দলের মধ্যে ব্যবধান করে দেয়। লখনউয়ের হার্ডল অতিক্রমে ব্যাটিং-বিস্ফোরণের চোখ থাকবে।

নাইটদের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় এফোর্ট দেখিয়েছেন সানরাইজার্সের বোলাররা। প্যাট কামিন্সের (রিহ্যাবের মাঝে ফের দেশে ফিরেছেন চিকিৎসাজনিত কারণে) অনুপস্থিতিতে সীমিত ক্ষমতা নিয়েও জয়দেব উনাদকাত, এশান মালিঙ্গা, নীতিশকুমার রেড্ডিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিকোলাস পুরান, মিচেল মার্শদের থামাতে যার পুনরাবৃত্তিকে চোখ।

চোখ থাকবে সুপার জায়েন্টস কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দিকেও! প্রথম ম্যাচে হারের পর আঙুল উঁচিয়ে গোয়েঙ্কা প্রকাশ্যেই অধিনায়ক ঋষভ পন্থের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তুমুল বিতর্ক হয় যা নিয়ে। অতীতে লোকেশ রাহুলের সঙ্গেও একই আচরণ করেছিলেন। প্রশ্ন, আগামীকাল ফের দল হারলে কী করবেন টিম লখনউর কর্ণধার?

বাইশ গজে ব্যাট-বলের উত্তেজনার মাঝে যেদিকেও তাকিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

আয়ুষ মাত্রের থেকে পাঞ্জাব কিংস ম্যাচের মতো আরও একটা ইনিংসের প্রার্থনায় চেন্নাই সুপার কিংস।

বিরাট আরসিবির পঞ্চম বিদেশি!

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আইপিএলে প্রতি ম্যাচে পাঁচ বিদেশি নিয়ে খেলছে!

সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ কিন্তু এমনটাই দাবি করছেন। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের পঞ্চম বিদেশি কে? নাম না করলেও খোদ বিরাট কোহলির দিকেই ইঙ্গিত করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

ম্যাচ না থাকলে বছরের বেশিরভাগ সময় সপরিবারে লন্ডনে থাকেন বিরাট। আর সেই কারণেই তাঁকে 'পঞ্চম বিদেশি' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। তবে এই নিয়ে মুখ খুলেছেন বিরাট নিজেও। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সঞ্চালক ড্যানিশ সেইট বিরাটকে প্রশ্ন করেন, 'ক্রিকেটপ্রেমীরা বলছেন আরসিবি পঞ্চম বিদেশি নিয়ে খেলছে। তারা কেন এটা বলছে, বুঝতে পারছি না।' জবাবে বিরাট বলেন, 'আমি জানি না তারা কেন এটা বলছে। এটা বিদেশি ক্রিকেটারদের জিজ্ঞেস করা উচিত। আমি তো বিদেশি ক্রিকেটার নই। আমি কি বিদেশি ক্রিকেটার?'

তবে এত কিছুর মধ্যেও ব্যাট হাতে স্বমহিমায় বিরাট। প্রথম ম্যাচেই ৩৯ বলে ৬৯ রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়েছেন তিনি। আরসিবি-র খেতাবরক্ষার লড়াইয়ে বিরাটই তুরুপের তাস।

বিজ্ঞাপনী ফোটোশুটে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সতীর্থদের সঙ্গে বিরাট কোহলি।

টানা দ্বিতীয় ড্র প্রজ্ঞানানন্দের

পাফোস, ৪ এপ্রিল : ফিডে ক্যান্ডিডেটস দাবায় টানা দ্বিতীয় ড্র ভারতের রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দের।

পঞ্চম রাউন্ডে প্রজ্ঞা মুখোমুখি হয়েছিলেন আন্দ্রে এসিপেঙ্কোর। একটা সময়ে জয়ের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। কিন্তু শেষপর্যন্ত ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। এই ড্রয়ের সুবাদে ২.৫ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানেই থেকে গিয়েছেন তিনি। মহিলাদের বিভাগে ঝু জিনের কাছে হেরে গিয়েছেন ভারতের রমেশবাবু বৈশালী। এর ফলে ২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় সবার শেষে নেমে গিয়েছেন তিনি। অপর ভারতীয় দিব্যা দেশমুখ ড্র করেছেন তান ঝোংগির বিরুদ্ধে। যার সুবাদে পয়েন্ট তালিকায় সপ্তম স্থানে উঠে এসেছেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার।

পেরুর স্টেডিয়ামে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

লিমা, ৪ এপ্রিল : একটি ফুটবল ডার্বির আগে জমায়েতে পেরুর রাজধানি লিমার আলেহান্দ্রো ভিলানুয়েভা স্টেডিয়ামে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অন্তত ১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৪৭ জন আহত হয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জুয়ান কার্লোস ভেলাস্কো এই খবর নিশ্চিত করেছেন। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রথমে স্টেডিয়ামের দেওয়াল ভাঙার খবর ছড়ালেও আলিয়াঞ্জা লিমা ক্লাব তা পুরোপুরি অস্বীকার করেছে।

অর্ধশতরানের পথে রিভার্স স্কুপ যশস্বী জয়সওয়ালের। শনিবার।

দুইয়ে দুই করে ফেলল রাজস্থানও

রাজস্থান রয়্যালস- ২১০/৬
গুজরাট টাইটান্স- ২০৪/৮

আহমেদাবাদ, ৪ এপ্রিল : শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল গুজরাট টাইটান্স। ঘরের মাঠে চলতি আইপিএলে প্রথম ম্যাচে পেশির অস্বস্তিতে নামতে পারলেন না শুভমান গিল। স্টপ গ্যাপ অধিনায়ক রশিদ খানের নেতৃত্বে শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়েও ফিনিশিং লাইন টপকাতে পারল না গুজরাট। ৬ রানে জিতে পাঞ্জাব কিংসের মতো রাজস্থানও টানা দ্বিতীয় জয় পেয়ে গেল।

১৫৪.২ কিমিতে বল করলেন অশোক

চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচে যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকেই শুরু করেন বৈভব সূর্যবংশী (১৮ বলে ৩১) ও যশস্বী জয়সওয়াল (৩৬ বলে ৫৫) জুটি। প্রথম ওভারেই মহম্মদ সিরাজকে দুইটি বাউন্ডারি মেরে স্বাগত জানান বৈভব। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের সবুজ পিচে সহজেই বল আসছিল ব্যাটে। যার পুরো সুবিধা নেন বৈভব-যশস্বী। কাগিসো রাবাদাকে (৪২/২) পয়েন্টের ওপর থেকে বৈভব বাউন্ডারিতে পাঠান। প্রসিধ কৃষ্ণার বলে ডাউন দ্য গ্রাউন্ড ছক্কা হাঁকান যশস্বীও। ওপেনিং পার্টনারশিপে তাঁরা ৩৮ বলে ৭০ রান যোগ করেন। ৯ ইনিংসে ওপেনিং করতে নেমে তাঁরা ৫০০ রান সম্পূর্ণ করে ফেললেন এদিন। যার ওপর দাঁড়িয়ে রাজস্থান থামে ২১০/৬ স্কোরে।

ভালো শুরু করলেও ইনিংস লম্বা করতে পারেননি বৈভব। পাওয়ার প্লে-র পর বল করতে এসে প্রথম বলেই বৈভবকে তুলে নেন রশিদ (৩৯/১)। তবে ধ্রুব জুরেলকে (৪২ বলে ৭৫) সঙ্গে নিয়ে রানের গতি কমতে দেননি যশস্বী। সিরাজের বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩২ বলে তিনি নিজের অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করেন। আইপিএলে যা তাঁর ১৮তম পঞ্চাশ। বোল্ড করে যশস্বীকে ফেরান রাবাদা। এরপর দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন জুরেল। তিনি হাফ সেঞ্চুরিতে পা রাখেন ৩০ বলে। রানের গতি আটকাতে না পারলেও গতিতে তাক লাগালেন গুজরাটের অশোক শর্মা (৩৭/১)। ১৬ নম্বর ওভারের শেষ বলটা তিনি ১৫৪.২ কিলোমিটার গতিতে ইয়র্কার দেন ধ্রুবকে। যা এবারের আইপিএলে দ্রুততম বল। শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই নয়, তিনি নিয়মিত ১৪৫ কিমির ওপর গতিতে বল ছোটালেন।

জবাবে গুজরাটের হয়ে শুরুটা ভালো করেন বি সাই সুদর্শন (৪৪ বলে ৭৩)। ওপেনিং জুটিতে কুমার কুশাগ্রকে (১৮) নিয়ে তিনি তুলে দেন ৭৮ রান। তবে রবি বিষ্ণোইয়ের (৪১/৪) চার শিকারে গুজরাট ১৬১/৭ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই রাবাদাকে (অপরাজিত ২৩) নিয়ে ম্যাচ জমিয়ে দেন রশিদ (২৪)। কিন্তু শেষ ওভারে ১১ রান দরকার পরিস্থিতিতে তুষার দেশপান্ডের (২৪/১) দুরন্ত বোলিং গুজরাটকে ২০৪/৮ স্কোরে থামিয়ে দেয়।

নেটে পুরোদমে বোলিং শুরু গ্রিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ এপ্রিল : জোড়া হার দিয়ে শুরু। দলের কম্বিনেশন নিয়ে জট। বোলিংয়ের বেহাল দশা। ব্যাটিংয়ের অবস্থাও ভালো নয়। আত্মবিশ্বাসও তলানিতে।

কঠিন সময়ের মধ্যে থাকা কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য শনি সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে সামান্য হলেও স্বস্তির খবর পাওয়া গিয়েছে। সৌজন্যে দলের ২৫.২০ কোটির তারকা ক্যামেরন গ্রিন। আজই প্রথমবার নেটে পুরোদমে বোলিং শুরু করেছেন গ্রিন। টানা তিন ওভার বল করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে টানা বোলিং করেছেন তিনি। প্রথমে বলের গতি কমিয়ে শুরু করলেও সময়ের সঙ্গে গতি বাড়িয়ে পুরোদমে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। নাইটদের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসনের নজরদারিতে সন্ধ্যার ইডেনে টানা বোলিং করেছেন অজি তারকা। ওয়াটসন বারবার কথাও বলছিলেন বোলার গ্রিনের সঙ্গে।

কাল আসতে পারেন শাহরুখ

সোমবার কি পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে বল হাতে দেখা যেতে পারে গ্রিনকে? স্পষ্ট জবাব এখনও নেই। নাইটদের অন্দরের খবর, সোমবার পাঞ্জাব ম্যাচে গ্রিনের বোলিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। একান্তই সোমবার অজি তারকা বোলিং না করলে ৯ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচে বল হাতে গ্রিনকে দেখা যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় সোমবার পাঞ্জাব ম্যাচের আগে স্বস্তি, অস্বস্তি দুই রয়েছে নাইটদের অন্দরে। স্বস্তির নাম যদি হয়ে থাকে গ্রিনের বোলিং। তাহলে অস্বস্তি হচ্ছে দলের কম্বিনেশন। প্রথম দুই ম্যাচে দল হিসেবে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে কেকেআর। সোমবার শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দলের প্রথম একাদশে কি কোনও বদল হতে পারে?

অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে রাচিন রবীন্দ্র ও রোভমান পাওয়েলকে নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যার ইডেনে নাইটদের নেটে রাচিন হাজির হয়েছিলেন কোচ অভিষেক নায়ারের ক্লাসে। অন্তত ৪৫ মিনিট ধরে থ্রোডাউন নিতে দেখা গিয়েছে রাচিনকে। ঠিক পাশের নেটে ব্যাট হাতে অন্তত এক ঘণ্টা ধরে ব্যাটিং সাধনা সেরেছেন রোভমান। তাঁকে টানা বল করেছেন দলের পাওয়ার হিটিং কোচ আন্দ্রে রাসেল। দ্রে রাসের ডেলিভারিতে একাধিকবার বিব্রত হতে দেখা গিয়েছে রোভমানকে। একবার বোল্ডও হয়েছেন। রোভমানের ব্যাটিং ছাপিয়ে রাতের ইডেনে তখন দ্রে রাসকে নিয়ে আলোচনা চলছিল। কেন যে রাসেল অবসর নিলেন আইপিএলের দুনিয়া থেকে!

যদি এখনও ক্রিকেটার হিসেবে দলে থাকতেন দ্রে রাস, তাহলে হয়তো ফিনিশার সমস্যায় এভাবে জর্জরিত হতে হত না নাইটদের। এদিকে, রাতের দিকে কেকেআরের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, সোমবার ইডেনে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব ম্যাচে হাজির হতে পারেন শাহরুখ খান। পাঞ্জাবের মালকিন প্রীতি জিন্টারও আসার কথা। শেষপর্যন্ত শাহরুখ-প্রীতিরা ইডেনে হাজির হলে ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজে বীর-জারা শো দেখা যেতেই পারে।

বিতর্ক থামিয়ে শনিবার বল হাতে দেখা গেল ক্যামেরন গ্রিনকে।

জিতেও জরিমানা গোটা পাঞ্জাব দলের!

চেন্নাইকে হারিয়ে কলকাতায় শ্রেয়সরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ এপ্রিল : জোড়া জয়ে অভিযান শুরু।

গুজরাট টাইটান্সের পর গতকাল চেন্নাই সুপার কিংস। হলুদ ব্রিগেডের দুশোর টার্গেট হেলায় অতিক্রম করে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জয় শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব কিংসের। এবার মিশন কলকাতা নাইট রাইডার্স। সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে জয়ের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়ে শনিবার কলকাতায় পা রাখল প্রীতি জিন্টার দল।

নাইটদের চ্যাম্পিয়ন করে কলকাতা ছেড়েছিলেন শ্রেয়স। মাঝের সময়ে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল গড়িয়ে গেলেও খেতাব দেওয়ার পরও দল ছাড়াটা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। গত লিগেও নাইটদের বিরুদ্ধে বাড়তি উদ্দীপনা নিয়ে নেমেছিলেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হওয়ার নয়। তবে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া ছাপিয়ে শ্রেয়সদের চোখ দলগত সাফল্যে।

গতবার তিরে এসে তরী ডুবেছিল। গোটা লিগে দাপট দেখিয়েও ফাইনালে হার। এবার টুর্নামেন্ট শুরুর আগে রিকি পন্টিং-শ্রেয়সরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, ট্রফি ছাড়া অন্য কিছু ভাবছেন না। জোড়া জয়ে শুরুতে রিংটোন সেট। এবার সেই ছন্দটা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর টিম প্রীতি। সোমবার একদা দ্বিতীয় হোম ইডেনে অগোছালো নাইটদের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া অন্য কিছু মাথায় নেই শ্রেয়সেরও।

কলকাতা বিমানবন্দরে অর্শদীপ সিং ও হরপ্রীত ব্রার। সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন, 'কেমন আছো কলকাতা?'

উত্তেজক গুজরাট ম্যাচে কুপার কনোলি বৈতরণি পার করে দিয়েছিলেন। চেন্নাই বধে সেখানে টিমগেমের প্রতিফলন। ২১০ রানের জয়লক্ষ্যে ৮ বল বাকি থাকতেই ৫ উইকেটে ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় পাঞ্জাব কিংস। আইপিএলে এ নিয়ে মোট ৯ বার ২০০-র বেশি রান তাড়া করে জয়ের নজির। ১১ বলে ৩৯ রানের বিস্ফোরক ইনিংসে শুরুতে ম্যাচের গতিপথ ঠিক করে দেন প্রিয়াংশ আর্য।

প্রভসিমরন সিং (৪৩), কুপার কনোলি (৩৬), শ্রেয়স আইয়ার (৫০)- টপ অর্ডারে বাকিরাও রান পাওয়ার ফলে ম্যাচের রাশ কখনও আলগা হয়নি পাঞ্জাবের। দলগত সাফল্যের মন্ত্র খোলসা করে পাঞ্জাবের অধিনায়ক শ্রেয়স বলেছেন, 'ড্রেসিংরুমে আমরা ঠিক করেছি, বাইরে কে কী ভাবছে তা নিয়ে মাথা ঘামাব না। আমরা এমন ক্রিকেট খেলব, যাতে একে অপরকে মুগ্ধ করতে পারি। নিজেদের মধ্যে এই সুস্থ প্রতিযোগিতাই আমাদের সাফল্য এনে দিচ্ছে।'

> **ড্রেসিংরুমে আমরা ঠিক করেছি, বাইরে কে কী ভাবছে তা নিয়ে মাথা ঘামাব না। আমরা এমন ক্রিকেট খেলব, যাতে একে অপরকে মুগ্ধ করতে পারি। নিজেদের মধ্যে এই সুস্থ প্রতিযোগিতাই আমাদের সাফল্য এনে দিচ্ছে।**
>
> **-শ্রেয়স আইয়ার**

২১০ রানের টার্গেটে শুরু থেকে দাপট। নির্ভীক যে ব্যাটিংয়ের খুশি নিয়ে শ্রেয়স আরও যোগ করেন, 'প্রথম দুই ম্যাচেই সবাই ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাওয়ায় দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে। চাপের মুখে কীভাবে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়, সেটা এই দলটা জানে।' চেন্নাই বধ, জোড়া জয়ের উদ্দীপনার মাঝে 'খটকা' শুধু অধিনায়ক সহ গোটা দলের জরিমানা। দ্বিতীয় ম্যাচের দ্বিতীয় মন্থর ওভার রেটের কারণে চেন্নাই ম্যাচের পর শ্রেয়সকে ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অপরদিকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার সহ বাকি একাদশে ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ কাটা যাচ্ছে।

আনোয়ারের রিপোর্টে স্বস্তি, চিন্তা বাড়াল রশিদের চোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ এপ্রিল : অস্বস্তি পিছু ছাড়ছে না ইস্টবেঙ্গলের। কেভিন সিবিল্লে, আনোয়ার আলির পর লাল-হলুদ শিবিরে চোটের তালিকায় নতুন সংযোজন মহম্মদ বসিম রশিদ।

শনিবার আনোয়ারের এমআরআই রিপোর্ট ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের হাত আসতেই স্বস্তি ফিরেছিল। জানা যায় তাঁর চোট তেমন গুরুতর নয়। তবুও এদিন অনুশীলনে ডাকা হয়নি আনোয়ারকে। দিন দুয়েক বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সব ঠিক থাকলে মঙ্গলবার প্রস্তুতিতে যোগ দেবেন তিনি। ম্যানেজমেন্টও আশাবাদী, দ্রুত মাঠে ফিরবেন আনোয়ার। তবে ঝুঁকি নিয়ে ১১ এপ্রিল চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে তাঁকে খেলানো হবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

তারপরও অস্বস্তি কাটল না। ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের চিন্তা বাড়ালেন রশিদ। শনিবার গুরুতর চোট পেলেন তিনি। সিচুয়েশন প্র্যাকটিসের শেষ দিকে সতীর্থের সঙ্গে সংঘর্ষে ডান পায়ে আঘাত পেয়ে পড়ে যান রশিদ। ছুটে যায় লাল-হলুদ মেডিকেল টিম। মাঠে প্রাথমিক শুশ্রুষার পরও পা মাটিতে ফেলতে পারছিলেন না এই বিদেশি মিডফিল্ডার। মেডিকেল টিমের দুই সদস্যের কাঁধে ভর দিয়েই সাজঘরে ফেরেন। এর মিনিট পাঁচেক পর একইভাবে গাড়িতে উঠে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হন রশিদ। তাঁর ডান পায়ে চোটের জায়গায় স্ক্যান করা হয়েছে বলে খবর। প্রাথমিকভাবে চোট বেশ গুরুতর বলেই মনে করা হচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, কমপক্ষে তিন সপ্তাহ রশিদকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

রিজভির কাছে আটকে গেল হার্দিকহীন মুম্বই

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৬২/৬
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৬৪/৪
(১৮.১ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল : টসের সময়ই কিছুটা খটকা।

হার্দিক পান্ডিয়া নেই! বদলে অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে টস করতে নামছেন সূর্যকুমার যাদব। অসুস্থতার কারণে হার্দিক বিশ্রামে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের টিম কম্বিনেশন ঘেঁটে দেয় যা। ট্রেন্ট বোল্টকে বসিয়ে প্রথম এগারোয় অলরাউন্ডার করবিন বশ। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে এদিন যার প্রভাব মুম্বইয়ের পারফরমেন্সেও।

ব্যাটিং-বোলিংয়ে গত ম্যাচে দাপট দেখানো নীতা আম্বানির দলকে আজ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বেশ অসহায় দেখাল। তবে দুই দলের মধ্যে ব্যবধান গড়ে দেওয়ার কৃতিত্ব কোনওভাবে কেড়ে নেওয়া যাচ্ছে না দিল্লি ক্যাপিটালসের বাইশ বছরের ব্যাটিং-অলরাউন্ডার সমীর রিজভির থেকে।

১ এপ্রিল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে নেমে লখনউ সুপার জায়েন্টস বোলারদের 'সর্ষে ফুল' দেখিয়েছিলেন। ৪৭ বলে অপরাজিত ৭০ রানের ইনিংসে দলকে জয় এনে দিয়েছিলেন। আজ ফের রিজভি-এফেক্ট। যার সামনে আটকে গেল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। ৫১ বলে ৯০। সাতটি করে চার ও ছক্কা। জসপ্রীত বুমরাহ, শার্দূল ঠাকুর, মিচেল স্যান্টনাররা চেষ্টা করেও রিজভির দাপটে লাগাম লাগাতে পারেননি।

শতরানের দোরগোড়ায় যখন আউট হন, ম্যাচ কার্যত দিল্লির হাতের মুঠোয়। জিততে হলে দরকার ১২ রান। ডেভিড মিলার (অপরাজিত ২১), ট্রিস্টান স্টাবসরা (অপরাজিত ৩) কোনও ভুলচুক করেননি। রান পান শ্রীলঙ্কান ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কাও (৪৪)। অথচ, শুরুতেই ৭ রানের মধ্যে লোকেশ রাহুল (১), নীতীশ রানাকে (০) হারিয়ে খোঁড়াচ্ছিল দিল্লি।

দিল্লির জয়ে দাগ কাটেন বাংলা রনজি দলের তারকা পেসার মুকেশ কুমার। গত ম্যাচে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নজর কেড়েছিলেন। এদিনও তারই পুনরাবৃত্তি। ওপেনিং স্পেলে রায়ান রিকেলটন (৯) ও তিলক ভার্মাকে (০) আউট করে মুম্বইকে চাপে ফেলে দেন মুকেশ। রোহিত শর্মা (৩৫), অধিনায়ক সূর্য (৫১) খেলা ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এর মধ্যে একটি আইপিএল দলের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ছক্কার নজিরও গড়েন রোহিত (দিল্লি, ৫১টি)। ভাঙেন মহেন্দ্র সিং ধোনির রেকর্ড (আরসিবি, ৫০টি)।

সূর্য অপরদিকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তৃতীয় ব্যাটার (রোহিত, কায়রন পোলার্ডের পর) হিসেবে ১৫০টি ছক্কা মারার ক্লাবে পা রাখেন। শেষদিকে নমন ধীর (২৮) রান পেলেও ইনিংসের গতি সেভাবে বাড়াতে পারেননি দিল্লির নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে। শেষপর্যন্ত ১৬২/৬ স্কোরে থমকে যায় মুম্বই। রিজভির দাপটে যা কম পড়ে যায়।

অর্ধশতরানের পর সমীর রিজভি। তাঁর ৯০ রানই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে দিল্লি ক্যাপিটালসের জয়ের রাস্তা গড়ে দেয়। শনিবার।

প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য সই করতে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দপ্তরে ভিড় (উপরে)। শক্তিশালী দল গড়ে জিটিএস ক্লাব।

ফুটবল দলবদলে ১০০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য দলবদলের দ্বিতীয় দিনে শনিবার ১০০ জন সই করেছেন। শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ, এনআরআই, রবীন্দ্র সংঘ, নবোদয় সংঘ, অগ্রগামী সংঘ এদিন দল গুছিয়ে নিয়েছে। ১০ বছর পর ফুটবল লিগে ফিরে এদিনও শক্তিবৃদ্ধি করল জিটিএস ক্লাব। তাদের ফুটবল সচিব দেবাঞ্জন দাস বলেছেন, '২০১৬ সালে শেষবার লিগে খেলার সময় আমরা সুপার ডিভিশনে ছিলাম। এবার খেলব প্রথম ডিভিশনে। পুরোনো জায়গায় প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে নেমে এবার ২১ প্রতিভাবান ফুটবলারকে সই করিয়েছি। রবীন্দ্র সংঘ থেকে ডেভিড সয়, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন থেকে সানি টোপ্পো ও সঞ্জু কুজুর এবং বান্ধব সংঘ থেকে প্রিয়াংশু প্রধানকে সই করিয়েছি।' পরিষদের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার দলবদলের শেষদিন। দুপুর ৩টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত আগামীকালও সময় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সুযোগ দেওয়া হবে শেষমুহূর্তে স্পেশাল সইয়ের।

শেষমুহূর্তের গোলে জয় বায়ার্নের

হেরে চাপ বাড়ল রিয়ালের

মাদ্রিদ ও মিউনিখ, ৪ এপ্রিল : মায়োরকার মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই রিয়াল মাদ্রিদের আধিপত্য স্পষ্ট। গোল লক্ষ্য করে শট থেকে বল দখলের লড়াই, সব দিক থেকেই এগিয়ে রইল রিয়াল। তারপরও ১-২ গোলে তাদের হেরে ফিরতে হল। ৪২ মিনিটে মানু মরল্যান্সের গোলে এগিয়ে যায় মায়োরকা। ৮৮ মিনিটে রিয়ালকে সমতায় ফেরান এডার মিলিটাও। কিন্তু ৩ মিনিটের মধ্যে ভেদাত মুরিকির গোল রিয়ালের পয়েন্ট প্রাপ্তির আশা শেষ করে দেয়। এই হার লা লিগার খেতাবি লড়াইয়েও রিয়ালকে ধাক্কা দিল। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার থেকে তারা ১ ম্যাচ বেশি খেলে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকল।

পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত জয় ছিনিয়ে আনল বায়ার্ন মিউনিখ। শনিবার বুন্দেশলিগায় তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে ফ্রেইবুর্গকে। এদিন ম্যাচের ৭১ মিনিটের মধ্যে ০-২ ফলে পিছিয়ে পড়েছিল ভিনসেন্ট কোম্পানির ছেলেরা। ফ্রেইবুর্গের হয়ে গোল করেন জোহান মাঞ্জবি ও লুকাস হোলার। তবে বায়ার্নকে ম্যাচে ফেরান টম বিশপ। ৮১ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে প্রথম গোলটি করেন তিনি। এর মিনিট দশেক পরে ফের লক্ষ্যভেদ করেন বিশপ। ম্যাচের অন্তিমলগ্নে জয়সূচক গোলটি করেন লেনার্ট কার্ল। ২৮ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট পেয়ে বুন্দেশলিগায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বায়ার্ন।

লিভারপুলকে ৪ গোল সিটির

এফএ কাপ

লন্ডন, ৪ এপ্রিল : এফএ কাপের সেমিফাইনালে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। লিভারপুলকে ৪-০ গোলে চূর্ণ করল তারা। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের নায়ক আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। প্রথমার্ধের ৩৯ মিনিট এবং অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল করেন তিনি। তাঁর তৃতীয় গোলটি এসেছে ৫৭ মিনিটে। সিটির অন্য গোলটি অ্যান্টোনিও সেমেনিওর। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে, চেলসি ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব পোর্ট ভেলে এফসি-কে। গোল করেন জোরেল হাটো, জোয়াও পেড্রো, জর্ডন লরেন্স গ্যাব্রিয়েল, তোসিন আদারাবিয়ো, আন্দ্রে স্যান্তোস, এস্তেভাও এবং আলেজান্দ্রো গারানচো।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু অষ্টম এসসিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটানের অষ্টম বর্ষের শিলিগুড়ি ক্রিকেট লিগ (এসসিএল) শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে জোড়া জয় পেয়েছে মুখার্জি হসপিটাল। তারা ৮ উইকেটে ম্যাগনাস সুপার টাইটান্সকে ও ১২ রানে এএএ সাক্সেসকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ২০ রানে নেওটিয়া গেটওয়েলের বিরুদ্ধে জিতলেও ৭ উইকেটে সিটি সেন্টারের কাছে হেরে যায়। সিটি সেন্টারকে আবার ৩৫ রানে হারিয়ে দেয় ব্রিগেড বয়েজ। ম্যাগনাস ৪ উইকেটে রিয়াংশী সুপারস্টার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়।

আয়োজকদের তরফে প্রাক্তন সভাপতি শিবশংকর সরকার জানিয়েছেন, সভাপতি জ্যোতি দে সরকার ও সচিব ভীম সেন গোয়েলের নেতৃত্বে অষ্টম বর্ষের এসসিএল আয়োজন করছেন তাঁরা। ৮ দলীয় এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল রবিবার নৈশালোকে করা হবে। বেলুন উড়িয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ মানিক দে ও মুন্না প্রসাদ। ছিলেন নবীন আগরওয়াল, প্রিন্স পারেখ, রবীন্দ্র জৈন, যোগেশ প্রধান, দীপক নেওপানে, রাজেশ আগরওয়াল, রাকেশ গর্গও।

অষ্টম বর্ষের এসসিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের সঙ্গে গৌতম দেব।

বিদায় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল : পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষদের খো খো-য় কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। পুরুলিয়ার সিধো-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের শনিবার তাদের ১৮-১৬ পয়েন্টে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় হারিয়ে দেয়।